বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 589. September, 1912.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি. এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ। ৫৮৯ সংখ্যা। ভাদ্র, ১৩১৯। ১০ম কল্প। ১ম ভাগ।

বামাবোধিনীর পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব।

যে মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার অশেষ কৃপায় বামাবোধিনী এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল ভারতের রমণীগণের সেবা করিয়া পুনরায় নববর্ষে পদার্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, আজ বিশেষ ভাবে সেই বিশ্বদেবের চরণে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণত হইয়া তাঁহার কৃপা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। মঙ্গলময় প্রভু! তুমি এই সুদীর্ঘ কাল শত বিঘ্নবাধা হইতে রক্ষা করিয়া এই পত্রিকাকে তোমার সেবায় নিয়োজিত রাখিয়াছ ও ইহাঁর উদ্দেশ্য সাধনের সহায় হইয়া রহিয়াছ। তুমি কৃপা করিয়া ইহার ক্ষুদ্র প্রাণকে রক্ষা করিয়াছ, তাই আজও ইহা জীবিত আছে। দয়াময়! তুমি ইহাকে আরও সুচারুরূপে ইহার উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম কর ও ইহাকে দীর্ঘজীবিনী কর, তোমার চরণে এই আমাদের প্রার্থনা।

১২৯৫ সালের ভাদ্র মাসের সংখ্যায় বামাবোধিনীর যে ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছিল আমরা আবার তাহাই প্রকাশ করিতেছি। ১২৭০ সালের ভাদ্র মাসে বামাবোধিনীর জন্ম হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যখন এদেশের স্ত্রীজাতির অবস্থা অতি হীন ছিল, তাঁহাদিগের শিক্ষার্থ বিদ্যালয় সকল অঙ্গুলির অগ্রে গণনা করা যাইত, তাঁহাদিগের পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা অতি অল্প ছিল, তাঁহাদিগের বিশেষ অভাব পূরণ জন্য একখানিও সাময়িক পত্রিকা বিদ্যমান ছিল না, তাঁহাদিগের উন্নতির জন্য একটীও নারী-সভা স্থাপিত হয় নাই, কেবল কতকগুলি দেশহিতোৎসাহী কৃতবিদ্য পুরুষ "স্ত্রী-জাতির বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা" বিষয়ে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতাদি করিতেন,

সেই সময়ে এই বামাবোধিনীর সূচনা হয়। যশোহরনিবাসী আমাদিগের শ্রদ্ধেয় বন্ধু পরলোকগত বাবু বসন্তকুমার ঘোষ কলিকাতায় রঘুনাথ চাটুয্যের লেন ১৬ নং বাটীতে আসিয়া অবস্থিতি করেন। স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির সহায়তার জন্য একখানি সাময়িক পত্রিকার নিতান্ত প্রয়োজন, এই বলিয়া তিনি এই কার্য্যে আমাদিগের কয়েকজনকে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহিত করেন। ইঁহারই বিশেষ উদ্যোগে বাসার এক ক্ষুদ্র গৃহে আমাদিগের এক বন্ধুসমিতি হয়, তাহাতে পত্রিকার নামকরণ লইয়া অনেক কথা হয়, অবশেষে আমাদিগের প্রিয় "বামাবোধিনী" নামটী কোমল, সরল ও উদ্দেশ্যসাধক বলিয়া সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। এই সমিতিতে আরও স্থিরীকৃত হয় যে, যশোহরে গিয়া আমাদিগের বন্ধুবর এক ছাপাখানা খুলিয়া এই পত্রিকা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং লেখা বিষয়ে আমরা তাঁহার সাহায্য করিব। কিছুদিন চলিয়া গেল, পীড়া ও অন্যান্য কারণে বন্ধুবর আপন সঙ্কল্পসিদ্ধি করিতে পারিলেন না। কলিকাতায় যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাঘাত দেখিয়া শুভ কার্য্যের সূত্রপাতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন তাঁহারা অল্পবয়স্ক, তাঁহাদিগের অর্থবল, লোকবল কিছুই ছিল না, কিন্তু 'সাধু ইচ্ছার সহায় ঈশ্বর' এই মহাবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। বামাবোধিনীর ১ম সংখ্যা এক ব্যক্তি (৺ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়) দ্বারাই আদ্যন্ত লিখিত হয় এবং সত্বর মুদ্রিত করা হয়। কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট হলওয়েলস লেন ৺মথুরানাথ তর্করত্নের প্রাকৃত যন্ত্রে বামাবোধিনী প্রথম মুদ্রিত হয়।

পত্রিকাখানি রয়্যাল ১ ফরমা, মূল্য /০ আনা মাত্র ছিল। সহস্র খণ্ড প্রথম মুদ্রিত হয়। আমাদিগের কোন বন্ধুর বিশেষ উৎসাহে অল্পকাল মধ্যে তাহা নানা স্থানে প্রচারিত হয়। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ভুবনমোহিনী বসু নাম্নী এক মহিলা সর্ব্বাগ্রে বামাবোধিনীর গ্রাহিকা হইয়া অগ্রিম বার্ষিক মূল্য প্রদান করেন ও ইহাকে উৎসাহ দান করেন। পত্রিকার ১ম সংখ্যা কলিকাতা ও মফস্বলের অনেক স্থানে সমাদরে গৃহীত হওয়াতে এই পত্রিকার ২য় সংখ্যা বর্দ্ধিত আকারে, উৎকৃষ্টতর কাগজে ও উৎকৃষ্টতর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প করা হইল। বহুবাজার ষ্টানহোপ যন্ত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ গোপালচন্দ্র বসুর সাহায্যে ইহা সেই যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। এই সময় আমাদিগের প্রথমোদ্যোগী বন্ধু বসন্তকুমার বাবু আনন্দের সহিত পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য পরামর্শ দিতে লাগিলেন এবং দীননাথ মিত্র নামক একজন যুবক দ্বারা উডকট প্রস্তুত করাইয়া মধ্যে মধ্যে ইহাতে ছবি প্রকাশের সুবিধা করিলেন। যখন বামাবোধিনীর ২য় সংখ্যা মুদ্রিত হইতেছিল, তখন তাহা মাহাত্ম্য।

কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি যেরূপ সহৃদয়তার সহিত ইহা পাঠ করিলেন এবং বহু প্রশংসাবাদের সহিত ইহা প্রচারে যেরূপ উৎসাহ দান করিলেন, তাহা আমরা কখনও বিস্মৃত হইব না। বামাবোধিনী কয়েক মাস নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল এবং ক্রমে ইহার আদর ও গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ে কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মফস্বলে যাইতে বাধ্য হইতে হইল। পত্রিকাখানির জীবন হয়ত এইখানেই শেষ হইত, কিন্তু ব্রাহ্ম আত্মীয় সভা নামে একটী সভা ছিল, তাহার সভাগণ ইহার ভারগ্রহণে প্রস্তুত হইলেন। সম্পাদক তাঁহাদিগের হস্তে ইহার ভারার্পণ করিয়া কার্য্যস্থানে চলিয়া গেলেন এবং যথাসাধ্য লেখার সাহায্য করিতে লাগিলেন। উক্ত সভার দুইজন উৎসাহী সভ্য বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত ও বাবু বসন্তকুমার দত্ত পর্য্যায়ক্রমে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার লইয়া সুদীর্ঘকাল সুচারুরূপে ইহার কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ইহার উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহারা অর্থ, কায়িক পরিশ্রম ও স্বতঃ পরতঃ চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। পত্রিকাখানির কলেবর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়াতে ইহার মূল্য /০ আনার স্থলে /১০ ও পরে ৶০ ও ৵০ আনা হইল এবং কার্য্যের সুবিধার জন্য ষ্টানহোপ যন্ত্র হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে, তথা হইতে স্কুলবুক প্রভৃতি যন্ত্রে ও পরে বাবু যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের যন্ত্রে স্থানান্তরিত হইল। বামাবোধিনীর প্রতি এই সকল যন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষগণ বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ স্কুলবুক যন্ত্রের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় বাবু প্যারিচরণ সরকার মহাশয় অনেক ত্যাগস্বীকার করিয়া এই পত্রিকা প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন। বামাবোধিনীর পাঁচ ছয় শত গ্রাহক থাকিলেও অনেকের নিকট মূল্য আনাদায় থাকার জন্য বামাবোধিনীকে মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত কষ্টে পড়িতে হইয়াছে, এমন কি সময় সময় ইহা বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু মঙ্গলবিধাতা ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশলে অভাবনীয় এক একটী উপায় কোথা হইতে উপস্থিত হইয়া ইহার জীবন রক্ষা ও উন্নতির সহায়তা করিয়াছে। যে দুইটী উৎসাহী বন্ধুর নামোল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহাদিগেরই বিশেষ যত্নে রাজসাহীর করচমাড়িয়া-নিবাসী সহৃদয় বন্ধু বাবু হরকুমার সরকার বামাবোধিনীর জন্য অনেক পরিশ্রম করেন এবং তাঁহার ও তাঁহার পরিবারস্থ দুইটী রমণীর অর্থ সাহায্যে বামাবোধিনীর পুরাতন কতকগুলি সংখ্যা পুনর্মুদ্রিত হয়। পূর্ব্বোক্ত উৎসাহী বন্ধুদ্বয়ের যত্নেই হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড হইতে সাহায্য পাইয়া বামাবোধিনীতে লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধ সংগ্রহপূর্ব্বক 'নারী শিক্ষা' নামে দুইখানি পুস্তক মুদ্রিত করা হয়। এই সাহায্য

দান বিষয়ে স্বর্গীয় প্যারিচাঁদ মিত্র ও পরমশ্রদ্ধাস্পদ ৺শিবচন্দ্র দেব মহাশয় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। এই দুই মহাত্মা বামাবোধিনীর প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের সাহায্যে অতঃপর বামারচনাবলী নামক পুস্তকও মুদ্রিত করাইয়াছিলেন। ইহাদ্বারা বামাবোধিনীর অনেক অভাব মোচন হইয়াছিল। বন্ধুবর বাবু বসন্তকুমার দত্ত ১২৭৬ সালে কার্য্যোপলক্ষে যখন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বাঁকীপুর গমন করেন, তখন বামাবোধিনীর প্রথম সম্পাদক মহাশয় কলিকাতায় থাকাতে পুনরায় তাঁহারই হস্তে ইহার সমুদায় ভার অর্পিত হয়, এবং তদবধি তিনিই এই পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছেন। মধ্যে কয়েক বৎসর এই পত্রিকা ভারত সংস্কার সভার অন্তর্গত বামাকুলোন্নতি বিভাগ হইতে প্রচারিত হইত, কিন্তু তাহাতে ইহার উদ্দেশ্য বা সম্পাদনব্যবস্থার কোন রূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই।

ইহার সম্পাদক কোন কোন অংশী-দারের সহিত মিলিত হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস নামে এক যন্ত্র স্থাপন করেন। ৪।৫ বৎসর বামাবোধিনী তাহাতে মুদ্রিত হয়। কিন্তু সম্পাদকের পীড়া ও অন্যান্য কারণে তাঁহার মুদ্রাযন্ত্র অচল হওয়াতে বামাবোধিনীর অত্যন্ত দুরবস্থা হয় এবং বৎসরাধিক কাল ইহার প্রচার বন্ধ হইয়া থাকে। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে, বদান্যা ৺মহারাণী স্বর্ণময়ী এই সময় বামাবোধিনীর সাহায্যার্থে ২০০ দুই শত টাকা দান করাতে ইহার কয়েক খণ্ড প্রচারিত হয়। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ৺রামশঙ্কর সেন মহাশয়ের যত্নে এই সাহায্যলাভ করা যায়। কিন্তু বামাবোধিনী তখন এরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন যে, মহারাণীর সাহায্যে ইহা জীবনের অল্প পরিচয় দিয়া আবার অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। এক বৎসর কাল বামাবোধিনী লোকচক্ষুর অগোচর হইয়া রহিল এবং ইহা যে পুনর্জীবন লাভ করিবে, সে বিষয়ে বন্ধুগণও নিরাশ হইলেন।

যে দয়াময়ের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া বামাবোধিনী জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং যিনি নানা সঙ্কট হইতে বার বার ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই ইহাকে পুন-র্জীবন প্রদান করিলেন। ১২৮৫ সালের কার্ত্তিক মাস হইতে বামাবোধিনী পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল।

বঙ্গরমণীগণকে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানে বিভূষিত করা বামাবোধিনীর উদ্দেশ্য, এই জন্য সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানগর্ভ প্রস্তাবই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমা-দিগের ইচ্ছা ছিল এ পর্য্যন্ত যত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার একটি তালিকা মুদ্রিত করি, কিন্তু তাহা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে বলিয়া সে সঙ্কল্প হইতে ক্ষান্ত হইলাম। জ্ঞানপ্রচার বামাবোধিনীর প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও এই জ্ঞান যাহাতে ধর্ম্মভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত

হইয়া নারীজীবনের যথার্থ শোভা সম্পাদন ও কল্যাণ বিধান করে, বামাবোধিনীর ইহা প্রাণগত ইচ্ছা, এই জন্য ইপাঠক-পাঠিকাগণের মনে ধর্মভাব উদ্দীপন ও সংরক্ষণের জন্য ইহা প্রথম হইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমত শিক্ষা দেওয়া বা কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন করা বামাবোধিনীর লক্ষ্যের বহির্ভূত। ইহাতে উদার ও অসাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্মবিষয়ক প্রস্তাব সকলের আলোচনা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, এ বিষয়ে কতদূর ইহা কৃতকার্য্য হইয়াছে বলিতে পারি না। বামাবোধিনীর লেখক ও লেখিকাগণও ইহার উদ্দেশ্যের অনুগত হইয়া প্রবন্ধ সকল লিখিয়াছেন।

বামাবোধিনীর এই ৫০ বৎসরের মধ্যে অনেক ত্রুটি, অনেক অভাব লক্ষিত হইয়াছে এবং গ্রাহকগ্রাহিকাদিগের নিকট ইহার অনেক অপরাধও হইয়াছে। আশা করি তাঁহারা কৃপা-চক্ষে সে সকল মার্জ্জনা করিবেন। বামাবোধিনীর সঙ্কল্প অতি মহৎ, কার্য্যক্ষেত্র অতি প্রশস্ত এবং কর্ত্তব্যভার অতি গুরুতর কিন্তু ইহার শক্তি সামর্থ্য অতি অল্প। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন যেন ইহা ঈশ্বরের বিশ্বাসী কন্যা হইয়া সেই সর্ব্বশক্তিমানের শক্তির উপর সম্পূর্ন নির্ভর করিয়া সুচারুরূপে ইহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে এবং কৃতজ্ঞতার সহিত সকলের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ইহার জীবনে বিধাতার অভিপ্রায় সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়।

বামাবোধিনী আজ যাঁহার কৃপায় শত সহস্র বিঘ্ন বাধার মধ্য দিয়া ৫০ বৎসরে পদার্পণ করিল, সেই বিশ্বদেবতার শ্রীপাদ-পদ্মে ভক্তিপূর্ণ ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণত হই, এবং তাঁহারই নিকট ইহার সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি।

হে সর্ব্বজীবের জীবনদাতা, মঙ্গল-বিধাতা, প্রেমময় দেবতা, আজ তোমার অশেষ করুণায় বামাবোধিনী পঞ্চাশৎ বর্ষে পদার্পণ করিল। তুমি ইহার জীবনকে যেরূপ আশ্চর্য্য ভাবে এই সুদীর্ঘ কাল রক্ষা করিয়াছ, তাহা স্মরণ করিলে তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে কাহারও সংশয় জন্মিতে পারে না। ইহার প্রতি তোমার এই অশেষ করুণা দেখিয়া মনে হয় ইহার কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। তোমার ইচ্ছায় কতিপয় মহাত্মার চেষ্টায় ইহার জন্ম হইয়াছিল এবং তোমারি কৃপায় ইহা এতকাল ভারতের নারীগণের সেবা করিতে সক্ষম হইয়াছে। হে সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু, তুমি ইহাকে সুচারুরূপে ইহার উদ্দেশ্যসাধনের শক্তি দাও ও ইহার সকল বিঘ্ন, বাধা, দোষ দূর করিয়া ইহাকে জগতের হিতসাধনের জন্য দীর্ঘজীবিনী করিয়া রাখ, আমাদিগের এই প্রার্থনা। অতঃপর ইহার জন্মদাতা ও সহৃদয় বন্ধুগণের চরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সহকারী ভারতসচিব মিষ্টার মণ্টেগের ভারতে আগমন—আগামী অক্টোবর মাসে সহকারী ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগ ভারবর্ষে আগমন করিবেন। দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জন্ত লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আশা করি, তাঁহার আগমনে ভারতের অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে।

জাপান সম্রাটের লোকান্তর—জাপান সাম্রাজ্যের প্রজাপ্রিয় সম্রাট্ মিকাডো ২৯শে জুলাই ১২'৪৩ মিনিটের সময় মর্ত্ত্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে গমন করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি ও রাজ্যের কল্যাণ বিধান করুন।

মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের ভারতে আগমন—শুনা যাইতেছে, মিঃ র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড আগামী ডিসেম্বর মাসে তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্ত ও রাজনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে আগমন করিবেন।

কংগ্রেসের সভাপতি—আগামী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতি মাক্কবর মিঃ গোখেলেকে সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

স্মৃতি-উৎসব—১৩ই শ্রাবণ স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে তৎপ্রতিষ্ঠিত মেট্রপলিটন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণের উদ্যোগে তাঁহার একবিংশ স্মৃতি-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই মহাত্মার স্মৃতিপূজা কেবল তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে। সমগ্র দেশের যিনি পূজনীয়, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন সর্ব্বসাধারণেরই কর্ত্তব্য।

ফ্রান্সে যুবরাজ—আমাদের যুবরাজ শিক্ষা লাভের জন্ত ফ্রান্সে গিয়াছেন। তথায় ফরাসী রাষ্ট্রনায়ক ফলিয়েরে ও তাঁহার পত্নী যুবরাজের সহিত জলযোগ করিয়াছেন। জলযোগান্তে ফলিয়েরে যুবরাজকে "গ্রাণ্ড ক্রস অব দি লিজন অব অনার" উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন।

বিলাতে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের সম্বর্দ্ধনা—বিলাতের ইণ্ডিয়ান সোসাইটি "টোর্কেডারো রেস্তরাঁ" নামক হোটেলে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়াছেন। এই সভায় অনেক গণ্যমান্ত সাহিত্যিক উপস্থিত হইয়াছিলেন। মিঃ ডবলিউ বি ইয়েট্‌স সংবর্দ্ধনা-সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের রচিত তিনটী কবিতার গদ্যানুবাদ পাঠ করেন। অনুবাদপাঠ শ্রবণে সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। চিত্রকর

মিঃ ডবলিউ স্মথে নেষ্টিন, মিঃ টি, ডব্‌লিউ আর্লণ্ড, স্যার কে, জি, গুপ্ত, মিঃ এস, কে, র‍্যাট ক্লিফ ও রবীন্দ্র বাবু নিজেই সভায় বক্তৃতা করেন।

কৃষ্ণদাস পালের স্মৃতিসভা—গত ২৪শে জুলাই ভূতপূর্ব্ব "হিন্দু পেট্রিয়ট" সম্পাদক ৺ কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা কল্পে কলিকাতার টাউন হলে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এই সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মিঃ ব্রেয়ার, মৌলবী সিরাজউল এস্‌লাম, রায় হরেরাম গোয়েঙ্কা বাহাদুর, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

শিশুজীবন ও কিণ্ডার গার্টেন।

শরীরের যত্ন।

বিজ্ঞানমতে শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া ও পালন করার বিষয়ে সাধারণ লোকে একেবারে অজ্ঞ। ঐ সম্বন্ধে যুবক ও প্রবীণ সকলেই একমত হইয়া বলেন যে, মার স্নেহ ও স্বাভাবিক জ্ঞান ছেলের শরীর ও মনের শিক্ষার ও যত্নের পক্ষে যথেষ্ট, উহার নিমিত্ত অন্য কোন বাহ্য শিক্ষার আবশ্যক নাই। আর ঐ সংস্কার আমাদের দেশে এত গভীররূপে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, উহার মূল উৎপাটন করিয়া সাধারণ লোকের মনে নূতন ভাব প্রবেশ করান একপ্রকার অসাধ্য। তবে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দুই একজনও মার্জ্জিত স্নেহময় জননীর মনে সন্তান সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান জন্মিতে পারে, এই আশায় আমি নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

তরুণজননীগণ! আপনারা ইহা ভাবিয়া ভয় পাইবেন না যে, এই কর্ত্তব্যের জ্ঞান আপনাদের সন্তানের প্রতি স্নেহের কিছুমাত্র বিকার জন্মাইয়া দিবে। বরং উহা দ্বারা প্রেম অধিকতর পবিত্র ও মহৎ হইয়া উঠিবে, আর জননীর যে গৌরব কবি ও যাহা চিত্রকরগণ বর্ণনা করিতে কখনও ক্লান্ত হন না ও যাহা দ্বারা এই সহস্র সহস্র বৎসর পরেও রোমীয় জননী কর্ণেলিয়ার নাম সর্ব্বদেশে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সেই গৌরবের জ্যোতি আপনাদের মুখে প্রকাশিত হইবে ও উহা দ্বারা আপনাদের সমস্ত জীবন অলঙ্কৃত হইবে।

হয়ত, শিশুর শরীরের প্রতি যত্নের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইলে অনেকে উহা অতিরিক্ত মনে করিবেন, কিন্তু মানবজাতির জ্ঞানচর্চ্চাকালে শরীর ও মনের এরূপ প্রভেদ কে ঠিক করিতে পারে যে, তিনি সচ্ছন্দে বলিতে পারেন,—এইটা কেবল মনের

ও এইটা শুধু শরীরের অপকার বা উপকার করে। সেই জন্য শিশুর নিমিত্ত যে সকল শিক্ষা ও যত্ন আবশ্যক ভবিয়া যাহাতে ঐ কোমল শরীর ও মন একবারে দৃঢ় ও সবল হয়, তাহা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

সাধারণ লোকেরা সন্তানের সকল বিষয়ে মাতার স্বাভাবিক জ্ঞানের উপর যে পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকেন, পুস্তক পড়িয়া জ্ঞানলাভের প্রতি তাঁহারা সেই পরিমাণে খড়্গহস্ত। তাঁহারা হয় ত মনে করেন, বুদ্ধিমতী মাতারাও অতি সামান্য বিষয়ের জন্য পরামর্শ লইতে হইলেও পুস্তকের সাহায্য চান। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের চিন্তা ও উপদেশ দ্বারা তরুণবয়স্কা মাতাদিগের বুদ্ধি পরিপুষ্ট হয়, আর শিশু সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান লাভ হয়। বিশেষতঃ অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল লোকদিগের উপদেশ ও বাক্যের দ্বারা তাঁহাদের অনেক উপকার হইতে পারে।

সেই জন্য, জননীদিগের শিক্ষা এরূপ হওয়া উচিত নহে যাহাতে সামান্য বিষয়েও তাঁহাদিগকে পুস্তকের পাতা উল্টাইতে বাধ্য করে। বরং উহা এরূপ হওয়া উচিত যে, তাহা দ্বারা মনের ভাব সকল উন্নত হইবে, বোধশক্তি তীক্ষ্ণ হইবে, ও একটী কোমল ও সরল মনের পুষ্টি সাধন করিতে সক্ষম হইবে।

সেই কারণে, হে তরুণমাতৃগণ! যে কোন পুস্তক আপনাদের পবিত্র কর্ত্তব্য-জ্ঞানের সাহায্য করিবার উপযুক্ত বোধ হয়, তাহা পড়িয়া নিজ নিজ মনকে প্রশস্ত করুন। সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আপনাদের ঐ পরিশ্রমের জন্য আপনাদের প্রতি অধিকতর ভক্তিমান্ হইবে। প্রত্যেক মাতার, এমন কি প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরও সন্তানপালন সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ করা উচিত। উহা দ্বারা জননীর সকল দিক সুমার্জ্জিত হয়, মাতার স্বাভাবিক জ্ঞান আরো অধিক তীক্ষ্ণ হইয়া সন্তানের গুপ্ত স্বভাব ভালরূপে বুঝিতে পারিলে সাদরে উহার রক্ষা, যত্ন ও উন্নতির চেষ্টা করে।

সুতরাং শিশুর নূতন জীবন আপনার হস্তে পড়িবার পূর্ব্বে ও জননীর উল্লাসে আপনার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইবার পূর্ব্বে আপনি শিশুর শারীরিক যত্ন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় পুস্তক পাঠ করিতে অবহেলা করিবেন না। কিরূপে ঐ নূতন জীবনের পালন ও বৃদ্ধি সাধন করিতে হয়, তাহা শ্রম সহকারে শিক্ষা করা প্রয়োজন। ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষা লাভের জন্য উৎকৃষ্ট ধাত্রীশিক্ষা, মাতৃশিক্ষা ও শিশুপালন প্রভৃতি পুস্তক অত্যন্ত উপকারী।

গর্ভাবস্থায় যদি ঐ পবিত্র কর্ত্তব্যের বিষয় সকল উত্তমরূপে শিক্ষা করা হয়, তাহা হইলে ঐ উন্নত মানসিক আনন্দে শারীরিক যত অসুবিধা ও কষ্ট দূর করিয়া দিবে, এবং ঐ বাঞ্ছিত সুখের জন্য মনকে দৃঢ় ও প্রফুল্ল করিবে। এই সময় পীড়িতের ন্যায় মনে করা উচিত নয়,

আপনি যে মাঝে মাঝে ক্লেশ পান, তাহা পীড়ার বেদনা নয়। কিন্তু আপনি যত উহাকে স্বাস্থ্যের চিহ্ন স্বরূপ ভাবিবেন ও স্বাভাবিকরূপে চলিবেন, সর্ব্বদা কোন না কোন কাজে যত নিযুক্ত থাকিবেন, ততই শারীরিক কষ্ট অনেক কম বোধ হইবে। আপনার মধ্যে যে একটী নূতন প্রাণী গঠিত হইতেছে, তাহা যেন মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হইবেন না। আপনি এখন আর সে স্বাধীন বালিকা নন, এখন আপনার শুধু নিজের আমোদের জন্য ব্যস্ত থাকিলে চলিবে না। লাফালাফি, দৌড়ান, প্রভৃতি অতি কঠিন পরিশ্রমজনক কাজে যোগ দেওয়া আর আপনার উচিত নয়। এক ভাবে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকাও আপনার পক্ষে ভাল নয়। এক কথায়, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন আকস্মিক ভয়, গতি ও পতনের দ্বারা আপনার গর্ভস্থিত ধন বিনাশ পাইতে পারে। আর, সকল প্রকার মানসিক চাঞ্চল্য, উদ্বেগ, ভয় ও ক্রোধ হইতেও ঐ মহা অপকার ঘটিবার সম্ভাবনা। আপনার খাদ্যের প্রতিও মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। প্রফুল্ল ও শান্ত ভাবে জীবন অতিবাহিত করাই নিজের ও সন্তানের উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলকর। তৎপরে ঐ যে অসহায় ক্ষুদ্র শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া চক্ষু খুলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতেছে, উহার প্রথম কান্না আপনার ক্ষীণ হৃদয়ের উপর প্রতিঘাত করিতেছে, আপনার কাছে সে প্রেম, সাহায্য ও যত্ন পাইবার জন্য ডাকিতেছে। আপনি যদি ইহার মধ্যে কোন ডাক্তার বা পুস্তকের উপদেশ লইয়া থাকেন, তাহা হইলে জ্ঞাত আছেন যে, উহার বিছানা অত্যন্ত নরম তুলার হইবার আবশ্যক নাই, নারিকেল ছোবড়া বা নেকড়ার গদি ও তুলার বালিশই যথেষ্ট হইবে।

সদ্যোজাত শিশুকে গরম জলে স্নান করাইয়া নরম ও পরিষ্কার জামা বা কাপড়ে তাহার শরীর ঢাকিয়া রাখা উচিত। শীতকালে ফ্লানেলই উত্তম আচ্ছাদন। শিশুর মস্তক সর্ব্বদা খুলিয়াই রাখিবেন, কেবল বাহিরে বা ঠাণ্ডা হাওয়ায় লইয়া যাইবার সময় টুপি বা কাপড় দিয়া মাথা ঢাকার আবশ্যক। বিছানার উপর মোমঢাল (অয়েল ক্লথ) দিয়া ঢাকিয়া রাখা উচিত, তাহা হইলে সমস্ত বিছানা ভিজিয়া শিশুর শর্দ্দি হইবার কোন ভয় থাকিবে না। আর শিশু যখন শয্যায় থাকিবে না, তখন ঐ মোমঢালখানা তুলিয়া হাওয়ায় শুকাইতে দেওয়া উচিত। বোধ হয় এখন আপনারা অনেকেই জানেন যে, সূতিকাগৃহ অতি পরিষ্কার, আলোকময় ও মুক্তবায়ু হওয়া অতি আবশ্যক। সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ুতে রাখিলে শিশুদিগের কোনরূপ গাত্ররোগ জন্মিতে পারে না, কিন্তু অতিরিক্ত সূর্য্যোত্তাপ বা আলোও শিশুর পক্ষে ভাল নয়। নূতন শিশু এতদিন পর্য্যন্ত অন্ধকারে ছিল, সেই কারণে একটু একটু করিয়া তাহার চক্ষে আলো সহাইতে হইবে, নতুবা চক্ষুর পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

অন্যান্য বাসগৃহের ন্যায় সূতিকাগৃহেও বিশুদ্ধ বায়ু, আলোক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অত্যন্ত প্রয়োজন। কোন প্রকার আবর্জ্জনা বা অস্বাস্থ্যকর ময়লা কখন গৃহে রাখা উচিত নয়, শিশুর ভিজা নেক্ড়াও ঘরের মধ্যে শুকান অনুচিত। সকল প্রকার তীব্র গন্ধ বা তামাকের ধোঁয়া শিশুর পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাসী।

প্রায়শ্চিত্ত।

"ভগবান্‌কে ভুলছ কেন?" মোহিত এবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "নীরো! সে কথাও যে মনে করতে পারছিনা, আমি পাপী, আমার জন্য বাবা কত কষ্ট পেয়েছেন! আমার প্রার্থনা তাঁর পায় পৌঁছুবে কি?"

"তুমি পাপী নও, পাপী আমি। আমাকে সুখী করতে গিয়া তোমার এ মনস্তাপ। ভগবান্ তোমার প্রার্থনা শুনবেন বই কি!" মোহিত অনেকটা শান্তি পাইল, ঊর্দ্ধকরে মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তার পর সে বলিল "পাপী যদি হই তো আমিই, তুমি নও। তাতেই বা ভাবনা কি নীরো! তিনি তো পাপীরই প্রভু। পতিতপাবন যে তাঁর নাম!"

তার পর মোহিতের ঘড়ি, চেন, দামী বস্ত্রাদিতে আরও দুই মাস চলিল। ইহার পর নীলা চুড়ি কগাছিও খুলিয়া দিয়া পিতার সাক্ষাতে হস্ত ঢাকিয়া বসিল। সেই দিন রাত্রিতে নীরজা ভ্রাতাকে সমস্ত অবস্থা, লিখিয়া, কাতরভাবে তাহার নিকট কিছু সাহায্য চাহিয়া পাঠাইল। আশায় আশায় এক মাস অতিবাহিত হইল, ভ্রাতার কোনও উত্তর আসিল না। নীরজা ভাবিল পত্র বুঝি পৌঁছায় নাই। রেজেষ্ট্রী করিয়া আবার পত্র দিল, পনর দিন কাটিয়া গেল, সুরেন্দ্র কোনও উত্তর দিল না। অমরাবতীতুল্য লণ্ডনের মধ্যে থাকিয়া কোথায় মর্ত্তলোকে কোনও মানব ভগিনী কাঁদিতেছে, তাহা স্বর্গবাসী দেবতার কি মনে হয়? তাই সুরেন্দ্রেরও পত্রের উত্তর দেওয়া বা সাহায্য করার কথা মনে হইল না। এটা আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু দুর্ব্বল মর্ত্তবাসী তাহা বুঝে না, দাবী গিয়াছে, তবু দাওয়া করিতে ছাড়ে না। তাই সেই স্নেহময় ভ্রাতার উপেক্ষা দেখিয়া নীরজা মাতা পিতার স্নেহ মনে করিয়া অন্তরে অন্তরে কাঁদিতে লাগিল।

মোহিত সব বুঝিত, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলে পাছে নীরজা অধিক কাঁদে, তাই কিছু বলিত না। এক দিন ধীরে ধীরে বলিল "নিরো! একটা কাজ করিতে পার?" নীরজা বলিল "কি?" "নিরো!

তোমার জন্য, লীলার জন্য, আমাকে বাঁচিতেই হইবে। এক দিন সতীশের কাছে লীলাকে পাঠাতে পার ?” নীরজা সাগ্রহে বলিল “আমিও যাই না কেন ?” “মোহিত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, তারপরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল “না, সুধু লীলাকে পাঠাও, সতীশ হাওড়ায় মুন্সেফি করে”। নীরজা বলিল, “আমিও যাইনা, ও কি সব বলিতে পারিবে ?” মোহিত নীরব হইয়া রহিল। তাহার প্রাণের মধ্যে তখন কি করিতেছিল কে বুঝিবে ? বাঁচিতে ইচ্ছা নাই, তথাপি বাঁচিতে হইবে। নহিলে নীরজার কি হইবে ? লীলার কি হইবে ?

পরদিন সকালে একটা চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া লীলাকে সঙ্গে লইয়া গাড়ী করিয়া নীরজা দেবরের বাসায় গেল। সিঁড়িতে উঠিতে আর পা উঠে না, তবু স্বামীর মুখ স্মরণ করিয়া, লীলার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিল। দাসী বলিল “কে গা ?” নীরজা কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না, সে আজন্ম সুখের কোলে লালিতা, আজ কি করিয়া বলিবে “ও গো, আমায় কিছু ভিক্ষা দাও”। নীরজাকে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া দাসী গিয়া গৃহিণীর কাছে বলিল, কে একটা বড় সুন্দরী মেয়ে মানুষ, একটী ফুটফুটে মেয়ের হাত ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কর্ত্তা গৃহিণীতে তখন রহস্যালাপ করিতেছিলেন। কর্ত্তা বিরক্ত হইয়া বলিলেন “কেউ কিছু চাইতে এসেছে, নয়ত আর কি ?” তবুও সুন্দরী স্ত্রীলোকের নাম শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন “দেখেই আসিনা”।

গৃহিণী আসিয়া দেখিলেন যেন একটী প্রস্ফুটিত পদ্মের কাছে একটী ছোট গোলাপের কলি দাঁড়াইয়া আছে। গৃহিণী তরুণবয়স্কা, মনে মনে রূপেরও গৌরব করেন, তবু তাঁহার মনে হইল এমন রূপ বুঝি আর কোথাও দেখেন নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কে গা ? কি জন্য এসেছ ?” নীরজা কথা কহিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। “মেয়েটী তো দিব্যি, তোমারই বুঝি ?” নীরজা কথা কহিল। বলিল “হ্যাঁ, আমারও এবং তোমারও, তাই তোমার কাছে আজ কৃপা ভিক্ষা করতে এসেছি।” কৃপা ভিক্ষা কথাটা গৃহিণী বুঝিলেন, কিন্তু অন্য কথা না বুঝিতে পারিয়া বলিলেন “তোমার মেয়ে আমার মেয়ে কিসে ?” “তুমি ওর খুড়িমা হও, তা হলে কি তোমার মেয়ে হ’ল না ?”

গৃহিণী বড় বিস্মিতা হইলেন। সহসা বলিলেন “তোমাকেই বুঝি বটঠাকুর বিবাহ করেছেন ?” নীরজা নতমুখে রহিল। গৃহিণী বুঝিলেন, মুখে বিস্মিত ভাবের পরিবর্ত্তে বিরক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল, ঘৃণায় তাঁহার অধর ওষ্ঠ একটু কুঞ্চিত হইল। তার পরে তিনি বলিলেন “দেখা করতে এসেছ বুঝি” ?

“না, ভিক্ষা করতে।”

তখন নীরজা সংক্ষেপে সকল কথা

বলিল। তার পরে সে বলিল "আমার উপর দয়া না কর, তুমি এর উপর একটু দয়া কর।" নীরজা দুই হাতে মুখ ঢাকিল। গৃহিণী কিছুক্ষণ পরে বলিলেন "বাবুর কাছে যাও"। গৃহিণী অন্তরে একটু হাসিয়া লীলার দিকে চাহিয়া বলিলেন "এস"।

লীলা পশ্চাতে পশ্চাতে গেল।

কর্ত্তা সতীশ বাবু শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "পাপের ফল তো আছেই, তা মাগীটার এতে ভয় কি? আর একটা বিয়ে কর্‌লেই চল্‌বে।" গৃহিণী একটু লজ্জিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, দেখ্‌ছনা, "এইটী তাঁর মেয়ে।" সতীশ একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। লীলা তখনি ছুটিয়া মাতার নিকটে গিয়া তাহার কোলের উপর পড়িয়া বলিল "মা বাড়ী চল্‌ না"। নীরজা বসিয়াছিল, কন্যাকে কোলে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কর্ত্তার কথাটা তাহারও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল।

গৃহিণী আসিয়া লীলাকে বলিলেন "টাকা লও।" লীলা মাতার কণ্ঠ দুই হস্তে বেষ্টন করিয়া মুখ ফিরাইল। গৃহিণী আবার বলিলেন "টাকা লও"। নীরজা হস্ত পাতিল। দশটী টাকা গৃহিণী তাহার হস্তে দিলেন। তার পরে নীরজা নতমুখে নামিয়া গিয়া শকটে আরোহণ করিল। গৃহিণী দাসীর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "এই চোখে কত রকমের মানুষই দেখ্‌লাম। হিন্দুর মেয়ে, ছিঃ ছিঃ ভাব্‌লেও গায়ে জ্বর আসে।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নবকিশোর বাবু এখন মহাভক্ত, তাঁহার বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া, অতিথিশালা করিয়া দিয়া, জলাশয় খনন করাইয়া দিয়া তাঁহার আর তৃপ্তি কিছুতেই হইতেছে না। বৎসরে বৎসরে নব নব বিগ্রহ স্থাপন হয়। সন্ধ্যার পরে হরিশপুরে জমিদারের বিগ্রহমন্দিরের আরতির বাজনার শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যায়। ধূপ ধূনার গন্ধে গ্রামখানি দেবালয়ের মত হইয়া উঠে। ষষ্টিবৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ নবকিশোর যৌবনের তেজে দীপ্ত হইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান, কোনও স্থানে কোনও অনাথ আতুর পড়িয়া থাকিবার যো নাই, কেহ ক্ষুধাতুর, তৃষ্ণাতুর থাকিতে পায় না। নীরজা যে বৎসর বিধবা হয়, সেই বৎসর হইতে দুর্গাপূজা বন্ধ করিয়াছিলেন, তারপরে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই বৎসর হইতে মহোৎসাহের সহিত দুর্গাপূজা আবার আরম্ভ করিয়াছেন।

অতি প্রত্যূষে নবকিশোর গঙ্গাস্নানান্তে পট্টবস্ত্র পরিয়া উদ্যানে স্বহস্তে পুষ্প চয়ন করিতে করিতে মুহুর্মুহু গাহিতেছিলেন—"দেখ্‌লি আমার কত বাজী, ওমা আর কি বাজীর বাকি আছে"। তখনও ভাল করিয়া আলোক প্রকাশ হয় নাই, গাছগুলি অন্ধকারে ঝোপ ঝোপ দেখাইতেছিল। পাখীগুলি গাছে গাছে কিচিরমিচির করিতেছিল, মানুষ তখনও জাগে নাই।

ফুল তুলিতে তুলিতে সহসা নবকিশোর চমকিত হইয়া উঠিলেন, নিকটে সহসা একটা মানুষের মত বোধ হইল। পরক্ষণেই তিনি দেখিলেন, তাঁহার পা দুইখানা কিসে জড়াইয়া ধরিয়াছে। নবকিশোর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "কে রে?" কেহ উত্তর দিল না। নবকিশোর ব্যতিব্যস্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন, শুনিলেন বড় জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়িতেছে; আর পা দুটা যেন কিসে ভিজিয়া যাইতেছে। নবকিশোর বুঝিলেন লোকটা কাঁদিতেছে। তাহার হস্ত ধরিয়া তুলিবার জন্ম চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন "কে ভাই তুমি? আমার কাছে কি চাও?" লোকটা তখন উঠিয়া বসিল! নবকিশোর দেখিলেন স্ত্রীলোক, "কে মা তুমি? কি হয়েছে তোমার? কি চাও মা?"

"দাদা বাবু"। বড় করুণকণ্ঠে একটা সুর বাজিয়া উঠিল। নবকিশোর শিহরিয়া উঠিলেন, সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "দাদাবাবু" এ কি কথা, এ কার স্বর!

রমণী আবার নবকিশোরের পা জড়াইয়া ধরিল। ডাকিল "দাদাবাবু"। তখন নবকিশোর তাহাকে টানিয়া পুষ্পবৃক্ষের ছায়াতল হইতে মুক্ত স্থানে আনিলেন। নতমুখে স্থিরনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া চিনিলেন! তাই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নীরজা ঊর্দ্ধমুখে যুক্তকরে বলিল "দাদাবাবু, আমি তোমার সেই নীরজা, এতকাল পরে তোমার ক্ষমা চাহিতে এসেছি। দাদাবাবু আমায় ক্ষমা করবেন না কি?" নবকিশোর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় সরিয়া দাঁড়াইলেন। বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হতভাগিনি, এতদিন পরে এখানে এসেছ কেন?" নীরজা আবার তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিতে গেল,নবকিশোর বলিলেন "ছুঁসনে"। নীরজা নতমুখে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল "দাদাবাবু, তবে ছোঁবনা। আমি তোমার অস্পৃশ্যা, তবুও তো আমি তোমার সেই নীরজা"।

"আমার নীরজা? আমার নীরোদিদি অনেক দিন মরে গেছে, তুই কে পাপিষ্ঠা তার কায়া নিয়ে আমাকে জ্বালাতে, আমার পুরোনো শোক জাগাতে এসেছিস্?" "দাদাবাবু, দাদাবাবু, তোমার সেই নীরজার আজ সর্ব্বনাশ হচ্চে, তাই কিছু ভিক্ষা চাই, আমাকে বাঁচাও দাদাবাবু, তোমার দয়ায় কতলোক উদ্ধার হচ্চে। আমি তোমার চোখে পাপিষ্ঠাই যদি হই, কত পাপিষ্ঠত তোমার দয়ায় বাঁচ্‌ছে, কত অস্পৃশ্য আতুরকে ত তুমি কোলে করে নাও শুনেছি, তাই মনে করে আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও"। "ভিক্ষা চাইতে এসেছ? তোমার স্বামীকে, তোমার কন্যাকে বাঁচাইতে সাহায্য চাহিতেছ?" নীরজা নতমুখে রহিল। "আমার কাছে তুমি দয়ার প্রত্যাশা কচ্ছ? যখন তোমার পিতা ও তুমি আমার বুকে ছুরি মেরেছিলে, আমার প্রাণে আগুন জেলে দিয়েছিলে, তখন কি কিছু দয়া করেছিলে? আমার কথা কি একবারও তোমাদের মনে

হয়েছিল ? বৃদ্ধ শোকতাপে জর্জ্জরিত বলে এটুও কি ক্ষমা করেছিলে? দুদিনের সুখের জন্য পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম যখন ত্যাগ করেছিলে, তখন এ বুড়োর কথা একবার মনে করেছিলে কি ?" নীরজা কাঁদিয়া বলিল "তুমি মহৎ, আমরা পাপিষ্ঠ, তুমি ক্ষমা করবে না ত কে করবে ?"

"মহত্ব আমাতে নাই, আমিও মানুষ, নইলে বিমলা যখন পত্র লিখে ক্ষমা চেয়েছিল, সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিল জন্মের মত শেষ দেখা দেখ্‌তে চেয়েছিল, মহৎ হ'লে কি তখন চুপ করে থাক্‌তে পার্‌তাম? তুই নীরজা আজ ক্ষমা চাচ্চিস, আমার বিমলাচরণ, যার হতে তুই হয়েছিস, সেই মৃত্যুকালে ক্ষমা চেয়ে পায় নাই, আর তুই পাবি ? ধর্ম্ম কি এত দুর্ব্বল ? আমি কি এত মোহপরবশ ?"

"তবে কি ক্ষমা নাই, সেই স্নেহের কি একটুও অবশিষ্ট নাই, দাদাবাবু ?"—

"না" বলিয়া নবকিশোর অট্টালিকা অভিমুখে চলিলেন। "দাদাবাবু, দাদাবাবু ক্ষমা—!" নবকিশোর ছুটিয়া প্রাসাদের মধ্যে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

মোহিত নিজ কক্ষে শুইয়া আছে। পার্শ্বে বসিয়া লীলা তাহার ক্ষুদ্র হস্তে পাখা লইয়া বাতাস করিতেছে। সহসা মোহিত বলিল "লীলা, গাড়ীর শব্দ হচ্ছে, দেখ দেখি তোর মা বুঝি এল"। লীলা গবাক্ষ দিয়া নীচে দেখিয়া বলিল "না বাবা, ও অন্য লোকের গাড়ী।"

এখন আর চাকর দাসী কেহই নাই, কেবল পুরাতন চাকর নিতাই কিছুতেই যায় নাই। তাহার এবং লীলার কাছে মোহিতকে রাখিয়া নীরজা নবকিশোর বাবুর নিকটে দয়া ভিক্ষা করিতে হরিশপুরে গিয়াছিল। অর্থ নাই, এখন আর ডাক্তার আসে না, ঔষধ দিনান্তে একবার কি দুইবার খাওয়ান হয়। আজ দুইদিন নীরজা গিয়াছে, তাহাও জুটে নাই। কোথা হইতে ঔষধ আসিবে ? মোহিত শরীরের ভাবে বুঝিতেছে আর বেশী দিন বিলম্ব নাই। দেড় বৎসর সমানে জুঝিয়া আসিতেছে, আর পারে না। কোথায় সে অনন্ত শয্যা যেখানে শুইয়া এ শ্রান্ত ক্লান্ত প্রাণখানা ঘুমাইয়া পড়িবে? আর যে সে এ দেহের ভার বহিতে পারে না।

কাঁদিতে কাঁদিতে নিতাই আসিয়া সংবাদ দিল—"বাড়ীওয়ালা চারি মাসের ভাড়া না পাইয়া বাড়ীর উপর নোটীস টাঙ্গাইয়া গেল। এখনি উঠিতে হইবে।" লীলা কাঁদিয়া উঠিল "নিতাই দাদা তবে কি হবে ?" নিতাই সান্ত্বনা দিয়া বলিল "কেঁদ না দিদিমণি, আমি একটী বাড়ী ঠিক্ করে আসি।" নিতাই চলিয়া গেল। মোহিত একবার মৃদুকণ্ঠে বলিল "লীলা, নীরজা এলো কি ?"

মৃদুপদে ছায়ার মত নীরজা কক্ষে প্রবেশ করিয়া মোহিতের পার্শ্বে বসিল। মোহিত চাহিয়া বলিল "নিরো এসেছ ? আঃ"—লীলা এখন সব বুঝে, তাই ভয়ে ভয়ে মৃদুকণ্ঠে বলিল "মা !" মাতা বলিল

"চুপ্ কর্।" লীলা বুঝিল মা নিরাশ হইয়া আসিয়াছে। ক্ষুদ্র বালিকা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল, নীরজা ফিরিয়া চাহিল না। স্থিরনেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মোহিত একবার চাহিয়া দেখিল লীলা কাঁদিতেছে, ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "লীলা, কেঁদোনা মা। তোমার বাবাকে আর কাঁদাইও না। আর সে সইতে পারে না।"

লীলা মুছিয়া মুছিয়া চোক দুটা রাঙ্গা করিল। বাবার কষ্ট হচ্ছে তাই সে কাঁদিল না।

নিতাই বাটী ঠিক করিয়া ফিরিয়া আসিল। পাল্কী আনিয়া মোহিতকে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া আনিয়া তাহাতে উঠাইল। লীলাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পাল্কীর মধ্যে বসিয়া পিতাকে বাতাস করিতে লাগিল। পাল্কী চলিয়া গেল। নিতাই কয়েকখানা তৈজষপত্র ও খান কয়েক কাপড়ে একটা পুঁটুলী বাঁধিয়া বলিল "মা গাড়ী আনি?" নীরজা বলিল "পয়সা কোথায় পাব?" নিতাই মৃদুকণ্ঠে বলিল "আমার গায়ের আলোয়ান খানা বেচেছি।" "সে পয়সায় দুদিনের দুধ বার্লি হবে, চল নিতাই আমি হেঁটেই যাব।" "এখনি ত ষ্টেশন থেকে হেঁটেই এলাম।" নীরজা অগ্রে অগ্রে চলিল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে নিতাইও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

একখানা খোলার ঘরে মৃত্তিকার উপর একটা শয্যা পাতিয়া মোহিতকে শুয়াইতে গিয়া নীরজা দেখিল মোহিত মূর্চ্ছা গিয়াছে। মোহিতকে ক্রোড়ের উপর টানিয়া লইয়া অচল প্রস্তরমূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। চক্ষে এক ফোঁটা জল নাই, তবে বোধ হইল যেন চারি দিকে ভূমিকম্প হইতেছে, আর আশ্রয় পাইবার জন্য নীরজা মূর্চ্ছিত স্বামীকে ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছে। নিতাইয়ের ও লীলার যত্নে কিয়ৎক্ষণ পরে মোহিতের জ্ঞান হইল। সে নীরজাকে মৃদুস্বরে বলিল "তোমরা ভয় পেয়েছ? বুকে হঠাৎ কেমন একটা ব্যথা লেগেছিল।"

রাত্রি গভীর হইয়াছে। শ্রান্ত নিতাই ঘরের কোণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, লীলা তাহার কোলের কাছে শুইয়া ঘুমাইতেছে। কক্ষের এক কোণে একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। শায়িত লোকগুলার ছায়া মৃৎপ্রাচীরে পড়িয়া মনে অকারণ ভীতির সঞ্চার করিতেছিল। মোহিত ডাকিল "নিরো" নীরজা বলিল, "কি বলছ"? "একটু সরিয়া এসো, তোমার মুখটা যে ভাল করে দেখ্‌তে পাচ্ছি না আর।" নীরজা সরিয়া আসিল। স্বামীর বুকের উপর হাত রাখিয়া স্থির নেত্রে চাহিয়া রহিল। মোহিত মৃদুকণ্ঠে বলিল "নীরো কাঁদছ?" নীরজা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "না"। "কেঁদো না। পৃথিবী কদিনের জন্য? আবার তো আমাকে পাবে।"

নীরজার এতক্ষণে কান্না আসিল। তাহার মনের মধ্যে যে কত ভাবের তুমুল ঝড় বহিতেছিল তাহা ক্রমে বৃষ্টির আকারে পরিণত হইয়া মোহিতের বক্ষের উপর

পড়িতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল "আবার পাব কি ?" মোহিত তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিল "এ কথা কেন ?" "আবার পাব কি ? এ বিবাহ সিদ্ধ কি ? আমার এ সন্দেহ কে মিটাবে ? আর পাব কি ?" মোহিত চক্ষু মুদিল। বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল "নিরো, কি উত্তর দিব জানি না।" এ আমাদের প্রায়শ্চিত্ত কিনা, কে বল্‌বে।"

রাত্রি প্রভাত হইল। ধীরে ধীরে সূর্য্যকিরণ সেই কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মোহিত ডাকিল "লীলা।" লীলা পিতার নিকটে গিয়া বলিল, "বাবা ?" মোহিত বহুকষ্টে শীর্ণহস্ত তাহার মস্তকে রাখিয়া বলিল "এ জীবনে যদি একবারও তাঁহাকে ডেকে থাকি, তাঁহাকে ভক্তি করে থাকি, আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি তুই সুখী হবি।" লীলা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"নিরো, নীরজা, আর যে দেখ্‌তে পাই না। একটু সরে এস।" নীরজা মুখের কাছেই বসিয়াছিল। মোহিত মৃদুভাবে আপনার মনে বলিল "কাল পাল্কীতে উঠ্‌বার সময় বুকে ব্যথা লেগেছে, এটা বুঝি সাম্‌লাতে পার্‌লাম না।" নীরজা নির্নিমেষ চক্ষে মোহিতের চক্ষের গতি দেখিতেছিল।

"নীরো একটা কথা শোন", নীরজা মস্তক নাড়িল।

তার পরে অতি ক্ষীণকণ্ঠে মোহিত বলিল "তবে যাই নীরো" ? অল্পক্ষণ থামিয়া বলিল "তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব এ কথা! এ বিবাহ সিদ্ধ কি না। তুমি আমার কি না! তাঁর চরণেই তোমাদের দিয়া গেলাম। পতিতপাবনই পতিতদের দেখবেন,—আয় না, নীরো"।

মুহূর্ত্তমধ্যে সব নীরব হইয়া গেল। এখনি যে এত কথা কহিতেছিল, সেই জিহ্বা আর শব্দ উচ্চারণ করিল না। তখনও তার শব্দগুলি বোধ হয় সেই কুটীরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

(ক্রমশঃ

শ্রীনিরুপমা দেবী।

মারসী মারভিল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

লর্ড মারভিল বলিলেন, না প্রিয় মারসী, আমি আমার ধন সম্পত্তি এবং জমিদারির অধিকার বা স্বত্বচ্যুত হই নাই। কেবলমাত্র আভিজাত্যের চিহ্নসূচক লর্ড উপাধি হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

মারসী লর্ড মারভিলের এই কথায় বিস্মিত স্বরে উত্তর করিল—

ষ্টিফেন, কিরূপে এরূপ ঘটিল ? লর্ড মারভিল বলিলেন—আমাদের পারিবারিক উকিলের নিকট শুনিলাম যে, মারভিল-

বংশীয়া একজন রমণী আমার অপেক্ষা নিকটতর সম্পর্কসূত্রে মারভিলবংশীয় আভিজাত্য পদ সম্বন্ধীয় উপাধির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ লর্ড উপাধি ব্যতীত সমস্ত জমীদারী ও সম্পত্তির আমিই একমাত্র উত্তরাধিকারী স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছি। প্রিয় মারসী, এক্ষণে বল, আমাকে আভিজাত্য সম্বন্ধীয় উপাধিহীন ব্যক্তি জানিয়াও কি তুমি আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ ?"

তৎপরে লর্ড মারভিল পুনরায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন—

"প্রিয় মারসী, প্রিয় মারসী, একবার তুমি আমাকে একটী অদ্ভুত স্বপ্নের কথা বলিয়াছিলে, সে কথা কি তোমার স্মরণ আছে ?" মারসী বলিল—

"হাঁ, আমার তাহা বেশ স্মরণ আছে। কিন্তু সে স্বপ্নের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন, ষ্টিফেন ?"

লর্ড মারভিল বলিলেন—"তোমার সে স্বপ্নবৃত্তান্তটি এক্ষণে একটি ভবিষ্যৎ বাণীর ন্যায় মনে হইতেছে। সম্প্রতি একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে একখানা জাহাজ উত্তর মেরু প্রদেশে নূতন ভূখণ্ড আবিষ্কারার্থ গমন করিয়াছিল। সম্প্রতি সেই তরণীখানি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়াছে। এই তরণীখানির সহিত আমাদের মারভিলবংশীয় কোন ব্যক্তির কিঞ্চিৎ সম্পর্ক আছে। ইঁহার জীবনের ইতিহাস তোমার নিকট বিবৃত করিলে তুমি বেশ বুঝিতে পারিবে, এই তরণীর সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক। আমার মৃত পিতার একজন পিতৃব্য অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। পর জীবনে বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি এরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, সে সময় সমাজের একটা আবর্জ্জনার ন্যায় তিনি সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি আমার প্রপিতামহ ও আত্মীয় স্বজনগণের মতের বিরুদ্ধে মধ্য শ্রেণীর কুলসম্ভূতা একজন রমণীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহই তাঁহাকে আত্মীয় স্বজনগণের সম্পর্ক হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। আত্মীয় স্বজন ও সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তিনি ইংলণ্ডে অধিক দিন অবস্থিতি করেন নাই। তৎকালে উত্তর মেরু সাগরের তীরবর্ত্তী নূতন ভূখণ্ডের আবিষ্কারকগণ তথায় গমন করেন। আমার পিতার উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি পিতৃব্য মহাশয়ও তাঁহাদের সমভিব্যাহারে গমন করেন। সেই সময়ে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী ও সেই পুত্রকে তিনি ইংলণ্ডে রাখিয়া যান। যে জাহাজে তিনি আবিষ্কারকগণের সহিত উত্তর মেরু সাগরে গমন করেন, তাহা কয়েক মাস সুদূর উত্তর মেরু প্রদেশে পরিভ্রমণ করিবার পর জমাটবদ্ধ তুষারময় মেরু সাগরে আবদ্ধ হইয়া যায়, এবং জাহাজস্থিত সমস্ত আরোহীও ক্রমে ক্রমে শীতে ও অনাহারে মৃত্যু-

গ্রাসে পতিত হন। সেই মৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আমার পিতার পিতৃব্যও ছিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ ও তাঁহার বিধবা পত্নী তাঁহার এইরূপ শোচনীয় অকাল মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তাঁহার বিধবা পত্নী স্বামীর মৃত্যুতে একেবারে নিরাশ্রয় ও নিঃসম্বল হইয়া পড়েন। তিনি সেই সময়ে একদিন পুত্র সমভিব্যাহারে আসিয়া অনুনয়ের সহিত আমার প্রপিতামহের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। কিন্তু আমার পিতার পিতৃব্যের সহিত যে তাঁহার রীতিমত বিবাহ হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন তাঁহার নিকট ছিল না; সেজন্য আমার প্রপিতামহ তাঁহার কথাতে অবিশ্বাসপূর্ব্বক তাঁহাকে পুত্রবধূ বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। অধিকন্তু ভবিষ্যতে কখন তাঁহার পুত্রবধূ বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিতে তিনি কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন। তদবধি আমার পিতার পিতৃব্যের বিধবা পত্নীর ও তাঁহার পুত্রের আর কোন সংবাদ কেহই জানিতে পারে নাই। সম্প্রতি শুনিতেছি যে, উত্তর মেরু প্রদেশে আকস্মিক গ্রীষ্ম ঋতুর আবির্ভাবে জমাটবদ্ধ তুষাররাশি গলিত হইয়াছে এবং মেরু সাগরে আবদ্ধ জাহাজখানি ও ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। সেই ভগ্ন জাহাজে আমার পিতার পিতৃব্যের বিবাহের সার্টিফিকেট ও তাঁহার বংশাদিসম্বন্ধীয় অন্যান্য কাগজ পত্রও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সেই সমস্ত কাগজপত্র ও বিবাহের সার্টিফিকেট হইতে জানা গিয়াছে যে, তাঁহার বিধবা পত্নী যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই সত্য। তিনি যথার্থই তাঁহার বিবাহিতা পত্নী ছিলেন। আমার পিতার পিতৃব্যের পুত্রের নাম রবার্ট মারভিল। এই রবার্ট মারভিলই আমাদের বংশের লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হইবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একমাত্র অধিকারী। আমাদের পারিবারিক উকিল এই রবার্ট মারভিলের অনুসন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় রবার্ট মারভিল কয়েক মাস পূর্ব্বে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার একটি মাত্র কন্যা জীবিত আছে। সেই কন্যা কোথায় আছেন, তাহা আমাদের পারিবারিক উকিল অবগত নহেন। তাঁহার সন্ধান পাইবার জন্য তিনি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। রবার্ট মারভিলের এই নিরুদ্দেশ কন্যাই এক্ষণে আমাদের বংশের ভাইকাউন্টেস উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এলোইস আমাকে যে বাগ্দান হইতে মুক্তিদান করিয়াছে, এক্ষণে সেজন্য আমি তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।"

লর্ড মারভিলের এই কথা শ্রবণ করিয়া মারসী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল—"ও! ষ্টিফেন! ষ্টিফেন! তুমি কি সত্যই এলোইসকে এজন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছ?"

লর্ড মারভিল বলিলেন—"হাঁ প্রিয়তম মারসী, সত্যই আমি এলোইসকে এজন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।" মারসী বলিল

—"ষ্টিফেন, তুমি লর্ড উপাধিচ্যুত হইয়াছ, বোধ হয় সেই জন্য এলোইস তোমাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে না"।

লর্ড মারভিল বলিলেন—"হাঁ, এ কথা সত্য হইতে পারে"। লর্ড মারভিলের এই কথা শেষ হইতে না হইতেই মারসী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া অধীরকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিল। লর্ড মারভিল মারসীকে এরূপে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বলিলেন—"প্রিয়তম মারসী, কেন তুমি এরূপে ক্রন্দন করিতেছ? আমার কোন কথা কি এক্ষণে তোমার মনে যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে?" মারসী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিল—

"হায়! আজ আমার চিরদুঃখী মৃত পিতা কোথায় রহিলেন! আমরা তাঁহাকে পাগল ভাবিতাম। চিরদিন তিনি দরিদ্রতা ও দুঃখের পেষণে নিপেষিত হইয়াছেন। তাঁহার চিরপোষিত আশা আজ পূর্ণ হইল। কিন্তু কি বিলম্বেই তাঁহার অসার স্বপ্ন সকল সফল হইল। আজ এই সুখের দিনে তাঁহার স্মৃতি আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিতেছে। ষ্টিফেন, আমি তোমাকে আমার পিতার চিরপোষিত আশার কথা একদিন বলিয়াছিলাম, বোধ হয় তুমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছ।"

লর্ড মারভিল বলিলেন—"আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না।" মারসী বলিল—"কিরূপেই বা তুমি তাহা বুঝিবে? ষ্টিফেন, সত্যই কি তুমি লর্ড উপাধি হইতে বঞ্চিত হইয়াছ বলিয়া তোমার কোন কষ্টের কারণ উপস্থিত হয় নাই?"

লর্ড মারভিল বলিলেন, "হাঁ, লর্ড উপাধি হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, সে জন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। কারণ লর্ড উপাধিই আমাকে তোমার ন্যায় স্ত্রীলাভে বঞ্চিত করিত।" মারসী বলিল—"কিন্তু এক্ষণে অবস্থা উল্টিয়া যাইল এবং আমাদের পূর্ব্বকার বিদ্রূপবাক্য সত্যে পরিণত হইল। আমরা এক্ষণে পরস্পর পিতৃব্য ভ্রাতা ভগিনী। আমিই সেই কাউন্টেস্ উপাধির উত্তরাধিকারিণী। ভগ্ন জাহাজে প্রাপ্ত কাগজ পত্র ব্যতীত আমাদের বংশসম্বন্ধীয় পিতার সমস্ত কাগজ পত্র এক্ষণে আমার নিকট রহিয়াছে। ভগ্ন জাহাজে প্রাপ্ত কাগজ পত্র প্রাপ্ত হইবার জন্যই পিতা সময়ে সময়ে উত্তর মেরু প্রদেশে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। কিন্তু ষ্টিফেন, আমি কাউন্টেস উপাধি প্রাপ্ত হইবার জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত নহি। তোমার 'স্ত্রী' এই উপাধিই পৃথিবীর মধ্যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষার বস্তু।"

লর্ড মারভিল বলিলেন—"প্রিয়তম মারসী, এই সপ্তাহের মধ্যেই সমস্ত ইংলণ্ড জানিতে পারিবে যে, কাউন্টেস অব মারভিল ষ্টিফেন মারভিলকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে সুখী ও সম্মানিত করিয়াছেন।"

মারসী ব্যগ্রভাবে উত্তর করিল "না।

ছিলেন, সমস্ত ইংলণ্ড জানিবে যে, লর্ড মারভিল দরিদ্রা মারণী মারভিলকে বিবাহ করিয়া তাহাকে উচ্চ গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।"

লজ্জাবতী বসু।

জাপান সম্রাট্ মিকাডো মুৎসুহিতো।

গত ২৮শে জুলাই মধ্যরাত্রে জাপানের দেবতুল্য সম্রাট্ স্বদেশ ও স্বজাতিকে গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া ইহ-লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁর তুল্য প্রভূতশক্তিশালী অশেষগুণসম্পন্ন নৃপতি প্রায় দুর্লভ। জাপানের মৃত দেহে ইনিই প্রাণসঞ্চার করেন, এবং সমুদায় সভ্য জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া, আশ্চর্য্যরূপে স্বদেশের গৌরববৃদ্ধি করিয়া সকল সভ্য জাতির মধ্যে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইনি ১৮৫২ সালের ৩রা নবেম্বর কিওটোতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি ১৮৬৭ সালের জানুয়ারী মাসে জাপানের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১৮৬৮ সালের অক্টোবর মাসে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি ঘোষণা করেন যে, আমি সকল প্রজাকে শান্তিতে রাখিব, অন্যান্য দেশের নৃপতিবৃন্দের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া আমাদের দেশকে গৌরবে মণ্ডিত করিব এবং আমাদের জাতিকে চিরস্থায়ী সুখ-সম্ভোগের উপযুক্ত সুশিক্ষা প্রদান করিব। পরে ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইনি জাপানের প্রথম শ্রেণীর অভিজাতবংশীয় প্রিন্স ইচিজোর দুহিতা হারুকোর পাণিগ্রহণ করেন। মুৎসুহিতো যখন জাপানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, তখন জাপান অন্তর্বিরোধে ক্ষতবিক্ষত হইতে-ছিল। ১৮৫৪ সালে শোগুন ইয়েমোচি বিদেশীদিগকে জাপানে বাণিজ্য করিবার ও বন্দরসমূহে প্রবেশ করিবার অধিকার দেন, ইহাতে রক্ষণশীল সম্প্রদায় বিরোধী হয়। নবীন সম্রাট্ এই রক্ষণশীল দাইমীয়-গণের অনুরোধে শোগুনের প্রাধান্য বিলুপ্ত করিবার সঙ্কল্প করেন। ইহাতে অনেকে তাঁহার বিরোধী হইলেন। কিন্তু মুৎসুহিতোর দৃঢ় সঙ্কল্প অক্ষুণ্ণ রহিল। তিনি অস্ত্রবলে জাপানে নূতন তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

১৮৬৮ খৃঃ অব্দে মিকাডো স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের প্রতিনিধি-বর্গকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। ইংলণ্ডের প্রতিনিধি সার হারি পার্কস্ সম্রাটের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেছিলেন। পথে কয়েক জন সামুরাই অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-

সম্প্রদায়ভুক্ত বীর সার হারিকে আক্রমণ করে। সার হ্যারি শরীররক্ষী সৈন্যদিগের সাহায্যে কোনও মতে আত্মরক্ষা করেন। মিকাডো মুৎসুহিতো এই ঘটনায় অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, এবং প্রত্যক্ষভাবে রাজশক্তি আপনার করায়ত্ত করিবার সংকল্প করিলেন। এই নূতন চেষ্টার প্রথম ফলস্বরূপ সর্ব্বাগ্রে জাপানের রাজধানী কিয়োটো হইতে ইয়োডো নগরে নীত হইল। পরে ইয়োডো নাম পরিবর্ত্তিত ও "টোকিয়ো" অভিধানে অভিহিত হইল। "টোকিয়ো" শব্দের অর্থ—পূর্ব্ব অঞ্চলের রাজধানী।

তাহার পর মিকাডো শাসন-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। শাসন-সংস্কারে তাঁহার প্রথম অনুষ্ঠান, 'Deliberative Assembly' অর্থাৎ আলোচনা সমিতি।—ইহা জাপানের বর্ত্তমান রাজশক্তি-নিয়ন্ত্রিত প্রজাতন্ত্রের প্রথম অঙ্কুর। এই পরিষদের অনুষ্ঠানে দাইমীয়ো সম্প্রদায় মিকাডোর সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহার ফলে বহু শতাব্দী হইতে জাপানে যে 'হোকেন সেইজি' অর্থাৎ সামন্ত-তন্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা সমূলে উৎপাটিত হইল। নবীন মিকাডো সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া অপ্রতিহত-প্রভাবে শাসন-দণ্ড পরিচালিত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রজাবর্গকে নবীন জাতীয় জীবনের পথে প্রবর্ত্তিত করিলেন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন জাপানে নবীন যুগের অভ্যুদয় হইল। পুরাতনের উপাদানে সম্রাট মুৎসুহিতো নবীন জাপানের গঠন করিলেন। এই বৎসর জাপানে প্রথম রেলপথ নির্ম্মিত হইল, অপরাধীদিগকে যন্ত্রণা দিবার প্রথা লুপ্ত হইল এবং সাম্রাজ্যে সুবিচার বিতরণ করিবার জন্য নূতন আইন রচিত ও প্রবর্ত্তিত হইল। জাপান সকল বিষয়ে ইউরোপীয় আদর্শের অনুবর্ত্তী হইল, জাপানে যুগান্তর ঘটিল।

বলা বাহুল্য, বিনা বাধায় এই সকল সংস্কার সম্পন্ন হয় নাই। রক্ষণশীল সম্প্রদায় এই সকল সংস্কারের ও পরিবর্ত্তনের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিন বার জাপানে বিদ্রোহ হইয়াছিল, কিন্তু মিকাডো দৃঢ়হস্তে তিন বারই এই অভ্যুত্থানের দমন করিয়াছিলেন।

সাম্রাজ্যে শান্তির প্রতিষ্ঠা ও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করিয়া সম্রাট্ ও তাঁহার উপদেষ্টা অমাত্যবর্গ বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের সহিত বহুবর্ষ পূর্ব্বে জাপানের যে সকল সন্ধি হইয়াছিল, সেই সকল সন্ধিপত্রের পুনঃসংস্কার করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বহুদিন তাঁহাদের এই চেষ্টা সফল হয় নাই। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে মিকাডো আবার এই বিষয়ে যত্নবান্ হইলেন। সর্ব্বপ্রথমে ইংরেজ পুরাতন সন্ধিপত্রের সংস্কারে সম্মতি দিলেন, এবং জাপানের সহিত নূতন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ক্রমে ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য শক্তিপুঞ্জও ইংরেজের আদর্শের অনুসরণ করিলেন। জাপান একচক্ষু সন্ধির

পক্ষপাতপূর্ণ অনুশাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পররাষ্ট্রনীতির জটিল পথে আপনার আলোকে স্বেচ্ছায় বিচরণ করিবার অবকাশ প্রাপ্ত করিলেন। মিকোডোর চেষ্টা ও অভীষ্ট সিদ্ধ হইল।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জাপান চীনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের চক্রান্তে জাপান যুদ্ধের ফলভোগে বঞ্চিত হয়। ১৯০৪-৫ খৃঃ অব্দে জাপান রুসের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। বিজয়লক্ষ্মী মিকাডোর কণ্ঠে বিজয়মালা অর্পণ করেন। এই যুদ্ধে জাপানীগণ যেরূপ শৌর্য্য, বীর্য্য, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, রাজভক্তি ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহা অতুলনীয়। মিকাডো মুৎসুহিতো যে এই অদ্ভুত শক্তির উৎস, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

পূর্ব্ব দেশের রাজন্যবর্গের মধ্যে তিনিই প্রথমে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের, বিশেষতঃ ইংরেজের সহিত সঙ্কটকালে পরস্পরের সাহায্য করিবার জন্য সন্ধিসূত্রে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হন।

বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন, বিশৃঙ্খল জাপানের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া মিকাডো মুৎসুহিতো সমগ্র জাপানীদিগকে মিলিত শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

মিকাডো এক পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে রাজকীয় উত্তরাধিকার বিধানে পুরুষ-শাখায় সম্রাটের উত্তরাধিকার অর্শিবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। তদনুসারে ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দের নভেম্বর মাসে সম্রাটের জীবিতকালেই যুবরাজ ইয়োসুহিতো জাপান-সম্রাটের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দের ৩১শে আগষ্ট জাপানের বর্ত্তমান নবীন সম্রাট্ মিকাডো জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০০ খৃঃ অব্দে তিনি প্রিন্স কুজার দুহিতা প্রিন্সেস্ সাদার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র।

ভগবান্ নবীন মিকাডোর কল্যাণ বিধান করুন।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

৺ দত্ত মহাশয়ের লিখিত আত্মজীবনী এতদিন প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যাহা শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে।

এখন তাঁহার অপ্রকাশিত ও যে সকল লেখা তিনি স্থানে স্থানে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই প্রকাশ করিবার মানসে তাঁহার ১৫ বৎসর বয়সের সময় তিনি যে রোমের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম এবং পরে অন্যান্য লেখা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

রোম রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।*

উপক্রমণিকা।

ইউরোপের অন্তর্গত ইটালিদেশে "রোম" এক অতি বৃহৎ ও ক্ষমতাশালী রাজ্য ছিল। ইহার নিবাসীদিগকে রোমান বলিত। পূর্ব্বকালে যখন ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মান্ প্রভৃতি সভ্য সুবিখ্যাত জাতিরা অতি অসভ্য ও অজ্ঞান ছিলেন, তখন এই রোমানেরা, টরস্ পর্ব্বত হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত এবং আফ্রিকার উত্তরাংশ হইতে জার্ম্মেনি ও ইংলণ্ড দেশ পর্য্যন্ত, সমুদায় দেশে আপনাদিগের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন। যদিও ভারতবর্ষ, গ্রীস, মিশর, পারস্য ও চীন এই সকল দেশ রোম অপেক্ষা প্রাচীন, তথাপি কোন রাজ্যই রোমের মত উন্নত হইতে এবং একাধিপতিরূপে শাসন বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই।

কোন বৃহৎ বৃক্ষের শিরশ্ছেদ করিলে যেমন চতুর্দ্দিক হইতে সতেজে শাখা প্রশাখা সকল বিনির্গত হয়, সেইরূপ সুবিস্তীর্ণ রোম রাজ্যের উচ্ছেদ হইলে অধুনাতন ইউরোপস্থ সমস্ত পরাক্রান্ত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। রোমের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস কেবল আশ্চর্য্য ঘটনাতেই পরিপূর্ণ এবং ইহার ইতিহাসকে পৃথিবীর এক প্রধান পুরাবৃত্ত বলিয়া গণনা করিতে হয়।

কি শিল্প, কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি রাজ্যশাসন, কি শস্ত্রবিদ্যা, সকল বিষয়েই রোমানেরা এক সময়ে প্রায় অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ভাষা লাটিন সংস্কৃত ভাষার ন্যায় অতি চমৎকার ও মনোহর। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকানেক বিখ্যাত মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা অতি বিখ্যাত কার্য্য সকল করিয়া গিয়াছেন। শিশিরোর মত সদ্বক্তা, বর্জ্জিলের মত কবি, সিপিও, পম্পে, সিজর প্রভৃতির ন্যায় যোদ্ধা এবং রোমান সেনেটরদিগের মত সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি, অন্যান্য জাতির মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে রোমরাজ্য অতি বিখ্যাত ও চির-স্মরণীয় হইয়াছে এবং ইহার ইতিহাস পাঠ করা বিদ্যার্থিমাত্রেরই অতীব কর্ত্তব্য।

যেমন সকল দেশের আদিম অবস্থার প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না, রোম রাজ্যেরও সেইরূপ। অনেক প্রামাণিক ইতিহাসবেত্তাদিগের মত এই যে, গ্রীক-দিগের দ্বারা ট্রয়নগর (১) ধ্বংস হইলে, ইনিয়স নামে তথাকার এক রাজপুত্র, বহু সহচর সমভিব্যাহারে ইটালীর অন্তঃপাতী লাটিন দেশে আসিয়া উপস্থিত হন। ইনিয়সের পিতার নাম আঙ্কাইসিস্, তাঁহার মাতা কে, তাহার

(১) ট্রোজনদিগের সহিত গ্রীকদিগের যুদ্ধ গ্রীশের পুরাবৃত্তে একটী প্রধান ঘটনা। ট্রয়রাজ প্রায়েমের পুত্র পেরিস স্পার্টাধিপতি মেনেলসের পরম সুন্দরী ভার্য্যা হেলেনাকে হরণ করাতে গ্রীশের নৃপতিগণ সকলে একত্র হইয়া ট্রয় নগর ১০ বৎসর কাল অবরোধ করেন এবং অবশেষে ভস্মসাৎ করিয়া দেন।

কিছুই নিশ্চয় নাই। কিন্তু প্রাচীন কালের লোকেরা সুপ্রসিদ্ধ লোকদিগের জন্ম বিষয়ে দেব দেবীর কল্পনা করিতেই ভাল বাসিতেন. সুতরাং ভিনস দেবীকে, তাঁহার জননী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা-হউক, ইনিয়স লাটিন দেশে সমাগত হইলে তথাকার রাজা লাটিনস অতি সমাদর-পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার সহিত আপন কন্যা লাভিনিয়ার বিবাহ দিলেন। এই ইনিয়সকে রোমান-দিগের আদি পুরুষ বলিয়া গণনা করা হয়।

বৃদ্ধ লাটিনরাজের মৃত্যু হইলে, জামাতাই লাটিনদিগের উপর রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি ৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া আপনার পূর্ব্বমহিষী ক্রুশার গর্ভজাত পুত্র আস্কানিয়সকে উত্তরাধিকারী করিয়া যান। রোমান মহাকবি বর্জ্জিল "ইনিএড" নামে এক-খানি অত্যদ্ভুত ও মনোহর কাব্য রচনা করেন, তাহাতে ইনিয়সের ভ্রমণাদির বৃত্তান্ত অতি সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। ইনিয়সের পর নিউমিটর পর্য্যন্ত আর ১৫জন রাজা লাটিন দেশে রাজত্ব করেন, তৎপরে রমুলস কর্ত্তৃক রোমনগর সংস্থাপিত হয়।

রমুলস্ ও রিমসের জন্ম।

লাটিনদিগের সপ্তদশ রাজা প্রোকসের দুই সন্তান ছিল, নিউমিটর ও এমুলিয়স। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র নিউমিটরকে রাজ-সিংহাসন প্রদান করেন, এবং কনিষ্ঠকে আপনার সমস্ত ধন সম্পত্তির অধিকারী করিয়া যান। কিন্তু নিউমিটর রাজা হইতে পারিলেন না, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এমুলিয়স, আপনার অপরিমেয় অর্থের সাহায্যে সিংহাসন বলপূর্ব্বক অধি-কার করিলেন। পরে তিনি সমুদায় ভ্রাতু-ষ্পুত্রগণকে বিনষ্ট করিয়া, রিয়া সিল্‌ভিয়া-নাম্নী নিউমিটরের যে কন্যা ছিল, তাহাকে ভেষ্টাদেবীর কুমারী (২) করিয়া রাখিলেন।

রিয়া কৌমারধর্ম্ম চিরকাল রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি দুইটী যমজ সন্তান প্রসব করেন এবং তাহাদিগকে মার্শনামক রণদেবতার ঔরসজাত বলিয়া প্রচার করিয়া দেন। মহাভারতে সূর্য্যের ঔরসে, কুমারী কুন্তীর গর্ভে, কর্ণের জন্মের সহিত এই ঘটনাটীর আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য আছে। যমজ সন্তানের প্রসববার্ত্তা শুনিবামাত্র, এমুলিয়স তৎক্ষণাৎ রিয়াকে কারারুদ্ধ করিতে ও ঐ সন্তান দুটীকে নদীতে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন।

ঘটনাক্রমে টাইবর নদীর জল তখন তীরে উত্থিত হইয়াছিল, ভাঁটা পড়িলেই যে পাত্রে নবপ্রসূত শিশু দুটি ভাসিতে-ছিল, তাহা শুষ্ক ভূমিতে সংলগ্ন হইল। অনতিবিলম্বে রাজমেষপালক ফাষ্টুলস কোন কার্য্যবশতঃ সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন, শিশু দুটীকে তদবস্থ দেখিয়া

(২) ভেষ্টাদেবীর কুমারীগণকে যাবজ্জীবন অবিবাহিত থাকিয়া তাঁহার সেবা-কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিতে হইত।

তিনি দয়ার্দ্র চিত্ত হইলেন এবং গৃহে লইয়া গিয়া পালনার্থ আপন পত্নী লরেন্সিয়ার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন। তদবধি তাঁহারা শিশু দুটীকে আপনাদিগের পুত্রনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

"মানুষ কে" ?

যে জন যতনে   হৃদয়-ভবনে
ভকতি পূরিয়া রাখে,
জীবন্ত বিশ্বাসে   প্রাণের আবেশে
যে জন তাঁহাকে ডাকে।
ভুলি আত্মপর   কদর্য্য সুন্দর
যে জন যতন করে,
শশী তারকায়   বালুকাকণায়
যে জন তাঁহারে হেরে।
অপরের দুঃখ   দেখি যার বুক
বিষাদে ফাটিয়া যায়,
পরের লাগিয়া   গিয়াছে ভুলিয়া
যেই জন আপনায়।
ভেদাভেদ ভুলি   হয়ে কুতুহলী
সদাই কর্ত্তব্যে রত,
নির্ম্মল চরিত   সুপবিত চিত
সরল শিশুর মত।
স্বদেশ বিদেশ,   নাহি ভেদলেশ,
মনে করে নিজ গেহ,
মন মুখ কাজে   সমতা বিরাজে,
সংযমে গঠিত দেহ।
কৃপা-পারাবার   হৃদে শোভে যার
বদনে সরল হাসি,
প্রেম-পাশে যার   বাঁধা এ সংসার,
নহে সুখ অভিলাষী।
সন্তোষ-শিখরে   সদাই বিহরে
যাঁহার প্রশান্ত মন,
মানুষ বলিতে   আছে অবনীতে
শুধু সেই মহাজন !

শ্রীচারুমোহন দে।

গিরিধি মহিলা-সমিতিতে পঠিত।

মানুষ জেগেও যেন ঘুমন্ত, এটা বড়ই চিন্তার বিষয়। নিদ্রায় যেমন দেহটাকে মৃতবৎ করে রাখে, সেইরূপ আত্মার নিদ্রায় মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব লুপ্ত হয়। তিনিই ধন্য যাঁহার আত্মা সজাগ।

ঘুমন্ত অবস্থায় আমরা সব ভুলে থাকি। এই বিশাল জগতের সঙ্গে, সুবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্গে, যেন তখন কোন সম্পর্কই থাকে না। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে জীবচক্ষু বন্ধ হয়ে আসে। আবার আলোকের স্পর্শমাত্র বিশ্ব সজাগ জীবন্ত, কত ছুটোছুটী, কতই ব্যস্ততা, সেই অসাড় মৃতভাব কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। আত্মা সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ। যখন পরমাত্মার আহ্বানে মানবাত্মার মোহ ঘুম ভেঙ্গে যায়, তখন জীবনে এক নূতন যুগ উপস্থিত হয়।

তখন কতই আনন্দ, কতই নূতন নূতন মহৎ ভাব সকল দেখা দেয়।

আত্মা এক নূতন বলে বলীয়ান্ হয়ে মানবনাম সার্থক করে। পৃথিবীর আলোয় যেমন পার্থিব চক্ষু খুলে যায়, চিরজাগ্রত সেই মহান্ প্রভুর আবির্ভাবে তেমনি সুপ্ত আত্মা জাগরিত হয়। এই যে জাগরণ, ইহাতে মানুষ ক্ষুদ্র হয়েও মহান্ ও অনন্ত পরমাত্মাকে আপনার মধ্যে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। মানব ইতিহাসে চিরকাল পরমাত্মার আহ্বান-ধ্বনি ধ্বনিত হয়ে সকলকে বলচে "ভূমার মধ্যে জাগ্রত হও, আপনাকে বড় বলে জান, উজ্জ্বল সত্যের উন্মুক্ত আলোকের মধ্যে জাগ্রত হও, আর পাপ অন্ধকারে নিজেকে সমাচ্ছন্ন করে রেখো না"। এই যে জাগরণ, যে জাগরণে আমরা আপনাকে সত্যের মধ্যে দেখি, জ্যোতির মধ্যে দেখি, অমৃতের মধ্যে দেখি, যে জাগরণে আমরা প্রতিদিনের স্বরচিত তুচ্ছতার সঙ্কোচ বিদীর্ণ করে আপনাকে পূর্ণতার মধ্যে বিকশিত করে দেখি, সেই জাগরণই আমাদের উৎসব।" ধর্ম্মসমাজে যে সময় সময় উৎসব আসে, তাহার উদ্দেশ্য ঘুম ভাঙ্গান।

আমরা প্রত্যেকে এক দিকে অতি ছোট। আর যে দিকে আমার সঙ্গে সমস্তের যোগ, আমাকে নিয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণতা, পরমাত্মার মিলনে মানবাত্মার দেবভাব, সেখানেই আমি বড়।

যেই হৃদয় জাগিল, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থ, লোভ, মোহ, সব কোথায় অদৃশ্য হইল। আগে সত্য বাঁচিয়ে চলিনি, ধর্ম্ম দেখিনি, আত্মার গৌরব ভাবিনি। এখন দিবা-লোকে পথ পরিষ্কার হইল, অবিশ্বাসের অন্ধকার ঘুচিল, ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা সব তিরোহিত হইল। নিরানন্দ প্রাণে আনন্দ আসিল, শত্রুতার স্থানে মিত্রতা প্রেমের বাহুবিস্তার করে সকলকে আলিঙ্গন করিল। পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাস এসে আত্মাকে নব বলে বলী করিয়া দিল। হৃদয়ে এই ভগবৎপ্রেম আসিলেই মানুষ ঈশ্বরচরণে আত্মোৎসর্গ করে, তখন আর সংসারের ভয় ভাবনা, সুখ দুঃখে সে বিচলিত হয় না। জীবন কেবল ভগবানের গৌরব প্রচারের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। প্রভুর চরণে আত্মবলি দিয়ে তখন মানব বলিতে পারে "প্রভু আমি তোমারই"। তখন বিশ্বাসবলে মানবের এক আশ্চর্য্য স্বর্গীয় বল দেখা দেয়। এই বিশ্বাসের অবস্থা হইতে ভগবৎপ্রেম মানবহৃদয়কে অধিকার করিয়া ফেলে, তখনই প্রেমের সার্থকতা পূর্ণ হয়, তখন সকল বাসনা কর্ত্তব্যের অনুগত হয়, তখন মানব প্রাণ খুলে "তুমি আমার পিতা" এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়।

"প্রভু তুমি আমার পিতা" গভীর বিশ্বাস ও প্রেমে মানুষ যখন এ কথা বলিতে সমর্থ হয়, তখনি সে রোগ, শোক, মৃত্যু সব অবস্থার মধ্যেই অটল ও দৃঢ়

থাকে। যে জাগরণে মানবের এই সার্থকতা লাভ হয়, সে জাগরণ কি, আমরা যেন স্থির হয়ে নির্জ্জনে চিন্তা করি এবং সেই জাগরণের জন্য ব্যাকুল মনে প্রার্থনা করি। ধন্য সেই পুণ্যাত্মা যিনি ভক্তি-পরিপ্লুত আনন্দ-উচ্ছ্বাসে গাহিতে পারেন—

"তোমাতে যখন, মজে আমার মন,
তখনি ভুবন হয় সুধাময় ;
জীবে হয় কত, স্নেহ সমাগত,
দূরে যায় যত দুঃখ আর ভয়।
দেখি দিবাকরে সুধা ঝরে সুধা ক্ষরে
সুধাময় হয়ে পবন সঞ্চরে।"

এই ভগবৎ-ভাব হৃদয়ে আসিলেই মানুষ পরমেশ্বরের চরণে আত্মোৎসর্গ করে। তখন আর সংসারের ভাবনা, সুখ, দুঃখ মনে থাকে না। জীবনটা তাঁরই গৌরববৃদ্ধির জন্য ব্যাকুল হয়। প্রভুর বেদিতে আত্মবলি দিয়ে তখনি বলিতে পারে—"প্রভু আমি তোমারই"

যখন বিশ্বাসবলে মানব এই অবস্থায় আসে, তখন আর জগতের কোন অবস্থাই তাঁকে বিচলিত করিতে পারে না। কবি সত্যই বলিয়াছেন—

"তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যার;
ফলভরে অবনত শাখারি আকার।
লুপ্ত হয় ভাবনা ভীতি, ক্ষিপ্ত যে প্রকার,
মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার।"

এই বিশ্বাসের অবস্থা হইতেই ভগবৎ-প্রেম মানব হৃদয়কে অধিকার করিয়া ফেলে, তখনই প্রেমের সার্থকতা পূর্ণ হয়। তখন সকল বাসনা কর্ত্তব্যের অনুগত হয়, তখনই মানব প্রাণ খুলে বলিতে সমর্থ হয় তিনি আমার পিতা। তুমি আমি ছোট বড় সবাই তো আমরা এই গীত গাহিবার অধিকারী। যে জাগরণে অমৃতের সন্তান অমৃতের অধিকারী হয়, সেই মহা অধিকার লাভের জন্য আমরা প্রস্তুত হই। আজ এই উৎসব-ক্ষেত্রে এসো সকলে মিলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে এই মৃত ভাবকে দূর করিতে সচেষ্ট হই। তাহা হইলেই উৎসব সার্থক, সমিতি সার্থক, মিলন সার্থক।

শ্রীমতী রাধারাণী লাহিড়ী।

নূতন সংবাদ।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত পুরস্কারগুলি নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন :—

ম্যাট্রিকুলেশন।

কেশবচন্দ্র সেন প্রাইজ তটিনী গুপ্ত, বেথুন।
ইংলিস প্রাইজ　"　"
কীর্ত্তিচন্দ্র ম্যাকেঞ্জি পুরস্কার　"

বি, এ।

পদ্মাবতী মেডেল নির্ম্মলা রায়, বেথুন।
প্রসন্নময়ী দেবী প্রাইজ　"
গঙ্গামণি দেবী গোল্ডমেডেল প্রীতিবালা ঘোষাল, বেথুন।

পরলোকগত জাপান সম্রাটের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় ইংলণ্ড হইতে প্রিন্স আর্থার অফ

কনট ও প্রুশিয়া হইতে প্রিন্স হেনরি অব প্রুশিয়া যোগদান করিবেন।

সম্প্রতি রুশিয়ার অন্তর্গত এক পল্লি-গ্রামে একজন দরিদ্র কৃষক ১৪১ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিল।

স্যার জেকব সেসুন বোম্বায়ের দরিদ্র ইহুদিদিগের চিকিৎসার্থ একটী হাঁস্‌পাতাল স্থাপনের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতার সঙ্গীতসমাজের সম্মুখে যে প্রান্তীর মাঠ আছে, তাহাতে স্বদেশী মেলা বসিবে এইরূপ ঠিক হইয়াছে।

কুমারী রেজিনা গুহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনিই বঙ্গ রমণীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আইন পরীক্ষা দিলেন।

১২ই আগষ্ট মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের মৃত্যুদিন উপলক্ষে বেথুন কলেজ-গৃহে একটী সভা হইয়া গিয়াছে। বেথুন কলেজের বর্ত্তমান ও পুরাতন ছাত্রীগণ একত্র মিলিত হইয়া মহাত্মা বেথুনের স্মৃতি-উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার পি, সি, রায় ১১ই আগষ্ট নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

বামারচনা।

নির্ভর।

আমি স্খলিত চরণে আঁধার গহনে
পড়ে গেছি যতবার,
তুমি প্রসারি তোমার স্নেহ ভরা হাত
তুলিয়াছ ততবার।
তুমি সাথে সাথে মোর ফিরিয়াছ,
চিরদিন মোর কাছে কাছে আছ,
অতুলন স্নেহে অসীম যতনে ঘিরে
আছ মোর চারিধার।
অযুত আঘাত জুড়ায়ে দিয়েছ, বরষি
করুণা অমৃতধার।
আমি হারায়ে ফেলেছি সুপথ আবার
মরীচিকা ঘেরা জীবনে।
কোথা, কত দূরে রহিয়াছ এস, চাহ
সস্নেহ সকরুণ নয়নে।
তব পথ তুমি দেখাও আবার,
অবশ পতিতে তোল আরবার,
আঁধার এ রাতি আলোকিত করি,
অচপল স্থির কিরণে।
এস আরবার, দেখ শত পাকে
ঘিরিয়াছে মোরে মরণে।

শ্রীচারুহাসিনী দেবী।

মন্ত্রমুগ্ধ।

ওগো অন্তরযামী,
তোমার নামের পতাকা উড়ায়ে
সভয়ে দাঁড়াব আমি
তোমার বিচিত্র বিশ্বসভায়,

কত জন আসে, কত কি যে পায়,
তোমারি এ খেলা ওগো! লীলাময়!
রাজ অধিরাজ তুমি,
তোমার প্রেমের পুণ্য বাজারে
অজ্ঞ অভাগা আমি।
তুমি পুণ্য মধুর ধনি
তোমার চরণে সঁপিবারে চাই
ব্যথিত হৃদয়খানি।
বিফল কর্ম্ম, ভক্তি, সাধনা
নীরব প্রাণের ভগ্ন এ বীণা
তোমার মোহন অঙ্গুলিপরশে
উঠিবে কি রণ রণি?
কে মোরে শুনাবে হে দয়াল পিতা!
তোমার অভয় বাণী?
ওগো স্নেহ-পারাবার!
স্মরণে তোমার পুলকে উচ্ছলে
ভকতি উৎসধার,
তাই আশা মনে শূন্য এ হৃদয়
ব্যাকুল পরাণে যাচিছে অভয়
তোমারি আলোকে ভরি দিবে তুমি
অন্ধ এ হৃদয়াগার।
বিপদে সম্পদে কোলে লবে টানি,
তুমি কল্যাণাধার।

শ্রীপ্রিয়বালা রায়।

"হারানিধি।"

(১)

একদিন বসন্তের সন্ধ্যার সময়
সুদূরে বহিতেছিল মধুর অনিল,
হেলিতে দুলিতেছিল লতিকানিচয়,
নিকুঞ্জে গাইতেছিল ভ্রমর, কোকিল।

(২)

রবি অস্তমিত হেরি নারী একজন
তুলিবারে বনফুল বনের ভিতরে
প্রবেশিল, সঙ্গে তাঁর চারুদরশন
চলিল একটি বালা, সরল অন্তরে।

(৩)

উজলি সে বনভূমি, সহসা সেখানে
একটী হরিণশিশু বনগর্ভ হতে
আসিল বালার কাছে, সুকোমল প্রাণে
ছুটিল আনন্দ-উৎস, ক্ষুদ্র নেত্র-পথে।

(৪)

ছুটিল আনন্দস্রোত, ছুটিল বালিকা
ধরিতে সে মৃগশিশু, চলিল ছুটিয়া
চঞ্চল সে চারু মৃগ, শত আঁকা বাঁকা
কাননের গুপ্তপথ ঢাকা কাঁটা দিয়া।

(৫)

ছুটিছে মৃগের পিছে অবোধ বালিকা,
সহসা হারায়ে গেল চঞ্চল হরিণ।
আঁধার কাননভূমি, নানা বিভীষিকা,
ভাসিল নয়নাসারে নয়ননলিন।

(৬)

শিশুমতি বালিকার আতঙ্কে শরীর
উঠিল শিহরি, এস এস ঝি বলিয়া
প্রসারিল হাত, দাসী হইয়া অস্থির
পশ্চাতে ছুটিতেছিল নিশঙ্কে রহিয়া।

(৭)

এসেছি, এসগো বলি প্রসারিল হাত
ঋষি তাহার, ভীতমতি শিশু সুচঞ্চলা
লুকাইল ঋষির বক্ষে মুদি নেত্রপাত,
নীরবে কাঁদিল দাসী লুণ্ঠিত-অঞ্চলা।

(৮)

কেমনে লো বাহিরিব, মরি কি আপদ,
চৌদিকে কণ্টকগুলা শতপুর হয়ে
উৎপাদিছে মহাভীতি, রোধিয়াছে পথ,
অপমৃত্যু বিনে মুক্তি না পাই খুঁজিয়ে।

(৯)

সহসা কি ভীম নাদ বনগর্ভ ভেদি
পশিল শ্রবণে আসি, অত্যন্ত উথলা
হইল বালিকা, গণ্ড ভিজাইল কাঁদি,
"রক্ষা কর ভগবান্" উচ্চারিল বালা।

(১০)

উভয়ে চাহিল খুঁজি শব্দের কারণ
নীবিড় ঘাসের বনে, এ কি গো সম্মুখে
বাঘ! "রক্ষ ভগবান্" বলিয়া নয়ন
মুদিল বালিকা, দাসী জড়াইয়া বুকে

(১১)

ধরিল স্নেহের ধন। হঠাৎ হইল
বন্দুকের ঘোর রব, পড়িল লুটিয়া
বাঘের বিশাল দেহ, কে ওই আসিল
কাহারে গো ভগবান্ দিলে পাঠাইয়া

(১২)

রক্ষিতে ভকতে তব? বন্দুক ফেলিয়া
জনক লইল তুলি বক্ষের উপর
সন্তান, চলিল ঘরে আজ্ঞা প্রদানিয়া
নিজ অনুচরগণে নিতে নিজ ঘর

(১৩)

বাঘ আর স্বেবকারে। মৃগয়া কারণ
এসেছিল এই বীর, হেরিল অদূরে
ছুটিতেছে ঘন বনে হৃদয়ের ধন,
ছুটিছে পশ্চাতে দাসী মলিন আনন।

(১৪)

ছুটেছিল বীর এই দোঁহার পশ্চাতে,
হেরিল বিশাল ব্যাঘ্র বিস্তারি ব্যাদন
হৃদয়ের ধনে তার এসেছে গিলিতে,
অমনি বন্দুক ছুড়ি করিল নিধন

(১৫)

হৃষ্টে, শিশুরে বক্ষে করি আনি তুলিয়া
জননীর বক্ষে দিল, প্রেমের জীবন
বহিল মাতার চক্ষে হৃদয় ফাটিয়া,
নাচিল ঈশ্বরে স্মরি প্রবিভূত মন।

শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত।

শোক-গাথা।

১

আজিলো এখনও কেন শয্যায় শয়ানা?
প্রভাত হইল তবু নিদ্রা ভাঙ্গিল না!
অসাড় নীরব দেহে,
প্রশ্বাস নাহি বহে,
নীরব নিস্পন্দ, তাহে চৈতন্য ছিল না!

২

উঠ উঠ বড় বৌমা উঠ একবার,
হাতে ধরি কথা রাখ মিনতি আমার।
তোমারে এমন হেরি,

প্রাণ যে কেমন করে,
হের, হের করিতেছে সবে হাহাকার ॥

৩

যে দিন হইতে ব্যাধি গ্রাসিল তোমারে।
সেই হতে আশাদীপ ডুবিল আঁধারে।
এই অষ্ট রাত্তি দিনে,
মোরা সবে প্রাণপণে,
যুঝিলাম কত করি রাখিতে তোমারে।

৪

কিন্তু হায়! কি দুর্ভাগা জানিনাত মোরা,
এ গেহের গৃহলক্ষ্মী হইলাম হারা,
তুমিত পাবার নয়,
তাই বুঝি মনে হয়,
সকলেরে দেখায়ে ফাঁকি চলে গেলে ত্বরা।

৫

কেনগো এমন ভাবে এই অসময়,
শুয়ে রলে, এ নিদ্রা কি ভাঙ্গিবার নয়?
আজি কি ফুরাল সব,
আমাদেরি পরাভব,
হে মরণ, তুমি কিহে করে নিলে জয়?
তোমারে বিদায় করে,
দিদি রবে শূন্য ঘরে,
এও কি সহিবে তাঁর কোমল অন্তরে?

৭

ভাবিলে তোমার কথা ফেটে যায় বুক।
আদরের বড়বৌমা স্নেহভরা মুখ।
আমাদের সবে হেন
ছেড়ে আত্মপরিজন,
কোথায় রহিলে তুমি ভুলি সব সুখ॥

৮

কি ভীষণ ব্যাধি তোমা গ্রাসিল অকালে?
নির্দ্দয় মরণ আজি কেন কেড়ে নিলে।
দুরন্ত বিষম জ্বর,
বেদনায় কলেবর,
জর্জ্জরিত হোল, আহা! কতই সহিলে!

৯

দুঃসহ যাতনা যবে করিল অস্থির,
কাতরে কহিলে মোরে "দাও গঙ্গানীর"।
মুখেতে কপোলে শিরে,
মাখাইয়া অতি ধীরে,
কহিলে "মা শান্তিময়ি করহ সুস্থির॥"

১০

কিন্তু কেন শান্তিময়ি! বিমুখ হইলে
দীনের প্রার্থনা তুমি কাণে না শুনিলে॥
তার পর দিন হায়,
শুখান ফুলের প্রায়,
ঝরে গেল, কি কহিব বাক্য নাহি মিলে॥

১১

উঠ উঠ বড় বৌমা উঠ একবার।
নয়ন মেলিয়া তুমি তাকাও আবার॥
যেওনা যেওনা তুমি,
হৃদি করে মরুভূমি,
উঠিয়া সান্ত্বনা দাও প্রাণে সবাকার॥

১২

পেয়েছিলে শোক তাপ দাদার কারণে।
নাহি ছিল এক তিল সুখ শান্তি মনে।
তবু বড় মাশী সনে,
দুই জনে এক প্রাণে,
সুখে দুখে এক সাথে ছিলে এত দিনে।

১৩

দাদাত গেছেন চলি চিরদিন তরে,
সে দুখ ছিলগো চাপা মরম ভিতরে॥

কিন্তু কি কহিব আর,
জলিছে পরাণ তাঁর,
বাড়ায়ে দ্বিগুণ ব্যথা চলে গেলে দূরে॥

১৪

জিতাস্থ যাইবে যদি যাও সেই স্থান।
সকলের তরে কি গো কাঁদে না পরাণ ?
আসি দেববালাগণ,
করি তোমা আবাহন,
সাদরে লইবে তুলে বিভুসন্নিধান॥

১৫

কি মধুর সরলতা পবিত্র হৃদয়ে।
ছিলে গো মোদের তুমি লক্ষ্মীরূপা হয়ে।
যে তোমারে হেরিয়াছে,
শত মুখে প্রশংসিছে,
তোমারি পবিত্র নাম রহিল হেথায়॥

১৬

না হেরিব আর কিগো তব মুখখানি !
না শুনিব আর কি গো ওই কণ্ঠধ্বনি।
ওই যে মমতা স্ফূর্তি,
ওই যে গো দেবীমূর্ত্তি,
ফুরাল কি জন্ম তরে কিছুই না জানি॥

১৭

কেন তুমি চলে গেলে এত শীঘ্রগতি।
তব যোগ্য এই ধরা নয় কিগো সতি!
যাও তবে স্বর্গপুরে,
পবিত্র কুসুমঘরে,
মিলিও "দাদার" সাথে ওগো পুণ্যবতি !

কুমারী সুনীতি ভাদুড়ী,
কেশব ধাম, বেনারস।

১৩।৩ মথুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 590. — October, 1912.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি. এ. কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ। ৫৯০ সংখ্যা। | আশ্বিন, ১৩১৯। | ১০ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের দিল্লী প্রবেশ—আগামী ডিসেম্বর মাসে লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর মহাসমারোহে নূতন রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করিবেন। এই উপলক্ষে দিল্লীবাসিগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করিবেন। তাঁহাদিগের এরূপ কার্য্য যুক্তিযুক্ত।

সিমলায় শিল্প-প্রদর্শনী—সিমলায় যে শিল্প-প্রদর্শনী হয়, তাহাতে বড় লাট বাহাদুর লর্ড হার্ডিঞ্জ নিজ হস্তে অঙ্কিত দুইখানি অতি সুন্দর চিত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে, লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর সকল বিষয়েই সুনিপুণ।

জেনারেল্ বুথের পরলোক-গমন—মুক্তি ফৌজের সেনাপতি জেনারল বুথ গত ২০শে আগষ্ট পরলোক গমন করিয়াছেন। পরম পিতা পরমেশ্বর তাঁহার আত্মার শান্তি বিধান করুন।

আমেরিকায় নারী বিচারপতি—সম্প্রতি দুইজন রমণী আমেরিকায় বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের এক জনের নাম কুমারী মেরী। ইনি কেবল অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের বিচার করিবেন। কুমারী মেরী অনেক দিন পর্য্যন্ত আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন, এখন ইনি বার্টলেমি ইলিনয়েস প্রদেশের এক বিচারালয়ে সহকারী বিচারপতি হইয়াছেন। অপর জনের নাম কুমারী ক্লারা। ইনি কালিফোর্ণিয়ার বিচারপতি। পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা আমেরিকার রমণীগণ রাজকার্য্যে এবং অন্যান্য

অনেক বিষয়ে অধিকতর অধিকার লাভ করিয়াছেন।

মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর স্মৃতি-সভা—ইহা অতি আনন্দের বিষয় যে, মহাত্মা আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের পরলোকগমনের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে সভা ও বক্তৃতাদি হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য প্রভৃতি অনেকে মহাত্মার জীবনের অনেক কথা বলিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে আজ ছয় বৎসর হইল মহাত্মা আনন্দমোহন বসু মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। যিনি তাঁহার সেই মধুর মূর্ত্তি ও স্বদেশানুরাগ একবার দেখিয়াছেন, তিনি চিরজীবন তাঁহার স্মৃতি মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিবেন। এমন মধুর প্রকৃতির লোক প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। আজ পরলোকে ইনি অনন্ত ধামের শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। কিন্তু হায়! ভারত-জননীর এ শূন্য বক্ষ কি ইহাঁর ন্যায় সুসন্তান দ্বারা আবার পূর্ণ হইবে?

পূর্ব্ব বাঙ্গালার বালিকাদিগের বৃত্তি—পূর্ব্ববাঙ্গালার নিম্নলিখিত বালিকাগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ২০ টাকা বৃত্তি পাইয়াছে—

ইন্দুপ্রকৃতি ঘোষ—ময়মনসিংহ আলেকজাণ্ড্রা স্কুল।
নলিনীবালা বসু— „
নীরপ্রভা গুপ্ত— প্রাইভেট
কিরণবালা সেন—ঢাকা ইডেন স্কুল।
প্রতিভা গুহ— „

রমণীগণের এরূপ বৃত্তিলাভ স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির পরিচায়ক।

সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি — সুবিখ্যাত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় বর্দ্ধমানে তাঁহার পিতা ৺জগবন্ধু ঘোষের নামে একটী শবদাহের ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। রাসবিহারী বাবুর এই কার্য্য প্রশংসার যোগ্য।

দুঃস্থ আসামীদিগের পক্ষসমর্থন—শুনা যাইতেছে, ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, হত্যাপরাধে অভিযুক্ত দুঃস্থ আসামীদিগের পক্ষসমর্থনের জন্য গবর্ণমেণ্ট নিজ ব্যয়ে উকীল নিযুক্ত করিবেন। এরূপ ব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

শিশুজীবন ও কিণ্ডার গার্টেন।

কাঠের ধোঁয়া দিয়া গন্ধ দূর করাতে ঘর পরিষ্কার না হইয়া আরও অপরিষ্কার হয়। সেই কারণে উহা অন্যান্য দুর্গন্ধ বা আবর্জ্জনার ন্যায় অতি অস্বাস্থ্যকর। ইহা কেবল বিশুদ্ধ বায়ুসঞ্চালন দ্বারাই দূষিত বায়ু বহির্গত হইয়া যাইতে পারে। যে গৃহ

সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে, সেখানে "ছোঁয়াচে" (সংক্রামক) রোগ প্রায় জন্মিতে পারে না। আর যদিও কোন পীড়া হয়, তাহা শীঘ্রই সারিয়া যায়। ইহাও স্পষ্ট দেখা গিয়াছে যে, অনেক স্থলে প্রসবের পর জননীর যে জ্বর ও উদরাময় হয় এবং নবপ্রসূত শিশুর গায়ে চুলকনা প্রভৃতি চর্ম্মরোগ হয়, তাহার প্রধান কারণ অপরিষ্কার থাকা। আমাদের দেশের মাতারা ও ধাত্রীরা যদি বিশুদ্ধ বাতাস ও পরিষ্কার গৃহের যথার্থ ব্যবহার জানিতেন, তাহা হইলে কত শত শিশু অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইত, এবং তরুণী জননীদিগকেও চিররুগ্ন হইয়া থাকিতে হইত না।

বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়, উচ্চ ও শুষ্ক ঘর সূতিকাগৃহ করা উচিত। এই মহাব্যাপারের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট গৃহেরই প্রয়োজন, কারণ বিশুদ্ধ বায়ু ও পরিষ্কার স্থানই সকল প্রকার পীড়ার পক্ষে মহৌষধ। এ সংসারে এমন কোন দরিদ্র পরিবার নাই, যাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে অপারক, কেননা অপরিষ্কার অবস্থায় জীবন যাপন করিলে পীড়া হওয়াতে যে অর্থনাশ হয়, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিলে তাহার দশাংশের একাংশও ব্যয় হয় না। এতদ্ব্যতীত সুস্থ ও সবল থাকিলে মনে যে শান্তি পাওয়া যায়, তাহার মূল্য জগতে দুর্ল্লভ। নির্ম্মলতা মানুষকে জীবনদান করে, মলিনতা মানবজীবনকে সংহার করে।

প্রসবের পর জননীরা আট দশ দিন অতি স্থির ভাবে বিশ্রাম করিবেন। আভ্যন্তরিক শিরাদি পুনরায় তাহাদিগের উপযুক্ত স্থানে বসিবার জন্য কিছু সময়ের আবশ্যক। কয়েক দিন স্থির ভাবে থাকিলে জরায়ু বা তলপেটের কোন পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। তাহা ব্যতীত ঐ সময়ে অতি সাবধানে না থাকিলে জননীর দুর্ব্বলতার জন্য অনেক রোগ আসিয়া সহজে আক্রমণ করে। সেই জন্য অধিক দিন পর্য্যন্ত অতি সাবধান ও নিশ্চল থাকিয়া শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সবল ও সুস্থ করা একান্ত প্রয়োজন।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর প্রসূতি সচরাচর ঘুমাইয়া পড়ে, ঐ ঘুম হইতে উঠিবার পর যদি তৃষ্ণা পায় তাহা হইলে গরম দুধ বা জলসাগু পান করিলে ক্ষতি নাই। প্রথম চারি দিন জল ও দুধসাগু খাইয়া থাকা উচিত, ক্রমে আর কোন অসুখ না হইলে জননী ঝোল ও দু এক খানা রুটি, পরে ছয় দিনের দিন ভাত খাইতে পারেন। শিশুর জন্মের সময় শিক্ষিত ধাত্রী বা ডাক্তার বাড়ীতে উপস্থিত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। ঐ সময় অশিক্ষিত ধাত্রীর উপর প্রসব করাইবার সমস্ত ভার প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা। নবজাত শিশুর শারীরিক যত্ন সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে লেখার কোন আবশ্যক নাই, কেননা, এ বিষয়ে অনেক পুস্তক আছে। তবে

দুই একটা মোটামুটি কথা বলিয়া জননীদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়াই এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শিশুর জন্মের পর তাহাকে স্নান করাইয়া ও গরম কাপড়ে ঢাকিয়া বিছানার উপর শোয়াইয়া দিলেই অল্প ক্ষণের মধ্যে সে ঘুমাইয়া পড়িবে। জন্মসময়ের পরিশ্রমের কষ্ট বড় কম নয়। সে জন্য ঐ সময় উহাকে বিরক্ত না করিয়া অবাধে নিদ্রা যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। জীবনের প্রথম কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই শিশু নিঃশ্বাস ফেলিতে ও কাঁদিতে শিখে। শিশু যত ক্রন্দন করে, তাহার ফুসফুস্ তত প্রশস্ত হয়, উহার কর্ণে শব্দ প্রবেশ করে, চক্ষুতে আলো যায়, সুতরাং এই সকল নূতন পরিশ্রমেও ক্লান্ত হইয়া সে অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়ে।

মাতার দুগ্ধ যদি প্রচুর থাকে, তাহা হইলে তিন চারি মাস পর্য্যন্ত উহাই শিশুর পক্ষে যথেষ্ট। আর মাতার স্তনে যদি প্রচুর দুগ্ধ না থাকে, তাহা হইলে শিশুকে একটু করিয়া গরুর দুগ্ধ দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু দুগ্ধ সর্ব্বদা টাট্‌কা ও অল্প গরম হওয়া আবশ্যক, এবং দুগ্ধের বাটী ও চামচ খুব পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। দুগ্ধ খাওয়াইবার পর শিশুর মুখ ও জিব জল দিয়া মুছিয়া দেওয়া উচিত, তাহা না করিলে উহাতে অম্বল হইয়া অপকার হইবার সম্ভাবনা। ছেলে কাঁদিলেই যখন তখন অনিয়মিতরূপে দুগ্ধ না দিয়া নিয়মপূর্ব্বক দুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়ান উচিত।

শিশুকে প্রতিদিন স্নান করান ও তাহার জামা প্রভৃতি পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। প্রথমে গরম জলে, পরে শিশুর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে অল্পে অল্পে সহাইয়া সহাইয়া ক্রমে ঠাণ্ডা জলে স্নান অভ্যাস করান আবশ্যক। স্নানের পর পরিষ্কার ন্যাক্‌ড়া, কাপড় বা তোয়ালে দ্বারা শিশুর সমস্ত দেহ মুছাইয়া দেওয়া উচিত। প্রতিদিন স্নান করিলে শিশুদিগের শরীর পরিষ্কার থাকে ও দেহ পুষ্ট ও সবল হয়।

শিশুর জন্ম, স্নান ও খাদ্যের বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিয়া এখন আমরা উহার শিক্ষার বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। শিশু কাঁদিবামাত্র তাহাকে না তুলিয়া তাহার ক্রন্দনের কারণ দেখা উচিত। উহা করিলে ছেলে পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িবে। আর যদিও না ঘুমায়, তাহা হইলেও শিশুর কিছুক্ষণ কাঁদা ভাল, উহাতে তাহার ফুসফুসের উপকার হয়, এবং সে কিছুক্ষণের পর ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। শিশু কাঁদিবামাত্রই তাহাকে তুলিয়া দুধ খাওয়ান উচিত নহে। ক্রন্দন করা শিশুদের পক্ষে স্বাভাবিক। উহা দ্বারা তাহারা নিজেদের সকল অভাব প্রকাশ করে। শিশুকে সদাসর্ব্বদা কোলে করিলে তাহার অভ্যাস মন্দ হইয়া যায়। এরূপ করিলে কোল না হইলে সে থাকিতেই চাহে না। রাত্রি দশটার পর আর শিশুদের দুধ খাওয়ান উচিত নহে। ছোট ছেলেদের হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গান কিম্বা উহাদের কাণের কাছে

অধিক জোরে শব্দ করা অনুচিত। ছেলেদের চক্ষুর প্রতিও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। চোখ লাল হইলে বা ফুলিয়া উঠিলে ডাক্তার দেখান আবশ্যক। শিশুর জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই টীকা দেওয়া উচিত। শরৎ ও বসন্ত কালই টীকা দিবার পক্ষে উপযুক্ত। ছেলেদের দাঁত উঠিবার সময় তাহাদিগকে অতি সাবধানে রাখা উচিত। (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

জগদীশ-মহিমা।

(১)

জগদীশ!
বিরাট সংসারমাঝে যে দিকে বা চাই,
তব দত্ত আঁখি মেলি বা দেখিতে পাই,
সবই তোমার মায়া,
সবই তোমার ছায়া,
সবই তোমাতে প্রভো! তোমারি সকল,
বিরাট পুরুষ তুমি ব্যাপ্ত ভূমণ্ডল।

(২)

পূরব গগনপটে তুমি দেব সবিতা,
মানবে দিয়েছ যাহা তুমি সে সবি তা,
তুমিই রজনীপতি,
তুমিই জীবের গতি,
জীবন রূপেতে তুমি জীবের জীবন,
তুমিই অনিলরূপে কর বিচরণ।

(৩)

সত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণা প্রকৃতি,
এ সব যা দেখি সব তোমারই বিকৃতি,
তোমারি মহিমাগুণে,
রহে বিশ্ব শূন্য স্থানে,
বসন্তাদি ঋতুভেদ হয় পরে পরে,
তোমার মহিমা-গুণ কি বুঝিবে নরে।

(৪)

বিশ্বের নির্ম্মাতা তুমি, তুমি বিশ্বময়,
তোমার প্রভাবে দেব এই বিশ্ব রয়,
কিন্তু মোরা ভাগ্যদোষে,
তোমায় পাবার আশে,
কেন ভ্রমি দেশে দেশে, করি অন্বেষণ,
মরীচিকা ভ্রমে যথা ভ্রান্ত মৃগগণ।

(৫)

ছ দণ্ডের তরে মোরা না করি স্মরণ,
সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তুমি কর বিচরণ,
তুমি দেব সর্ব্বময়,
সর্ব্বই যে তোমা-ময়,
তাই কহি দয়াময় পুরাও বাসনা,
"আমারে" ও-পদরজে বঞ্চিত করোনা।

শ্রীসরোজাক্ষ চক্রবর্ত্তী।

মনু ও প্রলয়ের জলপ্লাবন।

"মনবে হ বৈ প্রাতরবনেগ্যমুদকমাজহ্রু-র্যথেদং পানিভ্যাম্ বনেজনায়াহরন্তি। এবং তস্যাবনে নিজানস্য মৎস্যঃ পানি আপেদে॥ স হাস্মৈ বাচমুবাচ। বিভৃহি মা পারয়িষ্যামি ত্বেতি।

কস্মান্মা পারয়িষ্যসীতি ?

ঔঘ ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা নির্ব্বোঢ়াঃ, ততস্ত্বা পারয়িতাস্মীতি।

কথং তে ভৃতিরিতি ?

স হোবাচ। যাবদ্ বৈ ক্ষুল্লকা ভবামো, বহ্বী বৈ নস্তাবদ্ নাষ্ট্রা ভবত্যুত মৎস্য এব মৎস্যং গিলতি।

কুম্ভ্যাং মাগ্রে বিভরাসি। স যদা তামতিবর্দ্ধা, অথ মা কর্ষূ তস্যাং বিভরাসি। স যদা তামতিবর্দ্ধা, অথ মা সমুদ্রমভ্যবহরাসি। তর্হি বা অতিনাষ্ট্রো ভবিতাস্মীতি।

শশ্বদ্ হ ঝষ আস। সহি জ্যেষ্ঠং বর্দ্ধতে।

অথেতিথীং সমাং তদৌঘ আগন্তা। তন্মা নাবমুপকল্প্যোপাসাসৈ। ন উঘে উত্থিতে নাবমাপদ্যাসৈ ততস্ত্বা পারয়িতাস্মীতি।

তমেবং ভৃত্বা সমুদ্রমভ্যবজহার। স যতিথীং তৎসমাং পরিদিদেশ, ততিথীং সমাং নাবমুপকল্প্যোপাসাঞ্চক্রে। স উঘ উত্থিতে নাবমাপেদে তং স মৎস্য উপন্যাপুপ্লুবে।

তস্য শৃঙ্গে নাবঃ পাশং প্রতিমুমোচ। তেনৈতমুত্তরং গিরিমতিদুদ্রাব স হোবাচ। অপীপরং বৈ. ত্বা বৃক্ষে নাবং প্রতিবধ্নীষ্ব। তং তু ত্বা মা গিরৌ সন্তং উদকমন্তশ্ছৈৎসীৎ।

যাবদুদকং সমবায়াৎ, তাবৎ তাবদম্বব-সর্পাসীতি।

স হ তাবৎ তাবদেবান্ববসসর্প। তদপ্যে-তদুত্তরস্য গিরেঃ মনোরবসর্পণমিতি। ঔঘোহ তাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা নিরুবাহ। অথেহ মনুরেবৈকঃ পরিশিশিষে। সোহর্চ্চ শ্রাম্যং-শ্চচার প্রজাকামঃ। তত্রাপি পাক-যজ্ঞেনেহে। স ঘৃতং দধিমস্তু আমিক্ষাং ইত্যপ্সু জুহবাঞ্চকার। ততঃ সংবৎসরে যোষিৎ সংবভূব। সাহ পিব্দমানা ইব উদেয়ায়। তস্যৈ হস্ম ঘৃতং পদে সন্তিষ্ঠতে। তয়া মিত্রাবরুণৌ সঞ্জগ্মাতে। তাং হোচতুঃ, 'কাসীতি'। 'মনো দুহিতা ইতি'।'আবয়োঃ ব্রুষেতি'। নেতি হোবাচ। য এব মাম-জীজনৎ তস্যৈবাহমস্মীতি। তস্যাং অপিত্বং ঈষাতে তদ্ বা জজ্ঞৌ, তদ্ বা ন জজ্ঞৌ।

আতিষ্বেব ইয়ায়। সা মনুমাজগাম। তাংহ মনুরুবাচ, 'কাসীতি'। 'তব দুহিতা ইতি'। 'কথং ভগবতি মম দুহিতেতি'। 'যা অমুরপ্সু আহুতীরহৌষী ঘৃতং দধি-মস্তামিক্ষাং ততো মামজীজনথাঃ। সা আশীরস্মি তাং মা যজ্ঞে হবকল্পয়। যজ্ঞে চেদ্ মাবকল্পয়িষ্যাসি বহু প্রজয়া পশুভি

ভবিষ্যসি। যাম্ উময়া কাঞ্চ আশিষং আশাসিষ্যসে, সা তে সর্ব্বা সমর্দ্ধিষ্যত ইতি'। তাং এতন্মধ্যে যজ্ঞস্য অবাকল্পয়ং। মধ্যং হ্যেতদ্ যজ্ঞস্য, যদন্তরা প্রযাজানূযাজান্।

তয়ার্চ্চন শ্রাম্যণ চচার প্রজাকামঃ। তয়া ইমাং প্রযজ্ঞে যা ইয়ং মনোঃ প্রজাতিঃ। যামু এনয়াচাজ্ঞ আশিষং আশাস্ত, সা অস্মৈ সর্ব্বা সমার্দ্ধ্যত। সা এষা নিধানেন যদ্ ইড়া (ইলা)। স যো হ এবং বিদ্বান্ ইড়য়া চরিত, এতাং হ এব প্রজাপতিং প্রজায়তে যাং মনুঃ প্রজায়ত। যাং উ এনয়া কাঞ্চাশিষমাসাস্তে, সা অস্মৈ সর্ব্বা সমৃধ্যতে। (শতপথ, ১।৮।১।১-১০)

প্রাতঃকালে হস্তমুখাদি প্রক্ষালনার্থ মনুর নিকট জল আনীত হইল। প্রক্ষালনকালে মনু হস্তস্থিত জলমধ্যে একটী ক্ষুদ্রকায় মৎস্য দেখিতে পাইলেন। সেই মৎস্য মনুকে কহিল, "আমাকে এক্ষণে রক্ষা করিলে আপনাকেও ভাবী অনিষ্টোৎপত্তি হইতে রক্ষা করিব।" "আমাকে কোন্ আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে?" "জলপ্লাবনকালে সমস্ত প্রাণী দেশান্তরে নীত হইবে। আমি আপনাকে সেই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিব"। "তুমি কিরূপে আমার রক্ষা বিধান করিবে?" মৎস্যরূপী ভগবান্ কহিলেন, "আমরা মৎস্যজাতি, যে সময় পর্য্যন্ত ক্ষুদ্রকায় থাকি, সে সময় আমাদের বড় বিপদ। বৃহৎ মৎস্যগণ ক্ষুদ্রকায় মৎস্যগুলিকে অবলীলাক্রমে উদরসাৎ করে। আপনি প্রথমে আমাকে কুম্ভমধ্যে রাখিবেন, কুম্ভ হইতে যখন বৃহত্তর হইয়া উঠিব, তখন খাল খননপূর্ব্বক তাহাতে আমাকে রাখিবেন। তদনন্তর কালক্রমে বৃহত্তর হইয়া উঠিলে, আমাকে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিবেন। তখন আমার আর কোন ভয় থাকিবে না"। অনন্তর সেই ক্ষুদ্রকায় মৎস্য মহামৎস্যে পরিণত হইল, কালক্রমে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। মৎস্য তখন কহিল, "অমুক সময়ে জলপ্লাবন হইবে। তখন নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। জলপ্লাবনের প্রারম্ভে পূর্ব্বনির্ম্মিত নৌকায় আরোহণ করিবেন। তাহা হইলেই আমি আপনাকে জলপ্লাবন হইতে উদ্ধার করিব"। সেই বর্দ্ধিতকায় মৎস্যকে যত্নে রক্ষা করিয়া, মনু তাহাকে কালক্রমে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। মৎস্যের উপদেশানুসারে মৎস্য কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সময়ে মনু নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্লাবনারম্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মৎস্য মনুর নিকট সমাগত হইলে, মনু তাহার শৃঙ্গে নৌকার রজ্জু বন্ধন করিয়া দিলেন। এই উপায়ে তিনি উত্তরস্থ (হিমালয়) পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন। তদনন্তর মৎস্য কহিল "আমি আপনাকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিয়াছি, নৌকার রজ্জু সম্মুখস্থ বৃক্ষে বন্ধন করুন। পর্ব্বতোপরি অবস্থিতির সময় জলপ্লাবনে যেন আপনাকে ভাসমান অবস্থায় দেশান্তরে লইয়া না যায়, এই নিমিত্তই বলিতেছি যে জলের ক্রমে ক্রমে

হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন আপনি অবতরণ করেন। নতুবা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। মনু মৎস্যের পরামর্শ অনুসারে তদনুরূপই অনুষ্ঠান করিলেন। ইহাই "উত্তরস্থ পর্ব্বত হইতে মনুর অবতরণ" নামে প্রসিদ্ধ। জলপ্লাবনে সমস্ত প্রাণি-বর্গ নিঃশেষে বিনষ্ট হইলে, মনু একাকীই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

তিনি প্রজা উৎপাদনের অভিলাষী হইয়া অর্চ্চনায় ও তপস্যায় রত হইলেন। সেই সময়ে পাকযজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি জলমধ্যে ঘৃত, দধি, ক্ষীর ও নবনীত নিক্ষেপ করিয়া যজ্ঞাহুতি প্রদান করিলেন। তন্মধ্যে সংবৎসরকালে একটী স্ত্রীলোক উৎপন্ন হইল। গাত্র হইতে ঘৃত ক্ষরণ করিতে করিতে সেই সুস্নিগ্ধা কন্যা জল হইতে উত্থিত হইল। তাহার প্রতি পদে ঘৃত ক্ষরিতে লাগিল। পথিমধ্যে মিত্র ও বরুণ সেই ঘৃতক্ষারিণী সুস্নিগ্ধা কন্যাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" 'মনুর দুহিতা'। 'বল, তুমি আমাদের কন্যা'। 'না, যিনি আমাকে জন্ম দিয়াছেন, আমি তাঁহারই কন্যা'। দেবদ্বয় সেই কন্যার অংশভাক্ হইতে প্রার্থনা করিলেন। সেই কন্যা তাহাতে সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন না করিয়াই মনুর সদনে উপনীত হইল। মনু তাহাকে কহিলেন, 'তুমি কে?' 'আপনার কন্যা'। 'ভগবতি! তুমি কিরূপে আমার কন্যা হইলে'?

'আপনি দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ক্ষীর ও নবনীতের যে আহুতি জলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন, আমি তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আমি আপনার যজ্ঞাহুতির আশীর্ব্বাদস্বরূপিণী। আমাকে যজ্ঞে নিয়োগ করিয়া বহুপুত্রবান্ ও বহু পশুর অধিস্বামী হউন। আপনি আমা দ্বারা যে বরপ্রাপ্তির কামনা করিবেন, তাহাই প্রাপ্ত হইবেন।' তদনুসারে মনু তাহাকে যজ্ঞের মধ্যরূপে নিযুক্ত করিলেন। এই জন্যই যজ্ঞের প্রারম্ভে ও সমাপ্তির মধ্যে বর প্রার্থিত হইয়া থাকে। প্রজাপ্রাপ্তির অভিলাষে মনু তাহার সহিত অর্চ্চনায় ও তপস্যায় নিরত হইলেন। তাহা দ্বারা মনুর যে সন্তান সন্ততি জন্মিল, তাহারা মানব নামে আখ্যাত।

মনু ইহা দ্বারা যে বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনুর এই কন্যাই ইলা নামে বিখ্যাত। যিনি ইহা জানিয়া ইলার সহবাস করেন, তিনি মনুর ন্যায় সন্তান লাভ করেন। তিনি যাহা কামনা করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন।

গিলিয়ান সিটানের উত্তরাধিকারিত্ব।

একটী কথা বলিয়া গিলিয়ন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। মেরিয়ন গিলিয়ানের প্রিয়তমা সখী। গিলিয়ানের সহিত আজ তাহার প্রায় দুই বৎসরের পরিচয়। মেরিয়নের স্বভাব অত্যন্ত করুণ, কোমল ও সদাশয়তায় পরিপূর্ণ। সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা তাহার আর একটি স্বভাবজাত গুণ। গিলিয়ানের ভাসা ভাসা ঈষৎ ভয়চকিত সুদীর্ঘ সুনীল নয়ন দুটিও সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায়। তাহার পূর্ণবিকশিত উজ্জ্বল লাবণ্যময় আনন মেরিয়নকে প্রথম আকৃষ্ট করে। সে আজ প্রায় দুই বৎসরের কথা। একটি পার্কে গিলিয়ানের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তখন গোধূলির ঈষৎ ম্লান স্বর্ণোজ্জ্বল আলোকে পার্কটি ভাসিতেছিল। গিলিয়ানের সুবর্ণবর্ণ অলকগুচ্ছ ও শুভ্র ললাট সন্ধ্যার স্বর্ণালোকে স্নাত হইয়া তাহাকে সন্ধ্যার আলোকাধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় দেখাইতেছিল। মেরিয়নের স্বভাবতঃ সৌন্দর্য্যমুগ্ধ হৃদয় এই দুর্লভদর্শনা সুন্দরীর প্রতি প্রথম দর্শনেই একেবারে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তদবধি সুখে, দুঃখে, কষ্টে, দৈন্যে সে গিলিয়ানের প্রতি অকৃত্রিম বন্ধুর ন্যায় সতত স্নেহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। গিলিয়ানের উপর মেরিয়নের প্রভাব ঠিক সখীর ন্যায় নহে। তাহা অনেকটা মাতৃপ্রভাবের ন্যায়। রোগে, বিপদে, অর্থাভাবে, গিলিয়ানের প্রতি মেরিয়নের বদান্যতা ও করুণার অজস্র ধারা সতত প্রবাহিত হইত। একই হোটেলে পাশাপাশি দুইটি কক্ষে তাহারা বাস করিত। দিনে, রাত্রিতে, বিশ্রম্ভালাপে, ভ্রমণে, সকল সময়ে তাহাদের পরস্পরের অবিরত সান্নিধ্য তাহাদের উভয়ের জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। মেরিয়নের স্বভাবতঃ স্নেহপ্রবণ হৃদয়টি গিলিয়নের প্রতি সমবেদনার ভাবে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু গিলিয়ানের আত্মসম্মান-জ্ঞান এতদূর প্রবল ছিল যে, মেরিয়নের কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ করিতে সে অনেক সময়ে সঙ্কুচিত হইত। সম্প্রতি গিলিয়ান কার্য্যচ্যুত হইয়াছিল, এবং তাহার আর্থিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। গিলিয়ানের মাতা একজন উচ্চ সৈনিক পুরুষের স্ত্রী ছিলেন। তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মৃত-সৈনিক পুরুষগণের স্ত্রীদিগের জন্য যে বৃত্তি আছে তাহা প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর সে বৃত্তি বন্ধ হইয়াছিল। গিলিয়ানের পিতাও কন্যার ভরণ পোষণের জন্য কোন আর্থিক ব্যবস্থা করিয়া যান নাই। এদিকে গিলিয়ানের উপার্জ্জিত অর্থও প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত

কারণে বর্ত্তমান সময়ে তাহার আর্থিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যদিও গিলিয়ান নূতন কার্য্য প্রাপ্ত হইবার জন্য আজ কয়েক মাস ধরিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া আসিতেছিল, তথাপি আজ পর্য্যন্ত তাহার আশা সফল হয় নাই। প্রতিদিন কোন স্থানে কার্য্য প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশায় সে পত্রের অপেক্ষায় থাকিত। কিন্তু প্রায় প্রত্যহই তাহাকে নিরাশ হইতে হইত। তাহার বন্ধু মেরিয়ন বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য চিত্র ও নক্সা অঙ্কিত করিয়া অতি কষ্টে নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিত। তথাপি সে গিলিয়ানকে কখন সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

তৎপরে মেরিয়ন পুনরায় বলিল—

"গিল, নিশ্চয়ই এই পকেটবুকখানি সার আরবুথনটকে তোমার প্রত্যর্পণ করা উচিত। হয়ত সার আরবুথনটের কন্যাদিগের জন্য একজন শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যক হইতে পারে।"

গিলিয়ান মেরিয়নের এই কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখিতভাবে বলিল—

"মেরিয়ন, দুই সপ্তাহের হোটেল খরচের টাকা আমার কাছে পাওনা হয়েছে। কোথা হইতে যে আমি হোটেলওয়ালার এই দেনা পরিশোধ করিব তা বুঝতে পাচ্ছি না"। মেরিয়ন গিলিয়ানের এই কথা শ্রবণ করিয়া সস্নেহ স্বরে বলিল—

"হায়! হতভাগিনি বালিকে, আমি জানি না যে তোমার এতদূর অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু, প্রিয় গিলিয়ান, তাহার জন্য ভাবিও না। যেমন করিয়া হউক আমরা এক রকম করিয়া চালাইয়া লইব। ব্যাঙ্কে আমার কিছু অর্থ সঞ্চিত আছে। যতদিন না তুমি কোন কার্য্য প্রাপ্ত হও, অন্ততঃ ততদিন ঐ টাকা দিয়া আমাকে তোমার সাহায্য করিতে দাও।" মেরিয়নের এই সস্নেহ বাক্যে গিলিয়ানের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। নিরাশ্রয়া গিলিয়ানের দুঃখ ও দরিদ্রতায় দগ্ধ প্রাণে স্নিগ্ধ দয়ার প্রস্রবণ প্রবাহিত করিবার জন্য ভগবান্ এ কোন্ দেবীকে প্রেরণ করিয়াছেন? এই অসহায়া বালিকাকে জগতের সন্তাপরাশি হইতে আবৃত করিয়া রাখিবার জন্য এই দেবীর প্রয়াস যে ভগবানের অযাচিত করুণার একটি নিদর্শন, তাহা কে না বলিবে? তৎপরে গিলিয়ান নিজের উদ্বেলিত হৃদয়কে কিঞ্চিৎ সংযত করিয়া বলিল—

"আমার নিকটে আমার মাতার কয়েকখানি অলঙ্কার আছে। সে অলঙ্কারগুলি আমি বিক্রয় করিব ঠিক করিয়াছি। কিন্তু আমার মাতার অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিতে আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়।"

মেরিয়ন গিলিয়ানকে চুম্বন করিয়া প্রফুল্লস্বরে বলিল—

"তোমার মাতার গহনা বিক্রয় না করিয়াও আমরা তোমার খরচ পত্র বেশ চালাইতে পারিব, এখন তোমার টুপী

লইয়া এস দেখি। সার আরবুথনটকে এই পকেটবইখানি অর্পণ করিবার জন্ত যাওয়া যাক। হাইডপার্ক পর্য্যন্ত আমি তোমার সঙ্গে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। তারপর দেখা যাক কি ঘটে”। গিলিয়ান মেরিয়নের কথায় অশ্রুমোচনপূর্ব্বক সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর টুপী ও পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া আসিল। তাহারা উভয়ে হাইডপার্কস্থ ভবনের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যখন মেরিয়ন ও গিলিয়ান হাইডপার্কে প্রবেশ করিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। সন্ধ্যাকালীন নির্ম্মল সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবনে গিলিয়ানের নয়ন হইতে অশ্রুর চিহ্ন অন্তর্হিত হইল, এবং তাহার স্বভাবতঃ বিবর্ণ গণ্ডদেশ ঈষৎ লোহিত বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। মৃদু সান্ধ্যানিল তাহার শুভ্র অকুঞ্চিত ললাটদেশে তাহার সুন্দর অলকগুচ্ছগুলি লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। তৎপরে যখন গিলিয়ান সার আরবুথনটের ভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ঘণ্টা বাজাইল, তখন কি একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে তাহার কণ্ঠরোধ ও হস্তদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন ভৃত্য আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিলে গিলিয়ান শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—

“সার আরবুথনট বাড়ীতে আছেন কি?”

ভৃত্য গিলিয়ানকে একটি ক্ষুদ্র বসিবার ঘরে লইয়া গিয়া বলিল—

“মহাশয়া, আপনার নাম কি? আমি সার আরবুথনটকে আপনার আগমনসংবাদ দিব”। গিলিয়ান বলিল—

সার আরবুথনট আমাকে চিনেন না। আমি কোন কাজের জন্ত তাঁহার নিকট আসিয়াছি। তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব। ভৃত্য বলিল—

“আচ্ছা! আমি সার আরবুথনটকে আপনার আগমনসংবাদ দিতেছি”। ভৃত্য প্রস্থান করিলে গিলিয়ানের স্বভাবতঃ ভয়প্রবণ হৃদয় একজন সৈনিক পুরুষের সাক্ষাৎ সম্ভাবনায় অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাহার ভয় এত বৃদ্ধি হইল যে, সম্মুখস্থ টেবিলের উপর পকেটবইখানি রাখিয়া পলাইয়া যাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু এই সময়ে একজন যুবককে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে চমকিত হইয়া উঠিল এবং বিস্মিত নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। ইনি কি সার আরথার আরবুথনট? গিলিয়ান এতক্ষণ সার আরথার আরবুথনটকে একজন বয়স্ক ও নানাবিধ সৈনিক পদবীসূচক সুবর্ণপদকে ভূষিত ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছিল। কিন্তু এই যুবকের বয়স ত্রিশের অধিক ছিল না। যদিও ইঁহার দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহ অনেকটা সামরিকভাবব্যঞ্জক, তথাপি ইহাঁকে দেখিয়া কেহ কখন ঘুণাক্ষরে মনে করিতে পারিত না যে, ইহাঁর চিরজীবন সমরক্ষেত্রেই অতিবাহিত হইয়াছে। ইহাঁর সুদীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ নয়নদ্বয়

কি যেন একটি কোমল ও করুণ ভাবে পূর্ণ ছিল। ইহার রৌদ্রদগ্ধ শ্যামবর্ণ দেখিলে ইনি যে একজন পল্লিগ্রামবাসী জমিদার, সহজেই লোকের মনে এই ধারণা জন্মে। এই যুবক গৃহে প্রবেশ করিয়া গিলিয়ানের প্রতি বিস্মিত কটাক্ষ নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিলেন—

"আপনিই বোধ হয় আমার পিতৃব্য সার আর্থার আরবুথ্‌নটের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি এইমাত্র কোন কারণে বাহিরে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যে সকল লোক আসিবেন, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাকে রাখিয়া গিয়াছেন। আপনার কার্য্য আমার দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে কি না বলুন।"

গিলিয়ান পকেট হইতে নোটবইখানি বাহির করিয়া বলিল—

"হাঁ, এই নোটবইখানি আমি সার আরবুথনটকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য আসিয়াছি। আজ অপরাহ্ণে আমি ইহা রাস্তায় কুড়াইয়া পাইয়াছি"।

(ক্রমশঃ)

ভূত না মানুষ?

তাহার পর ভাবময়ীনাম্নী একটী বালিকাকেও তুই লুকাইয়া রাখিয়াছিস্‌, তাহাও জানিতে পারিলাম এবং ফকিরের বেশ ধারণপূর্ব্বক ভূতের ভয় দেখাইয়া তাহারা কোথায় রহিয়াছে জানিবার জন্য তোর কাছে গেলাম। কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্যও হইলাম, কারণ তুই ভয়ে অস্থির হইয়া তাহারা যেখানে রহিয়াছে 'রাজা' বলিয়া তাহার আভাস দিয়াছিলি। তৎপরে দেখিলাম দেবদত্তপত্নী শোকে অস্থির হইয়া একমাত্র নন্দকের মুখাপেক্ষিণী হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। আমি বুঝিলাম ইহা একা নন্দকের কার্য্য নহে, অতএব ছলনাপূর্ব্বক তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলাম। পরে ভবভূতির সঙ্গে আলাপ করিয়া তিন জনে একত্রে বাহির হইলাম। এদিকে চন্দনী নন্দক কর্তৃক পরিচালিত হইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া গহ্বরমধ্যস্থিত বালুকাস্তূপোপরি পতিত হইল। তৎকালে তোর লোককেও সেইখানে যাইতে দেখিলাম, এবং বুঝিলাম সে লোকের সেখানে যাওয়ার জন্য সেই দিনই নির্দ্দিষ্ট ছিল। সপ্তাহের মধ্যে ঐ দিনটিতেই সে আসিত, ইহা আমার ও চন্দনীর বেশ জানা ছিল, অতএব চন্দনী নন্দককে লইয়া অবশ্য বালুকার নীচে লুকাইয়াছে ও ঐ লোক নীচে নামিয়া গিয়াছে, আমার এইরূপ বিশ্বাস হইল। কারণ চন্দনী ও আমি এইরূপই করিতাম। আমি দেবদত্ত ও ভবভূতিকে সঙ্গে করিয়া ঐ গহ্বর হইতে বাহির

হওয়ার পথে আসিয়া লুকাইয়া রহিলাম। তোর লোক বাহির হইয়া গেলে আমরা তাহার পরে পাহাড় হইতে বালুকাস্তূপের উপর লাফাইয়া পড়িব এবং তথা হইতে তাহাদিগকে লইয়া সেই ঢালু পথে গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিব, এইরূপ মনঃস্থ করিলাম। কিন্তু তোর লোক বাহির হইয়া যাইতে এত বিলম্ব করিল যে, আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু তাহার পর সে শীঘ্রই বাহির হইয়া গেল। আমি ও দেবদত্ত ভবভূতিকে লইয়া উক্তরূপ উপায়ে গহ্বরের মধ্যভাগে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম নন্দক তথায় তোর লোক কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া একরূপ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, সে আমাকে চিনিতে পারিল না। কেমন করিয়াই বা পারিবে? ক্ষণকাল পরে তাহাকে আমি আমার পরিচয় দিলাম এবং গুপ্ত দরজার মধ্য দিয়া সকলে মিলিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। শ্রীমান্ মানদেবের দেহপতন ঘটিয়াছে। এ সংবাদ দেশের সমস্ত লোকই জানিতে পারিয়াছে এবং সকলেই যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছে। এখন চণ্ডদেব, তুই আমাকে চিনিতে পারিয়াছিস্। দেখ্ ভাল করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ্। ভয় পাইতেছিস্ কেন? কাঁপিতেছিস্ কেন? স্থির হইয়া দাঁড়া, আমি তোকে জীবন্ত গিলিয়া খাইব না। নন্দকের পরামর্শ মত তোর কাছে আমি আসি নাই। আমি যে তোর কাছে আসিয়াছি, নন্দক তাহা জানেও না। অতএব এখনও ভগবানের অবতার স্বরূপ শ্রীমান্ নন্দক তোর সহায় আছে।

তখন চণ্ডদেব "নন্দক! নন্দক!! রক্ষা কর, শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা কর। ভূতের হস্ত হইতে রক্ষা কর" বলিয়া বিষম চীৎকার করিয়া উঠিল। "ভয় নাই, ভয় নাই" বলিতে বলিতে মুক্ত তরবারি হস্তে ঝড়ের ন্যায় দ্রুতবেগে নন্দক সেই ঘরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত,
ঢাকা।

অশ্রু।

ঐ তুহিনধবল মুক্তামালাগুলি কি ত্রিদিব ধাম হইতে নামিয়া আসিল? তাই বটে। এ মনোহর অনুপম সামগ্রী মর্ত্তের নহে, এই অবনীদুর্ল্লভ অমূল্য রত্ন স্বর্গেই উৎপন্ন হয়, আবার স্বর্গেই ইহার বিলয় হয়।

এ পবিত্রতার আবাসভূমি সুনির্ম্মল স্ফটিকবিন্দুর প্রত্যেক পরমাণু, স্বর্গীয়

ভাবে অনুপ্রাণিত। সমস্ত পৃথিবীর সাম্রাজ্য দান করিয়া যাহার হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিবে না, ইহার এক বিন্দুতে অদ্ভুত ইন্দ্রজালের ন্যায় সে হৃদয় নিমেষ-মধ্যে তোমার পদতলে লুটাইবে। মহাকবির কাব্যসুধা পান করিয়া যে হৃদয়ের কঠোরতা অপনীত হয় নাই, ইহার এক ফোঁটায় সেই কঠিন প্রাণ বালকের তরলতায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। বালক ভুলাইতে, বৃদ্ধ কাঁদাইতে, যুবার মন মোহিত করিতে এমন অমোঘ অস্ত্র আর নাই। প্রকৃত সাধকের সঙ্গীত যেমন রাগ রাগিণীর জীবন্ত ছবি আনয়ন করিয়া শ্রোতার মন মোহিত করে, প্রকৃত হৃদয়ভেদের এবং মর্ম্মাঘাতের দুই এক ফোঁটা জলও তেমনই অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া, ভাবসাগরে ঘোর আবর্ত্ত উপস্থিত করে, হৃদয় তোলপাড় করে, প্রাণে আঘাত দেয়। যে সঙ্গীতে বনপশু বিমোহিত হয়, বালকের রসোল্লাস হয়, প্রকৃতি দেবীকে স্থিরা এবং গম্ভীরা বলিয়া বোধ হইতে থাকে, তাহাই প্রকৃত সঙ্গীত। সে সঙ্গীতের সম্পূর্ণতা সাধিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে সুর সঙ্গীতের স্বর ,লহরী স্বরসংঘাতের গ্রামে গ্রামে স্বর্গীয় সুখ প্রদান করে। অদূরে সুদূরে, আনন্দে বিষাদে, দিবসে নিশীথে, বার্দ্ধক্যে যৌবনে, যখনই সে মধুর স্বর শ্রবণে প্রবেশ করে, তখনই হৃদয় মাতিয়া উঠে। সেইরূপ এই অনুপম অশ্রুবিন্দুও প্রকৃত হৃদয়ভেদের ও মর্ম্মাঘাতের অশ্রু হইলে, দেখিবামাত্র ভাব-ঘোরা এবং প্রাণবিভোরা হইতে হয়, যেন আপনা হইতেই সহানুভূতি আসিয়া পড়ে।

সেই জন্য রামচন্দ্রের দুঃখে বনপশুও সাহায্য করিয়াছিল। জানকীর অশ্রুজলে পক্ষিরাজ জটায়ু আত্মহারা হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল। কিন্তু এ পবিত্র অশ্রুবিন্দুর এমনই আশ্চর্য্য প্রভাব যে, যতক্ষণ না হৃদয় পবিত্র হইয়া উঠিবে, অমরাবতীর ন্যায় পরিশুদ্ধ ভাবোচ্ছ্বাস মনে প্রবাহিত না হইবে, ততক্ষণ ইহার আবির্ভাব হইবে না। কলুষিত এবং কপটীর যে অশ্রুবিন্দু, তাহা প্রকৃত অশ্রু নহে, মায়াবীর মায়াকান্না মাত্র। পবিত্র অশ্রুর প্রকৃতিভেদ নাই, অবস্থা বিচার নাই। উহা পাপী, তাপী, দুঃখী, সুখী, সকলের চক্ষু হইতেই অবিরল ধারে গড়াইয়া পড়ে। তবে যতক্ষণ না সেই ব্যক্তির হৃদয়ের কলুষকালিমা অন্তর্হিত হয়, ততক্ষণ উহার আবির্ভাব হয় না। অভ্যস্ত পাপীর পাষাণ আঁখিতে, বিলাসীর চটুল নয়নে, এ পবিত্র মুক্তাকলাপের সমাবেশ হয় না। আবার অপরের চক্ষুতেও তাহারা এ স্বর্গীয় সামগ্রীর অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে না। যে কখন নিজে কাঁদে নাই, সে অন্যের কান্না কি বুঝিবে? তাই বলি যে, অশ্রু সকলের চক্ষুতে আইসে না এবং সকল সময়ে উদ্ভূত হয় না। এ বিরামদায়িনী সন্তাপ-হারিণী অশ্রুমালা ভাবুকের প্রেমিকের এবং আত্মহারার একচেটিয়া।

সেইজন্ত পরের নিমিত্ত যাঁহার প্রাণ কাঁদে, আর পরকে আপন করিতে যাঁহার বিশেষ কাতরতা থাকে, এ অশ্রুতে তাঁহারও বিশেষ অধিকার।

সংসারে দুই প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়। একদল পরকে আপন করিতে চাহে, ইঁহারা দেবতা। আর একদল, আপনাকে পরের করিতে চাহে, ইহারা স্বার্থপর। প্রথমোক্ত দলের কার্য্যক্ষেত্রের সীমার তারতম্যানুসারে তাঁহাদের ধর্ম্মেরও ইতর বিশেষ হইয়া থাকে।

যিনি "বসুধৈব কুটুম্বকং" করিতে পারেন, সমস্ত পৃথিবী তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র হয়। একটী ক্ষুদ্র পশুর যাতনা দেখিলেও তাঁহার নয়নবারি উথলিয়া উঠে। সে দেবতার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁহার কার্য্যক্ষেত্র পরিজনমধ্যে পরিব্যাপ্ত, তিনি যদি পরিজনবর্গের দুঃখে আন্তরিক ক্লেশ অনুভব করেন, তবে তিনিও মহান্। পক্ষান্তরে স্বার্থপর দল আপনাকে পরের করিবার জন্য, নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। কেহ মিত্রতার ভাণ করে, কেহ বিভীষিকা বিস্তার করে। এই দলের লোকের ইতর বিশেষের পরিসীমা নাই। স্বার্থসাধন উদ্দেশে ইহারা চৌর্য্য, দস্যুতা, এমন কি লোকের জীবননাশ পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। কিন্তু দয়াময় ঈশ্বরের অপার করুণার বলে এই মহাপাপীদিগের চক্ষুতেও সময়ে সময়ে পবিত্র অশ্রুর শুভ সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সে অশ্রু আর কিছুই নহে, কৃপাময়ের অনন্ত কৃপা—অশ্রুরূপে অবতীর্ণ। এই অপার করুণায়, ঘোর পাপী দস্যু রত্নাকরের পাষাণ আঁখি ভেদ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল পড়িয়াছিল। সেই কয়েক ফোঁটা অশ্রুর প্রভাবে তিনি আজি জগৎপূজ্য অমর অমর। ঐ অশ্রুর প্রভাবেই নারকিপ্রধান জগাই মাধাই পশুভাব পরিত্যাগ করিয়া দেবভাব অবলম্বন করিয়াছিল।

স্বার্থপর পাপী যত কেন অত্যাচার করুক না, সে যখন দেখিবে যে, জগৎ তাহার কৃত কর্ম্ম অপেক্ষা অধিক পরিমাণে দণ্ড দিতেছে, তখন সে অশ্রুধারা বর্ষণ করিবে। তাহার সে রোদন পবিত্র, তাহাতে পাপের ছায়া নাই। সে রোদনে সুজন-হৃদয় আর্দ্র হইবেই হইবে। এই জন্য সিরাজের পাপ চক্ষুতে জলধারা বহিয়াছিল, মিরজাফরের চরণতলে দাম্ভিক সিরাজের উচ্চ শির অবনত হইয়াছিল। সিরাজ তখনও পাষাণহৃদয় হয় নাই। অনুতাপের উত্তপ্ত অনলে তাহার সে পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়াছিল এবং হৃদয় পবিত্র হইয়া গিয়াছিল, তাই সেই পাপীর নেত্রে পবিত্র অশ্রুর সমাবেশ হইয়াছিল।

ফলতঃ প্রকৃত ক্রন্দন অভিমানস্তরে উৎপন্ন হয়। যাহার ন্যায় অন্যায় বোধ নাই, তাহার অভিমান হয় না। অন্যে তাহার প্রতি অত্যাচার করিতেছে, এই ভাবিয়া লোকে কাঁদিয়া থাকে। সে নিজে শত দোষে দোষী হইলেও যতক্ষণ না তাহার প্রতি গুরু দণ্ডের বিধান হয়,

ততক্ষণ সে অটল অচল ভাবে সমস্ত সহ্য করিতে থাকে। যখন দেখিবে যে, দণ্ডের মাত্রা গুরুতর হইয়াছে, তখনই সে কাঁদিয়া বুক ভাসাইবে। তখন তাহার অন্তরে বিবেকের রাজ্য বিস্তৃত হয়, পাপ পুণ্যের সুদূর পার্থক্য তখন সে বুঝিতে পারে। এতদিন যাহার হৃদয় পাপের পীড়নে ভীষণ শ্মশানবৎ ছিল, অনুতাপের অনলে এখন তাহার পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়। তাই সে অভিমানভরে কাঁদিয়া থাকে, অন্যের অত্যাচার দেখিয়া সে তখন মর্ম্মপীড়া অনুভব করে। আবার এই অভিমান আপনার প্রতি প্রয়োগ করিয়া অভ্যস্ত পাপী বারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। হায়! আমি আত্মহারা হইয়া এতদিন ঘোর নরকে ডুবিয়াছিলাম, বাসনা-মোহে বদ্ধ হইয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছি, এই প্রকার অনুতাপে দগ্ধ হইলে পাপীর নয়ন হইতে বারিধারা বর্ষণ হয়।

যাহার পোড়া চক্ষুতে জল পড়ে না, তাহার জীবন পশুর জীবন হইতে বিভিন্ন নহে। এ প্রাকৃতিক অনন্ত লীলা-ভূমিতে সে মত্ত মাতঙ্গ। মাতঙ্গই বা বলি কেন? পালিত হস্তী এবং কুকুর প্রভৃতি নিকৃষ্ট পশুকেও বৎসল প্রভুর বিয়োগে জলধারা বর্ষণ করিতে এবং ব্যাকুলতার সহিত আর্ত্তনাদ করিতে দেখা গিয়াছে। ফলতঃ অশ্রু শোকের প্রত্যক্ষ পরিচায়ক হইলেও বড় সুখের এবং শান্তির পদার্থ। এই অশ্রুতে যে সুখ হয়, তাহা অনুপম। সংসারে নানা প্রকারে সুখের উৎপত্তি হয়। বিলাসী বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিতে পারিলে অতুল সুখ অনুভব করে, দাম্ভিক দাম্ভিকতায় সুখ পায়, যোদ্ধা শত্রুর শিরশ্ছেদনে সুখী হয় এবং অত্যাচারী পরপীড়নে সুখ পায়। আবার দান ধর্ম্মে ধার্ম্মিকের অপার আনন্দ লাভ হয়। তাই বলিতেছিলাম যে, সুখের নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থান নাই। কিন্তু সংসারনাট্যের চরমোৎকর্ষ বৈরাগ্যই শোকজনিত সুখের গন্তব্য স্থান। শান্তির সুস্নিগ্ধ সলিলে বাসনার পরিসমাপ্তি। এ সুখে কামনার উদ্বেগ নাই, লালসার দুরাকাঙ্ক্ষা নাই, বাসনার প্রবল ঝঞ্ঝাবাত নাই। অশ্রুতে এই প্রকার মহাসুখ আছে বলিয়া, জগৎ নিরন্তর শোক তাপে তাপিত হইয়াও মুহ্যমান হয় না। অশ্রুতে সুখ আছে বলিয়া, লোক ইচ্ছা করিয়া শোকের গান শুনে, শোকের গান গায়। সীতা-নির্ব্বাসনের হৃদয়ভেদী অভিনয়ে প্রাণের মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত লাগিতেছে, নয়নজলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে, তবু ইচ্ছা হইতেছে, আবার শুনি। এ অশ্রু বড় মধুর বলিয়া রামচন্দ্র সীতাবিরহ-যাতনা সহ্য করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিলে, শত শত মহিষী বামে বসাইতে পারিতেন, কিন্তু নির্ব্বাসিতা জানকীর সুবর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার নেত্র হইতে যে বারিবিন্দু বিগলিত হইত, তাহাতেই তিনি পরম সুখ অনুভব করিতেন। হিমগিরির প্রত্যন্ত শৈলে ধবল রজতগিরির ন্যায় ধ্যানস্তিমিত

মহাকাল উপবিষ্ট আছেন তিনি কামনায়, কল্পনায়, বাসনায় বিসর্জ্জন দিয়াছেন, কিন্তু সতীচিন্তা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এ শান্তিময় বৈরাগ্যের আশ্রয় শোকচিন্তা কি মহাযোগী ছাড়িতে পারেন? এ চিন্তায় লালসা থাকিলে, সাধ্য কি যে তাহা সেই মহাযোগীর যোগনিদ্রার সমীপবর্ত্তী হয়? এ চিন্তায় লালসা নাই, অথচ সুখ আছে, এইজন্যই শত শত সরোজশোভনা প্রফুল্ল যৌবনে পতিবিরহ সহ্য করিতেছে, অনন্তস্নেহরূপিণী জননী পরম স্নেহের সন্তানের বিয়োগে পাষাণে বুক বাঁধিয়া আছেন, পুত্র পিতা মাতার শোকে দিশাহারা হইতেছে না, পতি প্রিয়তমা-বিরহে সংসার আঁধার দেখিয়াও বিহ্বল হইতেছেন না। শোকাবেগে লোকে অধীর হয় বটে, কিন্তু সেই অধীরতাতেও সুখ আছে। সেই জন্য যে যত অধীর হয়, সে তত সুখ পায়। নারীজাতি বড় অধীরা, তাই অল্পেই তাঁহাদের শোকাশ্রু উচ্ছ্বসিত হয়, আবার সেই সন্তাপহরণ অশ্রুর প্রভাবে অল্পেই তাঁহারা সান্ত্বনা লাভ করেন।

জাতিসুলভ পৌরুষ সহকারে পুরুষ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শোকের সহিত যুদ্ধ করে। কিন্তু তখনকার তাহার ক্লেশের কথা অবর্ণনীয়। তাহার মর্ম্ম ছিঁড়িতে থাকে, প্রাণ পুড়িতে থাকে; ছিঁড়িতে থাকে, অথচ একবারে ছিন্ন হয় না, পুড়িতে থাকে, অথচ পুড়িয়া ভস্মীভূত হয় না। কাঁদিতে পারিলে, শোকের আগুনে জল পড়ে, সুতরাং গুরু ভার নামিয়া যায়।

মৃতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইল বলিয়া, কিম্বা কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল বলিয়া, কি জন্য কাঁদিবামাত্রই শোক-যাতনা প্রশমিত হইয়া যায়, তাহা জানি না। ফলতঃ এই শোক-দুঃখ-বিমিশ্রিত অথচ পরিণাম-সুখকর অশ্রুমালার সহিত ভালবাসার সম্পূর্ণ সংস্রব আছে। এই সংসারে আসিয়া আমরা অনেক কারণে কাঁদিয়া থাকি। তাহার মধ্যে ভালবাসাও একটা ক্রন্দনের কারণ।

অপার্থিব প্রেমে যাহাকে ভালবাসি, যাহার প্রেমের প্রতিদান চাই না, তাহার জন্য কাঁদি। যাহার প্রেম অন্তরে বাহিরে থাকিয়া আমাকে অভিভূত করিয়া রাখে, তাহার জন্য কাঁদি; আর কাঁদি, আমি প্রতিদান না চাহিলেও যে প্রতিদান দেয় তাহার জন্য। এরূপ প্রেমের সংযোগেও ক্রন্দন এবং বিয়োগেও ক্রন্দন। তবে সংযোগ বিয়োগে সকলে কাঁদে না। যে প্রেমে ডুবিয়াছে, অনন্ত প্রেমে মোহিত হইয়াছে, সেই সংযোগ বিয়োগ উভয় স্থলে কাঁদে।

সীতাগতপ্রাণ রামচন্দ্র পার্শ্ববর্ত্তিনী জানকীর মুখচন্দ্রিমা দেখিয়াও কাঁদিয়াছিলেন, আবার তাঁহাকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াও কাঁদিয়াছিলেন। লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিবার পূর্ব্বে যেমন কাঁদিয়াছিলেন, বর্জ্জন করিবার পরেও ঠিক তেমনই কাঁদিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পত্নী-প্রেমের,

মাতৃপ্রেমের আদর্শ স্বরূপ, প্রেম-যোগের সহাযোগী।

ফলতঃ নিঃস্বার্থ ভালবাসার চরম অশ্রু। তাই প্রিয়জন সমাগমে বেগে প্রেমাশ্রু বিগলিত হয়। লেখক ইহাকে আনন্দাশ্রু বলেন। এ আনন্দাশ্রু কোথা হইতে আইসে এবং কেন আইসে তাহা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের কথা।

এ বিজ্ঞান হিন্দুরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, অন্য কোন দেশের কোন জাতি কোন সময়ে তেমন বুঝিতে পারেন নাই। এই বিজ্ঞান ভাল বুঝিয়াছিলেন বলিয়া আর্য্যগণ অনন্ত প্রেমের শিক্ষা বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। সেই শিক্ষার গুণে আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা অনন্ত প্রেমপ্রসবিনী। ইহা হইতেই পিতা পুত্রের, সাধ্য সাধকের ভাব, গুরু শিষ্যের গুরু সম্বন্ধ। দাম্পত্য প্রেম অবিনশ্বর।

এই অনন্ত প্রেমেই আর্য্যজাতির ইষ্ট-সাধনার সাধক অনন্ত প্রেম সাম্রাজ্য হস্তগত করিয়াছেন, প্রেমসাগরে আত্মা ডুবাইয়াছেন, অন্তরে বাহিরে পরমাত্মার দর্শন পাইয়াছেন, তবু অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছেন।

সে কি অশ্রু? পরম তপের চরম ফল অনন্ত প্রেমের অশ্রু। অশ্রুরূপে ইষ্ট-দেবের অবতরণ।

শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বামাবোধিনীর পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব।

সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ও সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন ভগবানের কৃপায় আজি আমাদের বামাবোধিনী পঞ্চাশৎ বর্ষে পদার্পণ করিল। যাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ এবং অলক্ষ্য শক্তির প্রভাবে বামাবোধিনী শত সহস্র বিঘ্ন-বিপত্তির মধ্যেও এই সুদীর্ঘ কাল জীবিত রহিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে সেই মঙ্গল-বিধাতা পরম দেবতাকে প্রণাম করিতেছি।

তার পরে যে সকল গ্রাহক গ্রাহিকা, অনুগ্রাহক অনুগ্রাহিকা এবং লেখক লেখিকাগণের সদাশয়তা, আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টার ফলে এই পত্রিকা এখনও জীবিতা, আমরা ইহার এই শুভ জন্মদিনে তাঁহা-দিগকে হৃদয়ের গভীর ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতেছি। দীনা বামাবোধিনী আর কি দিতে পারে?

আজি সেই অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। তখন দুই শত বঙ্গ-বামার মধ্যে একজনও লিখিতে পড়িতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তাঁহারা ধর্ম্ম-পরায়ণা, কর্ত্তব্যপরায়ণা, সেবানিরতা, ভক্তিমতী এবং গৃহকার্য্যকুশলা হইয়াও সাধারণতঃ অন্ধবিশ্বাসবিশিষ্টা, কুসংস্কার-পরায়ণা, উচ্চকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিতা এবং সঙ্কীর্ণ-মনা ছিলেন। পুরুষদিগের মধ্যে অনেকে

কৃতবিদ্য হইয়া পাশ্চাত্য সমাজের তুলনায় নিজেদের হীনাবস্থা অনুভব করিতে লাগিলেন। বঙ্গবামাগণের জ্ঞানলাভ এবং মানসিক উন্নতি না হইলে যে বঙ্গসমাজ কখনও উন্নত হইতে পারিবে না, অনেকেই ইহা বুঝিলেন। এই সদাশয়তা হইতেই বামাহিতৈষণা প্রবৃত্তি জাগ্রত হইল, সেই শুভ প্রবৃত্তি হইতেই বামাবোধিনীর জন্ম।

অনেকেই জানেন, তখন বঙ্গবামাগণের শিক্ষানুরাগের অভাব, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব এবং শিক্ষণীয় বিষয়েরও সম্পূর্ণ অভাব ছিল। তাঁহাদিগের চিরসুহৃদ্ স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার কতিপয় বামাহিতৈষী বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া অতি তরুণ বয়সেই এই সকল অভাব অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তখন একে তাঁহাদের অল্প বয়স, তাহাতে উপযুক্ত লোকবল বা ধনবল কিছুই ছিল না। কেবলমাত্র ছিল তাঁহাদের সাধনাবল। তাই "সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়" এই মন্ত্র সম্বল করিয়া, তাঁহারা বঙ্গবামার অজ্ঞানতা দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারা অনেক মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিলেন যে, নারীপাঠ্য এমন একখানি মাসিক পত্র প্রচার করিতে হইবে যে, তাহা জাতি ও সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে প্রতি অন্তঃপুরে গৃহীত হইবে, এবং অন্তঃপুরবাসিনীগণের জ্ঞানানুরাগ জন্মাইয়া, সুশিক্ষা দান করিয়া, অন্তঃপুরশিক্ষয়িত্রীরূপে সর্ব্ববিধ শিক্ষার সহায়তা করিবে। এই উদ্দেশ্য শিরে ধারণ করিয়া ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদে ও প্রবর্ত্তকগণের প্রাণপণ চেষ্টায় ১২৭০ সালের ভাদ্র মাসে বামাবোধিনী বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হইলে অনেকে যেরূপ আগ্রহ ও সমাদরে ইহা গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে ইহার প্রবর্ত্তকগণ অভাবনীয় উৎসাহ প্রাপ্ত হইলেন। স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন "যশোহর জেলার বন্ধুগণ আমাদের বামাবোধিনী প্রকাশ বিষয়ে যারপর নাই উৎসাহ দান করেন। বিশেষতঃ যশোহর জেলার বিত্তানন্দকাটী গ্রামের শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী বসু বামাবোধিনীর প্রথম গ্রাহিকা হওয়াতে আমরা যে কত উৎসাহ ও আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আর বলিতে পারি না"। সেই সময় হইতে বামাবোধিনীতে বামারচনা প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হওয়াতে অনেক মহিলা রচনা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্তা হন। ইহাতে যে সকল জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাবলী প্রথমে প্রকাশিত হয়, তাহা লইয়া নারীশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ নামক দুইখানি পুস্তক প্রচার করা হইয়াছিল। উহা যে কিরূপ উপাদেয় গ্রন্থ, তাহা অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। বামাবোধিনীর প্রবর্ত্তকগণ অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষার পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়া বঙ্গবাসিনীদিগের শিক্ষাবিস্তারের পথ সুগম করিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে যশস্বিনী অনেক লেখিকারই বামাবোধিনীর বামারচনা-

স্তম্ভে প্রবন্ধ লেখায় প্রথম "হাতে খড়ি" হইয়াছিল। আর বিস্তারিত কি বলিব ?—বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক যে সকল আন্দোলন হইতেছে, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে সেই সকল উদ্দেশ্য লইয়া বামাবোধিনী স্বীয় জীবনপথে পরিচালিত হইয়াছিল। এক্ষণে কয়েকখানি সুযোগ্য মাসিক পত্র রমণী দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে, কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বামাবোধিনী এই কার্য্যের বীজ বপন করিয়াছিল। বামাবোধিনী কতবার মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, কত বিপৎ-ঝটিকা বামাবোধিনীর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণপ্রায় করিয়াছিল, তথাপি ভগবানের অপরিসীম দয়া এবং স্বর্গগত সম্পাদক মহাশয়ের প্রাণপণ চেষ্টা ইহার জীবন রক্ষা করিয়াছে। বামাবোধিনী কর্ত্তৃক কোন্ কোন্ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা বামাবোধিনীর কর্ত্তব্য নহে। বামাবোধিনীর পিতৃপ্রদত্ত শিক্ষা এই যে, ইহা জগদীশ্বরের চরণে প্রণতা এবং সর্ব্বসাধারণের নিকটে বিনীতা হইয়া নীরবে আজীবন আপনার কর্ত্তব্য পালন করিবে। এই শিক্ষানুসারে জীবনপথে অগ্রসর হওয়াই আমাদের বামাবোধিনীর আন্তরিক ইচ্ছা।

আজি আমরা "আমাদের বামাবোধিনী" বলিতেছি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যাঁহার বামাবোধিনী—বামাবোধিনী যাঁহার মানসী কন্যা, যিনি মুমূর্ষু অবস্থায়ও বামাবোধিনীর জীবনরক্ষার্থ চেষ্টা করিতে বিরত হন নাই, যিনি "না খাইয়াও ইহাকে খাইতে দিয়াছেন", যিনি পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ কাল ইহাকে স্নেহনীড়ে পরিপুষ্ট করিয়াছেন, বামাবোধিনীর সেই স্নেহময় পিতা ও শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক আজ কোথায় ? আর সেই অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যাঁহাদের উদ্যম, উত্তেজনা এবং সদিচ্ছা বামাবোধিনীর জীবন ধারণে সহায়তা করিয়াছিল, সেই সকল বামাহিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণই বা আজি কোথায় ? আজি আমাদের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তির অযোগ্যতা বশতঃ বামাবোধিনীর কত ত্রুটি, কত অভাব দেখা যাইতেছে। সেই বন্ধুদিগের আদরের বামাবোধিনী আজি কতই অনাদরের পাত্রী হইতেছে। সেই জন্য আমরা বামাবোধিনীর সেই স্বর্গীয় পিতৃদেবের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করি ও যাহাতে ইহাকে নব জীবনপথে অগ্রসর করিতে পারি তদনুরূপ শক্তি ভিক্ষা করি। সেই সাধু মহাজনের আশীর্ব্বাদে বামাবোধিনী নব জীবনে নবীনালোক প্রাপ্ত হউক।

এই বামাবোধিনীর পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় জন্মোৎসবের সময় ইহার চিরস্নেহময় পিতা সমারোহ সহকারে ইহার পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় উৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। হায় ! আজি ইহার পঞ্চাশৎবর্ষীয় জন্মোৎসব নীরবে সম্পন্ন হইল; আজি বামাবোধিনী পিতৃহীনা, অশ্রুসিক্তা, অনাথা কন্যা, ইহার এই জন্মোৎসবে আমাদিগের আনন্দ করিবার কি আছে ?

আজি একটী মাত্র আনন্দের বিষয়

আছে। আজি বামাবোধিনীর এই জন্মদিনে আমরা সর্ব্বত্র সেই মহানুভব নরদেবতাকে অনুভব করিতেছি। আজি তাঁহার বর্ত্তমানতাতেই আমাদের এ মৌন গৃহ আনন্দ-মুখরিত হইয়াছে। আজি সকলের মুখে যেন তাঁহার সদিচ্ছা প্রতিভাত দেখিতেছি। আজি সকলকেই যেন তাঁহার মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত দেখিতেছি আজি তিনি যেন একাকী এক সহস্র হইয়া তাঁহার স্নেহের বামাবোধিনীকে আশীর্ব্বাদ করিতে ও তাঁহার সুহৃদ্দিগকে প্রীতি বিতরণ করিতে আবির্ভূত হইয়াছেন দেখিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

শ্রী মা।

প্রায়শ্চিত্ত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নবকিশোর বাবু একেবারে নিজের পূজার ঘরে গিয়া পূজা করিতে বসিলেন। পার্শ্বস্থ গীতাখানি অন্যমনস্কভাবে তুলিয়া লইয়া পাতাগুলি উল্টাইতে উল্টাইতে একাদশ অধ্যায়ের "বিশ্বরূপ দর্শন যোগের" কয়েকটি শ্লোক সহসা তাঁহার চক্ষে পড়িল। "বক্ত্রানি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দ্রংষ্টকরালানি ভয়ানকানি, কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ। যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-স্তবাপি বক্ত্রানি সমৃদ্ধবেগাঃ।"—ভাল লাগিল না!—গীতা বন্ধ করিয়া কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন, ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে গাহিতে চেষ্টা করিলেন "ত্বমাদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্। বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপং"। কিছুতেই তাঁহার মন স্থির হইল না। সে করুণ কণ্ঠস্বর আজ সমস্ত ডুবাইয়া দিতেছে—"দাদাবাবু, দাদাবাবু! ক্ষমা কর!" জগতের কোন জ্ঞান, কোন বিবেক, কোন কিছুরই আজ সেই করুণ কণ্ঠস্বর ভুলাইবার ক্ষমতা নাই।

অন্যমনা হইবার জন্য নবকিশোর বাবু কক্ষ হইতে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। বাহিরের ফটকের নিকটে দাঁড়াইতেই তাঁহার মনে আসিল একদিন এমনি সময়ে এমনি একটা সুরে এখানেও ধ্বনিত হইয়াছিল "দাদাবাবু আবার আমায় কবে আনবে?"

যাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রাণটা সে দিন বক্ষপঞ্জরের মধ্যে আছড়াইয়া পড়িয়াছিল, আজ সে আপনি ফিরিয়া আসিয়াছিল; পা জড়াইয়া ধরিয়া ক্ষমা ও করুণা ভিক্ষা করিয়াছিল। নবকিশোর বাবু রৌদ্রকরোজ্জ্বলা প্রকৃতির পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিলেন "ক্ষমা! কিসের ক্ষমা? কে কাহার দোষের শাস্তি দিবে? মর্ত্তে ধর্ম্মকে কে কোথায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে? ঐ দীপ্ত সূর্য্যের মতই সে

যে কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া আপনার গন্তব্য পথে চলিয়াছে! সামান্য মর্ত্তের ধূলিজাল যে সে জ্যোতিস্বরূপকে স্পর্শও করিতে পারে না, কেবল ক্ষুদ্র মানবেরই দৃষ্টিকে আবরণ করে মাত্র! তবে অপরাধ কিসের? যে অন্ধ অবোধ সেই ধূলির জালে রুদ্ধদৃষ্টি হইয়া মানবপ্রকৃতির সারভূত দয়া, স্নেহ ও করুণাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে পারে, সেই অকরুণ নির্দ্দয়ের চেয়েও কি অন্যের অপরাধ অধিক? নবকিশোর বাবু অস্থির হইয়া উঠিলেন, সেই রৌদ্রতপ্ত ভূমিতে বক্ষ পাতিয়া সহসা তিনি শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার কর্ণে তবু সেই কণ্ঠধ্বনি হইতেছিল "দাদাবাবু ক্ষমা কর।"

বহুক্ষণ পরে নবকিশোর বাবু যখন তাঁহার সদ্য প্রতিষ্ঠিত দেবীমন্দিরের দালানে গিয়া বসিলেন, তখন পুরোহিত-প্রমুখ সকলে বিস্মিত ভাবে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। তাঁহার মুখের উপরে যেন একটা নূতন জিনিষের ছায়া পড়িয়াছে। দেবীর সম্মুখে তখন নিত্যকার মত চণ্ডীপাঠ হইতেছিল, "ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ ত্বংবৈ প্রপন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষমারূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্নেহরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।" আজীবন কাল শ্রুত চণ্ডীর শ্লোক যেন আজ কি একটা নূতন কথা বলিতেছিল, মোহিত, স্তব্ধ, নবকিশোর বাবু নীরবে বসিয়া শুনিয়া যাইতে লাগিলেন।

দিন পনের পরে সহসা একদিন প্রিয় বন্ধু মথুরবাবু বলিলেন "কালীঘাটে মাকে একদিনও দেখা হয় নাই, পূজা দিয়া আসা যাক্। আপনার মনটাও খারাপ আছে, সুস্থ হইবে, চলুন যাওয়া যাক্"। নবকিশোরবাবু এক্ষণে কলিকাতায় প্রায় যাইতেন না, অদ্য ভাবিলেন "যাই না কেন"?

কালিঘাটে মহা ভিড় হইয়াছে। কালী-পূজান্তে বড় চন্দনের ফোঁটা কাটিয়া ও প্রসাদী মালা পরিয়া নবকিশোর বাবু দুই হস্তে অর্থ বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার চারি দিকে বালক বালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতীরা কোলাহল করিতেছিল। সহসা নবকিশোরের চক্ষু একটী বালিকার উপরে পড়িল। সে দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার দান দেখিতেছিল, ছোট হাতখানি এক এক বার লইবার জন্য উঠিয়া তখনই (নামিয়া) পড়িতেছিল। নবকিশোর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় চমকিত হইয়া উঠিলেন। এ কে! একি তাঁহার সেই নীরজা! মনে পড়িল এমনি বয়সে সে তাঁহার ক্রোড়ে ক্রোড়ে বেড়াইত। আজ সে কোথায়? ছুটিয়া নিকটে গিয়া

উন্মাদের মত বলিলেন "তুই কি আমার নীরো দিদি? আবার কি তেমনিটি হয়ে এসেছিস ? বালিকা বিস্মিত হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। নবকিশোর বাবু একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন "তুমি ভিক্ষা নেবে না ? বালিকা কাঁদিয়া উঠিল। সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "আমায় যে কেউ ভিক্ষা দেয় না!" চকিতের মধ্যে নবকিশোর বাবু তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া বলিলেন "আমি তোমায় দিব। তোমার আর কে আছে" ? বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "নিতাই দাদা আছে, ওদিকে ভিক্ষা করতে গিয়াছে"। "তোমার মা নাই ?" বালিকা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আছেন, কিন্তু তিনি হয়ত বাবার মত চলে যাবেন গো"। "কেন? তাঁর কি হ'য়েছে ?"

"বাবা যে দিন গেলেন, সেই দিন যে, অজ্ঞান হয়েছেন, আর আমার সঙ্গে কথা ক'ন না। নিতাই দাদা বলে 'মাও চলে যাবেন'"। নবকিশোর বাবুর চক্ষে জল আসিল। যাহার মত ভাবিয়া বালিকাকে বক্ষে টানিয়াছেন, তাহারও কি এমনি অবস্থা হইয়াছে ? নবকিশোর বাবুর বোধ হইতেছিল পৃথিবী যেন চারিদিকে কাঁপিয়া উঠিতেছে। বালিকাকে নামাইয়া দিয়া বলিলেন "তবে চল, তোমাদের ঘর দেখে আসি"। "তুমি কি আমার মাকে ভাল করে দেবে"? "হ্যাঁ"। নবকিশোর বাবু বালিকার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ইহাতে তাঁহার পরিচারকেরা ও সঙ্গীরা কেহ বিস্মিত হইল না। নবকিশোর বাবুর তো এটা নিত্যকার কার্য্য।

কুটীরে প্রবেশ করিয়া নবকিশোর বাবু দেখিলেন তেমনি একখানা ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে। মুহূর্ত্তে নবকিশোর বাবুর হৃৎপিণ্ডটা ফাটিয়া শব্দ হইল "নীরো দিদি আমার"।

সেই সময়ে নীরজা একবার চাহিল। দেখিল বহুকালের পরিচিত একখানা বক্ষ তাহাকে টানিয়া লইয়াছে। মুখের উপরে মুখ রাখিয়া পরিচিত স্বরে ডাকিতেছে "নীরো দিদি আমার"। "দাদা বাবু"। "কি দিদি আমার ?" "লীলাকে যে তিনি দেখতে বলে গেছেন। আমি যে তা পারলুমনা গো"! নবকিশোর বলিলেন "যাও দিদি, তুমি যাও, তুমি আর এ কোলে থেকোনা, তোমার লীলা আমার কোলে এসে আমার প্রায়শ্চিত্ত করবে"। নীরজা চক্ষু মুদিল। নবকিশোর কোলের উপর তাহাকে রাখিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন। বহুদিনের কথা মনে পড়িল। যে দিন নীরজাদের লইয়া আসিতে বিমলাচরণ গিয়াছিল, সেই দিন সেই সোপানের উপরে সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে এমনি একখানা মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন মুখ নিজের ক্রোড়ের উপর চকিতের ন্যায় ভ্রম হইয়াছিল।

নীরজা আবার চাহিল। মুদ্রিত চক্ষু সবেগে বিস্ফারিত করিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল "আবার পাব কি ? এ বিবাহ সিদ্ধ কি ? তুমি আমার কি ?"

নবকিশোর বাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন "পাবি, নীরজা! সেই তোর স্বামী, এই তোর বিয়ে। আমি যে বিয়ে দিয়েছিলাম, সে কেবল তোর এই মরা মুখখানা দেখ্‌বে বলে, তোর লীলাকে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব বলে। নীরো, দিদি, তুই তোর স্বামীর কাছে যা, তুই বাঁচ্‌লে তো আমার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হবে না"। নীরজা অজ্ঞানে মৃদু হাসিল। সত্যের আলোকে তাহার সন্দেহ যেন দূরে পলাইয়া গেল। বিশ্বেশ্বর চরণপ্রান্তে গিয়া যেন বলিল "তুমি কৃপাময়, তুমি অন্তর্যামী, তুমি তো সব জান। আমায় ত্রবো তুমি তো আমায় বঞ্চিত করিবে না"।

নীরজা ধীরে ধীরে প্রাণত্যাগ করিল। নবকিশোর বাবু লীলাকে টানিয়া লইয়া আবেগের সহিত তাহাকে বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিলেন।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

মহাজনবাক্য।

দুঃখের দিনে তোমার জীবনের সুখের কথা স্মরণ করিবে এবং সুখের দিনে দুঃখের কথা স্মরণ করিবে। ধর্ম্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম, কিন্তু ধর্ম্ম চন্দনকাষ্ঠের ন্যায়, ইহা যত ঘষিবে ততই ইহার সুগন্ধ বাহির হইবে।

আত্মার অনন্ত মঙ্গলের জন্য দুঃখ ও বিপদের নিতান্ত প্রয়োজন।

অনেক অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়া ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়।

ঈশ্বর আমাদিগের আত্মার সংশোধনের জন্য বিপদ প্রেরণ করেন, ইহা দ্বারা তিনি আমাদিগকে তাঁহার উপযুক্ত করিয়া লন।

নম্র ব্যক্তি সর্ব্বদা শান্তি ভোগ করেন, কিন্তু অহঙ্কারীর হৃদয় সর্ব্বদা হিংসা ও ক্রোধানলে দগ্ধ হয়।

যখন আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্লেশ সহ্য করিতে পার, তখন জানিও তোমার নম্রতা শিক্ষা হইয়াছে।

ঈশ্বর অহঙ্কারীর দর্প চূর্ণ করেন এবং নম্র ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ করেন। অতএব ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ কর, তাঁহার চক্ষে নত হও, তিনি তোমাকে উন্নত করিবেন। যথার্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তি অন্যের দোষ অনুসন্ধান করেন না এবং তাহার চর্চ্চা করিয়া আমোদ প্রাপ্ত হন না, তিনি কেবল আপনার দোষ অনুসন্ধানেই ব্যস্ত।

সংসারে যদি সুখ থাকে, নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তিই তাহা ভোগ করেন।

চিত্তের প্রফুল্লতা শরীরের পক্ষে ঔষধের কার্য্য করে।

সন্তোষ ও প্রফুল্লতা আত্মাকে শান্তি ও সন্তোষপূর্ণ করে। দেবমন্দিরের ও অন্যের অন্তঃকরণে ইহা সঙ্গীত সুধা বর্ষণ

করে, কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেয় এবং দয়ার উদ্দেশ্য সাধন করে।

যিনি অন্যের প্রতি দয়া করেন, তিনি যেন সন্তোষের সহিত তাহা করেন।

তুমি (ঈশ্বর) যারে কর সুখী সেই সুখী হয় এ সংসারে।

নিজে শান্ত না হইলে অপরকে শান্ত করা যায় না, রাগী লোক হিতে বিপরীত বুঝে এবং ভালকে মন্দ করিয়া ফেলে।

রাগী লোক বাতাসের সহিত যুদ্ধ করে এবং আপনার মস্তক চৌকাটে ঠুকিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে। যে ব্যক্তি সহজে ক্রুদ্ধ হয় না, সে বীর অপেক্ষা বলী, এবং যে ক্রোধকে পরাজয় করে, সে রাজ্য-জয়কারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ধর্ম্মজীবনের লক্ষ্য—প্রীতি, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সাধুতা, বিশ্বাস, মিতাচারিতা, বিনয় ও নম্রতা।

যাহারা অশ্রুপাত করিয়া বপন করে, তাহারা আনন্দের সহিত শস্য সংগ্রহ করে।

পাপের ফল মৃত্যু।

যে অন্যকে প্রতারণা করে, সে নিজে প্রতারিত হয়।

ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। তিনি আমাদিগকে আগে ভালবাসিয়াছেন, তবে আমরা তাঁহাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জীবন, মৃত্যু, দেব-শক্তি, রাজশক্তি, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ, উচ্চ পর্ব্বত বা গভীর সাগর, কিছুতেই ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে পারে না। ঈশ্বর আমাদিগের পক্ষে থাকিলে কে আমাদের বিপক্ষ হইতে পারে?

ঈশ্বরের দৃষ্টি ধার্ম্মিকদিগকে রক্ষা করে এবং তাঁহার কর্ণ তাঁহাদিগের প্রার্থনা শুনিবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু তিনি পাপকারীদিগের প্রতি বিমুখ।

পরীর গল্প।*

(ইংরাজী হইতে অনুবাদিত।)

এক সময়ে চীনদেশে একটী লোক বাস করিত। তাহার নাম চীন্‌চীন্ চায়নাম্যান্। সে গৃহস্থ ছিল, তাহার স্ত্রী ছিল না বলিয়া তাহাকে যেমন বাহিরের সেইরূপ বাড়ীর কাজও করিতে হইত। একদিন সে দেখিল তাহার একটী গাল ফুলিয়াছে। সে তাহাতে এক খণ্ড ফ্লানেল বাঁধিয়া রাখিল, কিন্তু তাহাতে তাহার গালের ফুলা আরও বৃদ্ধি হইল। তখন সে অনেক ডাক্তার দেখাইল, কিন্তু কিছুতেই তাহা সারিল না। সে যখন রাস্তা দিয়া যাইত, লোকে তাহাকে ঠাট্টা করিত। একদিন চীন্‌চীন্ চায়নাম্যান্ শুনিল যে, নগরে এক-জন খুব বড় ডাক্তার আসিয়াছে, সে

* একটী বালিকার লিখিত।

গিয়া তাঁহাকে তার ফুলা গাল দেখাইল। ডাক্তার বলিলেন "এই মাসে পূর্ণিমার দিন তুমি যদি অমুক বনের মধ্যে যে ওক্‌গাছ আছে তাহাতে গিয়া উঠিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে যে মধ্য রাত্রিতে সেখানে একদল বামন আসিবে। যখন তাহারা তোমাকে ডাকিবে, তখন তুমি তাহাদিগকে বলিবে যে, আমার গাল ফুলিয়াছে, কি করিয়া ইহা সারে তাই জানিতে আসিয়াছি। তখন তাহারা তোমাকে নাচিতে বলিবে, তুমি যদি ভাল করিয়া নাচিতে পার, তাহা হইলে তোমার গাল-ফুলা সারিয়া যাইবে, আর যদি না পার তাহা হইলে তোমার অপর গালটিও ফুলিয়া উঠিবে। এই কথা শুনিয়া সেই পূর্ণিমার দিনই সেই ডাক্তারের কথামত সে বনে গিয়া নির্দ্দিষ্ট ওক্‌গাছে উঠিল। অনেকক্ষণ পরে সে দেখিল যে, একদল বামন আসিল এবং তাহারা চীন্‌চীন্ বলিয়া ডাকিল। সে তাহাদের কাছে যাইলে তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ।" সে তাহাদিগকে বলিল "আমার গাল ফুলিয়াছে, কি করিয়া সারে জানিতে আসিয়াছি।" তখন তাহাদের সর্দ্দার বলিল "তুমি যদি ভাল করিয়া নাচিতে পার, তাহা হইলে তোমার ফুলা ভাল করিয়া দিব"। তখন বামনেরা সকলে নাচিবার স্থানে গিয়া চীন্‌চীনকে নাচিতে বলিল। হতভাগ্য চীন্‌চীন্ নাচিতে জানিত না, তাই দাঁড়াইয়া রহিল। বামনেরা রাগ করিয়া তাহাকে বলিল "তোমার আর এক গাল ফুলুক"। চীন্‌চীনের আর এক গাল ফুলিয়া উঠিল। এবার লোকে চীন্‌চীনকে আরও ঠাট্টা করিতে লাগিল। আবার যখন সেই ডাক্তার আসিলেন, তখন চীন্‌চীন্ তাহাকে আপনার দুর্দ্দশার কথা বলিলে ডাক্তার বলিলেন "এই মাসে পূর্ণিমার দিন আবার যাইয়া ভাল করিয়া নাচিবে, তাহা হইলেই তোমার দুই গালই ভাল হইবে"। সে পূর্ণিমার দিন আবার গেল এবং এবার খুব ভাল করিয়া নাচিল। তখন বামনেরা তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাহার দুই গাল ভাল করিয়া দিল। অতঃপর চীন্‌চীন সুখে বাস করিতে লাগিল।

কুমারী মণিকা রায় চৌধুরী।

নূতন সংবাদ।

বিলাতে এবার এত বৃষ্টি হইয়াছে যে, সমুদায় রাস্তা ঘাট জলে পরিপূর্ণ। এই বৃষ্টির জন্য লোকের অনেক ক্ষতি হইয়াছে এবং দরিদ্রদিগকে আশ্রয়হীন হইতে হইয়াছে।

২। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১লা আগষ্ট মহাসমারোহে শকুন্তলা নাটকের ইংরাজিতে অভিনয় হইয়া গিয়াছে। মিসেস্ পি, কে, রায় ও মিসেস্ এস,

মুখোপাধ্যায় ইহার অভিনেতৃদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

৩। সম্প্রতি রুষ-নর্ত্তকীগণের শারীরিক সৌন্দর্য্যের আধিক্যের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাহারা নিরামিষভোজী। নিরামিষ আহারে দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ও সহজে জরাবির্ভাব হয় না।

৪। ভারত-সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ জাপানের নবীন সম্রাট্‌কে নাইট্ অব দি গার্টার উপাধি প্রদানে সম্মানিত করিয়াছেন

৫। বরোদার মহারাণীর অলঙ্কারের মূল্য—ইহাঁর ২৪ খানি গহনার মূল্য দেড় লক্ষ পাউণ্ড, ইহাঁর শিরোভূষণের মূল্য পঁয়তাল্লিশ হাজার পাউণ্ড, ইহাঁর নাকছাবীর মূল্য আঠার হাজার ছয় শত চুরানব্বই পাউণ্ড, ইয়ারিং ও অন্যান্য কর্ণভূষণের মূল্য পঁয়ত্রিশ হাজার ছয় শত চুয়াত্তর পাউণ্ড, নেকলেসের মূল্য তিরাশী হাজার পাউণ্ড, অন্যান্য কণ্ঠভূষণের মূল্য একচল্লিশ হাজার পাউণ্ড, চুড়ি, বালা প্রভৃতি করভূষণের মূল্য তেইশ হাজার সাত শত চুয়াত্তর পাউণ্ড, ইহাঁর পদাঙ্গুলির একটী আংটীই দুই শত চৌষট্টি খানি হীরকে খচিত।

৬। মিঃ বিশ্বনাথ মিশ্র নামক এক-জন উড়িয়া যুবক ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উড়িষ্যাবাসীদিগের মধ্যে ইনিই প্রথম ব্যারিষ্টার।

৭। আমাদের সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ক্রিষ্টাল প্যালেসে বালক-বালিকাদিগকে যে ভোজ দিয়াছিলেন, তাহাতে কাগজের পেয়ালা ও কাগজের গেলাস ব্যবহার করা হইয়াছিল। আজ কাল কাগজের রুমালের ন্যায় কাগজের গেলাস, বাটী ও বিলাতে কাজকর্ম্মে ব্যবহৃত হইতেছে।

৮। এ, জি, মেল নামক জনৈক অধ্যাপক বনমানুষকে লেখা পড়া শিখাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাঁর চেষ্টায় নাকি ওরাংওটাং এবং শিম্পাঞ্জী-জাতীয় দুইটী বনমানুষ "পাপা" ও "মামা" (বাবা ও মা) বলিতে শিখিয়াছে।

৯। দাদা ভাই নরোজি ৮৮বৎসর অতিক্রম করিয়া ৮৯ বৎসরে পদার্পণ করিলেন।

১০। সম্প্রতি কলিকাতায় বাবুঘাটে এক বৃহদাকার কুম্ভীর ভাসিয়া উঠিয়া-ছিল। ভলণ্টিয়ার সৈন্যদলের সার্জ্জন হেণ্ডস্ওয়ার্থ কুম্ভীরটীকে বিনষ্ট করিয়া-ছেন। এরূপ বৃহদাকার কুম্ভীর নাকি আর কোথাও নিহত হয় নাই। ইহার দৈর্ঘ্য ১৭ ফুট এবং ইহার মধ্য দেশের বেড় ৮ ফুট। ইহার বয়স নাকি দুই শত বৎসর অনুমিত হইয়াছে।

১১। গত ১৬ই ভাদ্র বামাবোধিনীর পঞ্চাশৎবর্ষীয় জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে এই পত্রিকার হিতৈষী বন্ধুগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। উপাসনান্তে মানকুমারী দেবীর প্রেরিত প্রবন্ধটী পঠিত হয়। পরে বামাবোধিনীর উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উত্থাপিত হয়।

ক। বাবু হেমেন্দ্র নাথ সিংহের প্রস্তাব—ভারতের ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে স্ত্রীলোক-

দিগের উন্নতির জন্য যে সকল কার্য্য ও চেষ্টা হইতেছে বামাবোধিনীতে সে সকল প্রকাশ করা আবশ্যক।

খ। স্ত্রীলোকদিগের দ্বারাই ইহার প্রবন্ধাদি লেখা ও নির্ব্বাচন করা ও ইহার পরিচালন হওয়া উচিত।

গ। প্রসিদ্ধ লেখক এবং লেখিকা-দিগের সাহায্য পাইবার, গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার, এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রহ দ্বারা আর্থিক উন্নতি করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি।

ঘ। শ্রীমতী হেমলতা রায় প্রস্তাব করেন—বর্ত্তমান সময়ে বামাবোধিনী যেরূপ অবস্থায় চলিতেছে, তাহার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। পূর্ব্বে যেরূপ স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা ছিল, এখন সেরূপ নাই, তজ্জন্য ইহাকে আজকালকার মত করিয়া প্রকাশ করা আবশ্যক। এই বামাবোধিনীর জন্য শিক্ষিতা মহিলাদিগের বিশেষ যত্ন করা উচিত। কারণ বামাবোধিনীর ন্যায় কেবল স্ত্রীলোকদিগের উপযোগী মাসিক পত্রিকা যখন আর নাই, তখন ইহাকে তাঁহাদের উপযোগী করিয়া লওয়া কি উচিত নহে? বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিতা মহিলাদিগের অভাব নাই, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই ইহার যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। তিনি নিজেও এ বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

বামারচনা।

প্রার্থনা।

বিপুল বিশ্বের পিতা
বিরাট পুরুষবর,
শরণ্য বরেণ্য তুমি,
ধ্যান করে চরাচর।
কল্লোলিনী কুলু তানে
গাহে তব যশোরাশি,
তোমার মহিমা ঘোষে
ফুলদল মৃদু হাসি।
অনিল সতত ধরি
তোমার সৌরভ বুকে,
উল্লাসে মাতিয়া ছুটে
দশ দিশি মনসুখে,
গাহি তব প্রেমগাথা
ললিত মধুর তানে,
গাহে পাখী তরুশাখে
সুধাধারা ঢালি প্রাণে।
রবি, শশী, তারাচয়
গ্রহ উপগ্রহ সনে,
প্রকাশে বিভূতি তব
পুলক-পূরিত মনে।
প্রকৃতি আঁচল আড়ে
থাকি নিতি বিশ্বকবি,
নানারূপে নানা রঙ্গে
এঁকেছ বিশ্বের ছবি।

যবনিকা অন্তরালে
　　থাকি সদা রঙ্গরাজ !
সাজাও হে প্রকৃতিরে
　　দিয়ে বহুরূপী সাজ।
আঁধারে আঁধার মত
　　মোরা ক্ষুদ্র নারী নয়।
দুর্গম অচেনা পথে
　　চলিতেছি নিরন্তর।
চাহি না বুঝিতে তব
　　রহস্য মন্ত্রণাচয়।
বামনের চাঁদে আশা
　　কভু কি সফল হয় ?
পূরাও কামনা মোর
　　ভকত বৎসল হরি !
তোমার মহিমা-কীর্ত্তি
　　রহে যেন শুনি ভরি !
তোমার চরণ ধ্যান
　　করি যেন অহরহ
ঘুচে যাক্ হিংসা, দ্বেষ,
　　টুটে যাক্ ভ্রম, মোহ !

শ্রীকুসুমকামিনী গুহ, চট্টগ্রাম।

দুর্গার আমন্ত্রণ।

কি নব উৎসব বাদ্য
　　বাজিছে ভুবনে।
　আজি বঙ্গে নরনরী
　উঠিছে জড়তা ছাড়ি
ভাসিছে আনন্দনীরে মার আগমনে।
এক সূত্রে বাঁধি প্রাণ
　　সবে দলে দলে,
　অনন্ত বিশ্বাসভরে
　জননীর পূজা তরে,
এস কে মিলিবে আজ ডাকি মা মা বলে।
জননীর পদতলে
　　দিতে বিসর্জ্জন;
　আপদ বিপদরাশি
　তাই ছুটিয়াছে হাসি,
সন্তান যে জননীর আদরের ধন।
বৎসরের পরে পুনঃ
　　এলেন জননী,
　আয় সবে ছুটে আয়
　পূজিতে মহামায়ায় !
ভুলে যাই শোক দুঃখ বিপদকাহিনী।
পার্থিব সম্পদ নহে
　　মোদের কামনা,
　মার পদ কোকনদ,
　পূজ পাবে মোক্ষপদ,
যাঁর তরে মুনি ঋষির এ সাধনা।
আয় মা জননী মোর
　　বিশ্বপ্রসবিনী !
　ও অভয় পদতলে
　এসেছি মা ! কুতুহলে,
সন্তানে লও মা কোলে পতিত-পাবনি !
যা আছে মোদের ধন,
　　দিনু মা ! সকলি

তব পদে উপহার,
হৃদয়ের রত্নহার,
লও মা অভাগিনীর ভক্তি অর্ঘ্যডালি।

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

প্রার্থনা।

পিতাগো!
তোমার নিকটে আজি কাঁদিতে বাসনা,
তুমি বিনে কেবা বুঝে মনের বেদনা।
যত দুঃখ কষ্ট স'য়ে,
যে অশান্তি হৃদে ল'য়ে
আছি প্রভু, আমি এই বিপুল ধরায়,
আমার এ হৃদি, নাথ! যে অশান্তিময়।
এ অশান্ত হৃদে প্রভু,
শান্তি নাই বুঝি কভু,
কাতর হইয়া তাই বলি বার বার,
পাইবে না শান্তি বুঝি হৃদয় আমার।
তুমি নাথ দয়া ক'রে,
শান্তি সুখ দেও মোরে,
পবিত্র করিয়া দাও এ হৃদি আমার,
পায়, প্রভু, এ মিনতি দুঃখিনী কন্যার।
প্রভু বল দাও, বুদ্ধি দাও,
উৎসাহে প্রাণ মাতাও,
দৃঢ় ক'রে বেঁধে দাও জীবন আমার,
চিরদিন থাকে মতি ও পদে তোমার।
আর কোন ভিক্ষা নাই,
শুধু এই ভিক্ষা চাই,
কাতর করুণ কণ্ঠে বলি বার বার,
দৃঢ় ক'রে বেঁধে দাও জীবন আমার।
পবিত্র সরল মন,
রহে যেন সর্ব্বক্ষণ,
কুটিলতা আর যেন মনে নাহি আসে,
নির্ম্মল সরল ভাব হৃদে যেন পশে।
প্রভু, শুধু এই চাই,
তোমার আশীষ পাই,
লভি যেন শান্তিসুখ তব পদ পেয়ে,
দাও হে অনন্ত সুখ পদাম্বুজ দিয়ে।

ফুল।

১

পৃথিবীতে ছোট বড় আদি সকলের তরে,
পারিতেন পরমেশ নানা বস্তু সৃজিবারে,
ওক দেবদারু আদি যত মহীরুহকুল,
কিন্তু পারিতেন তিনি সৃষ্টি না করিতে ফুল।

২

আমাদের সর্ব্ববিধ অভাব করিতে দূর,
পারিতেন সৃজিবারে দ্রব্যজাত সুপ্রচুর,
ঔষধ ও পরিশ্রম ভোগ বিলাসের তরে,
তথাপিও পারিতেন পুষ্প নাহি সৃজিবারে।

৩

বাহ্য-জীবনে মোদের ফুলে নাহি প্রয়োজন,
তবে অবনীতে ফুল জন্মিয়াছে কি কারণ?
হর্ষোৎফুল্ল করিবারে মানবগণের চিত,
ধরার সৌন্দর্য্যরাশি করিবারে বিবর্দ্ধিত।

৪

বিশ্বাস হইলে ক্ষীণ মানব-হৃদি মাঝারে,
কহিতে আশার কথা সান্ত্বনা করিতে তারে,
যেহেতু করেন যত্ন কুসুমের প্রতি যিনি,
করিবেন ততোধিক মানবের প্রতি তিনি।

ভুলিও না মোরে কভু।

১

ভুলিও না মোরে কভু, স্মরণ রাখিও প্রভু,
কর মোরে কার্য্যে নিয়োজন,
তুমি নাহি চাও যারে, থাক্ পড়ি একধারে,
ভগ্নপাত্র প্রায় সেইজন।

২

যত বস্তু এ সংসারে, সবে নিজ কার্য্য করে,
সবে করে তোমাতে নির্ভর.
তব সৃষ্ট বস্তুচয় তব কার্য্যে রত রয়,
হউক যতই ক্ষুদ্রতর।

৩

গিরিশৃঙ্গ সুবিপুল, অত্যুচ্চ নক্ষত্রকুল,
ক্ষুদ্র গিরি, ক্ষুদ্র হিমকণা,
সবে তব কার্য্য করে, দয়াময় যেন মোরে
কার্য্যে নিয়োজিতে ভুলিও না।

৪

বসিয়া প্রাচীরোপরে ক্ষুদ্রপাখী গান করে,
মহাকায় বিহঙ্গ ঈগল,
ছোট বড় নদ নদী, বিটপী কুসুম আদি,
তব কার্য্যে নিযুক্ত সকল।

৫

আল্প গিরিশৃঙ্গমাঝে, দেবদারুতরু রাজে,
লিলি শোভে উপত্যকা পরে,
ক্ষুদ্র গুপ্ত সরোবর, কিম্বা বিস্তীর্ণ সাগর,
সকলে তোমারি কার্য্য করে।

৬

উপত্যকা ভূমিমাঝে বিপুল গিরি বিরাজে,
সিন্ধুতীরে ক্ষুদ্র বালুকণ,
ভ্রাম্যমাণা কাদম্বিনী- কৃত ঘোর বজ্রধ্বনি
মক্ষিকার মৃদুল গুঞ্জন।

৭

যত বস্তু এই ভবে, তব কার্য্যে রত সবে,
ছোট বড় আছে প্রাণী যত,
ওহে জগতের স্বামী, অতি ক্ষুদ্রতম আমি,
আমারেও কর কার্য্যে রত।

সে যে দেবতা

দেবতা মানববেশে সে যে এ ধরায়
ভক্তিমান্, সত্যপ্রিয়,
ধীর, স্থির, জিতেন্দ্রিয়,
এক লক্ষ্য এক ব্রত স্থির নিষ্ঠতায়।
সে জানে নিষ্কাম কর্ম্ম,
সেবা, প্রেম, গৃহ-ধর্ম্ম,
সে খোঁজে জ্ঞানের আলো ঘোর তমসায়,
দেবতা মানববেশে সে যে এ ধরায়।

২

দেবতা মানববেশে সে যে এ ধরায়,
তাঁর নির্ম্মল বুদ্ধি,
যোগায় সাধনা সিদ্ধি,
জানায় নির্ব্বাণ মুক্তি বিশ্ব বাসনায়,
যে জানে গো মনুষ্যত্ব,
সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব,
ভাসিতে চাহে না সেত নীরবে তলায়,
দেবতা মানববেশে সে যে এ ধরায়।

৩

দেবতা মানববেশে সে যে এ ধরায়,
শান্তিময় উচ্চ আশা,
অনাবিল ভালবাসা,
উদার হৃদয়খানি ভরা করুণায়।
হেরিলে সে দেবকান্তি,
দূরে যায় ভুল ভ্রান্তি,
দূরে যায় পাপতৃষ্ণা, আবিলতাময়
দেবতা মানববেশে সে যে এ ধরায়।

৪

দেবতা মানববেশে সে যে এ ধরায়,
সে দিবা হৃদয়মাঝে,
স্নেহ সরলতা রাজে,
বিনয় নম্রতা মাখা সান্ত্বনায়
তার সে হৃদয় মন,
দেবতার পদ্মাসন,
মরতে সকল মিশে সুধা উথলায়,
দেবতা মানববেশে সে যে এ ধরায়।

৫

দেবতা মানববেশে সে যে এ ধরায়,
সে চাহে না নিতি নিতি,
পাইতে সুযশ প্রীতি,
তুলিতে উন্নত শির গর্ব্ব গরিমায়,
সে বলে না "আমি বড়,
আমারই নাম কর,
সকলেতে কাজ কর আমারি কথায়"
দেবতা মানববেশে সে যে এ ধরায়।

৬

দেবতা মানববেশে সে যে এ ধরায়,
শত শত মৃত প্রাণে
মৃত-সঞ্জীবনী দানে,
সঞ্জীবিত করুক সে অমর সুধায়।
ভরিয়া বিশাল পৃথ্বী,
হোক তার যশ কীর্ত্তি,
দাঁড়াক উন্নত শিরে মহামহিমায়,
দেবতা মানববেশে সে যে এ ধরায়।

১৬।৪ মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 519. Oct. & Nov. 1912.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি. এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ। ৫৯১ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩১৯। | ১০ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ঢাকায় মেডিকেল কলেজ—ঢাকায় একটী মেডিকেল কলেজ স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইতেছে। শুনা যাইতেছে যে, ঐ কলেজের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। ইহা অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব।

কারাগারে বালকদিগের ধর্ম্ম-শিক্ষা—শুনা যাইতেছে, পঞ্জাবের ছোট লাট সার লুইডেন্ বাহাদুর আগামী শীত ঋতুতে লাহোরের সেণ্ট্রাল জেলের বালক অপরাধীদিগের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য কতকগুলি শিক্ষিত ধার্ম্মিক লোক নিযুক্ত করিবেন, এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন।

উচ্চ শিক্ষার জন্য দান—অযোধ্যার অন্তর্গত ভিঙ্গার রাজ্যের নরপতি বারাণসীধামে একটী কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার উন্নতিকল্পে বার লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। কলেজটীর নাম "হিউয়েট ক্ষত্রীয় কলেজ" হইয়াছে। ক্ষত্রীয় ছাত্রগণ বিনা বেতনে এখানে বিদ্যালাভ করিতে পারিবে। দিন দিন সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির মধ্যে বিদ্যার সমাদর বাড়িতেছে, ইহা অতি আনন্দের বিষয়।

প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণ—বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের ছোট লাট বাহাদুর নিম্নলিখিত প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। নন্দনগড়ের বৈদিকস্তূপ ও দুর্গের ভগ্নাবশেষ, রামপুরার অশোকস্তম্ভ, লাউরিয়ার অশোকস্তম্ভ ও জানকীগড়ের দুর্গের ভগ্নাবশেষ।